মুক্তিযুক্ত করেন, ভাবের প্রভাবেই (সকাম) সাধকের কুলবৃদ্ধি ও গোত্র-বৃদ্ধি হয়, ভাবের প্রভাবেই উভয়বিধ সাধকের কায়শোধন হইয়া থাকে। ৬। ন্যাসের বিস্তারেই বা কি, ভূতশুদ্ধির বিস্তারেই বা কি, বৃথা পূজার অনুষ্ঠানেই বা কি, সাধকের অন্তঃকরণে ভাবের আবির্ভাব যদি না ঘটে। ৭। বিদ্যা (মন্ত্রময়ী দেবতা) কাহার দ্বারাই বা পূজিতা না হইয়া থাকেন, কাহার দ্বারাই বা জপ্তা না হইয়া থাকেন, কেবল ভাবের অভাবেই নিয়ত অনুষ্ঠানের ফলাভাব ঘটিয়া থাকে। ৮। তন্ত্রমতে প্রথমতঃ দিব্যভাব কথিত হইতেছে। উপাস্য দেবতার বর্ণ যেরূপ হইবে, সমস্ত জগৎ তাঁহার তাদৃশ তেজঃপুঞ্জে পরিপূর্ণ, এইরূপ বিভাবনা পূর্ব্বক ইষ্টদেবতার মূর্ত্তি ধ্যান করিবে এবং সেই সেই দেবতার সেই সেই মূর্ত্তির প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের স্বীয় স্বীয় মন্ত্র দ্বারা তাঁহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক আত্মাকে এবং পরিদৃশ্যমান নিখিল ব্রহ্মাণ্ডকে তন্ময় দর্শন করিয়া সাধক তাঁহার উপাসনা করিবেন। ইত্যাদি। ৯। ১০॥

রুদ্রযামলে ৬ষ্ঠ পটলে——

পুনর্ভাবং পশোরেব শৃণুষ্বাদরপূর্ব্বকং।
অকস্মাৎ সিদ্ধি মাপ্নোতি পশু নারায়ণোপমঃ। ১।
বৈকুণ্ঠনগরে যাতি চতুর্ভুজকলেবরং।
শঙ্খচক্রগদাপদ্মহস্তো গরুড়বাহনঃ।
মহাধর্ম্মস্বরূপোঽসৌ মহাবিদ্যাপ্রসাদতঃ। ২।
পশুভাবং মহাভাবং ভাবানাং সিদ্ধিদং পুনঃ।
আদৌ ভাবং পশোঃ কৃত্বা পশ্চাৎ কুর্য্যাদবশ্যকং।
বীরভাবং মহাভাবং সর্ব্বভাবোত্তমোত্তমং।
তৎপশ্চাদতিসৌন্দর্য্যং দিব্যভাবং মহাফলং। ৩।

\+ + + ×

পশুভাবস্থিতো মন্ত্রী সিদ্ধবিদ্যা মবাপ্নুয়াৎ। ৪।

যদি পূর্ব্বাপরস্থাঞ্চ মহাকৌলিকদেবতাং।
কুলমার্গস্থিতো মন্ত্রী সিদ্ধিমাপ্নোতি নিশ্চিতং। ৫।
যদি বিদ্যাঃ প্রসীদন্তি বীরভাবং তদালভেৎ।
বীরভাবপ্রসাদেন দিব্যভাবমবাপ্নুয়াৎ। ৬।
দিব্যভাবং বীরভাবং যে গৃহ্নন্তি নরোত্তমাঃ।
বাঞ্ছাকল্পদ্রুমলতাপতয়স্তে ন সংশয়ঃ। ৭।
আশ্রমী ধ্যাননিষ্ঠশ্চ মন্ত্রতন্ত্রবিশারদঃ।
ভূত্বা বসেন্মহাপীঠং সদাজ্ঞাদো ভবেদ্‌যতিঃ। ৮।
কিমন্যেন ফলেনাপি যদি ভাবাদিকং লভেৎ।
ভাবগ্রহণমাত্রেণ মম জ্ঞানী ভবেন্নরঃ। ৯।
বাক্যসিদ্ধি র্ভবেৎ ক্ষিপ্রং বাণী হৃদয়গামিনী।
নারায়ণং পরিহায় লক্ষ্মী স্তিষ্ঠতি মন্দিরে। ১০।
মম পূর্ণতমা দৃষ্টি স্তস্য দেহে ন সংশয়ঃ।
অবশ্যং সিদ্ধিমাপ্নোতি সত্যং সত্যং সদাশিব। ১১॥

সদাশিব! পুনর্ব্বার সাদরে পশুভাব শ্রবণ কর। পশুও নিজভাবের সাধনবলে নারায়ণসদৃশ শক্তিসম্পন্ন হইয়া অকস্মাৎ ঈদৃশ সিদ্ধিকে লাভ করিতে পারেন, যাহাতে চতুর্ভুজ কলেবর, শঙ্খচক্রগদাপদ্মহস্ত, গরুড়বাহন হইয়া মহাধর্ম্মস্বরূপ সেই সাধক মহাবিদ্যার প্রসাদে বৈকুণ্ঠনগরে গমন করেন। ১। ২। পশুভাবরূপ মহাভাব সমস্ত ভাবেরই সিদ্ধিদায়ক; যে হেতু সাধক প্রথমে পশুভাবে সিদ্ধ হইয়া পশ্চাৎ সর্ব্বভাবের উত্তমোত্তম মহাভাব বীরভাবকে অবশ্য আশ্রয় করিবেন। তৎ পশ্চাৎ অতি সুন্দর মহাফলজনক দিব্যভাবকে আশ্রয় করিবেন। ৩। + + +
× + + + + + +
পশুভাবস্থিত হইয়াও মন্ত্রী সিদ্ধবিদ্যাকে লাভ করিবেন। ৪। সৌভাগ্যবশতঃ কৌলবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া সাধক যদি পূর্ব্বাপর পরম্পরাক্রমে কুলাচারে উপাসিতা মহাকৌলিক দেবতার মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া থাকেন,

তাহা হইলে তিনিই পশুভাব ব্যতিরেকে কেবল কুলাচার-পথের পথিক হইয়াও নিশ্চয় সিদ্ধি লাভ করিবেন। ৫। অন্যথা, পশুভাবের সাধক যদি সৌভাগ্যক্রমে বিদ্যার [মন্ত্রশক্তির] প্রসন্নতা [চৈতন্য] লাভ করেন, তবে তিনিই তান বীরভাবের অধিকারী হইবেন। অনন্তর বীরভাবের প্রসাদে দিব্যভাব প্রাপ্ত হইবেন। ৬। যে সকল নরোত্তম পুরুষগণ দিব্য-ভাব ও বীরভাবের আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাঁহারা বাঞ্ছাকল্পদ্রুম-লতার অধীশ্বর হয়েন, ইহা নিঃসংশয়। ৭। সাধক, আশ্রমী (ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি চতুরাশ্রমের যে কোন আশ্রমে অধিষ্ঠিত) ধ্যাননিষ্ঠ, মন্ত্রতন্ত্রবিশারদ ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া কোন মহাপীঠের (পীঠমাত্রের) আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক বাস করিবেন। ঈদৃশ সাধক নিজ প্রভাববলে জীবজগতের আজ্ঞাদ (আজ্ঞাদান কর্ত্তা প্রভু) হইবেন। ৮। সৌভাগ্যক্রমে সাধক যদি ভাব মহাভাব ইত্যাদির লাভে সিদ্ধ হয়েন, তাহাহইলে আর তাঁহার অন্য কোন ফলের প্রয়োজন নাই। যে হেতু ভাবগ্রহণ মাত্রেই মানব আমার তত্ত্বের অভিজ্ঞ হয়। ৯। ভাবসিদ্ধ পুরুষের অতি শীঘ্র বাক্যসিদ্ধি হয়, সরস্বতী নিয়ত তাঁহার অন্তর্যামিনী থাকেন এবং বৈকুণ্ঠধামে নারায়ণকেও পরিহার করিয়া লক্ষ্মী মাতৃবৎ তাঁহার মন্দিরে নিয়ত অধিষ্ঠিত থাকেন। আমার পূর্ণতমা কৃপাদৃষ্টি নিঃসংশয় তাঁহার দেহে পতিত হয়, তখনই সাধক অবশ্য মহাসিদ্ধি লাভ করেন, সদাশিব। ইহা সত্য সত্য। ১১ ॥

সংসারদৃষ্টিতেও ইহা নিত্যপ্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যায় যে, স্ত্রী-পুত্রাদির ভাবে যিনি যত বিভোর, তিনি তত আত্মহারা এবং তন্ময়; যাঁহার প্রেমে ভাবের এইরূপ প্রগাঢ়তা সিদ্ধ হয়, প্রেমিকের দেহ ইন্দ্রিয় ও মনোবৃত্তিতে তাঁহার প্রেমশক্তিও সেই পরিমাণে সংক্রা-মিত হয়। এইরূপ উৎকটপ্রেমে প্রেমিক যখন অধীর উন্মত্ত হইবেন, তখনই তিনি মদিরা-মদান্ধ পুরুষের ন্যায় সংসারে থাকিয়াও সংসার-দৃষ্টিহীন, বিষয়ে নিত্যমগ্ন হইয়াও বিষয়পাশনির্ম্মুক্ত। যিনি তাঁহার প্রেমের বিষয়, তাঁহার প্রেমসাধনার প্রয়োজনীয় বলিয়াই সংসার তাঁহার ভাল-

বাসার বস্তু হয়, নতুবা এই মুহূর্ত্তে প্রেমিক যে সংসারকে অতি আদরের দৃষ্টিতে দেখিতেছেন, আজ্ প্রেমের বিষয় যিনি, কা'ল আবার তাঁহার অভাব হইলেই অমনি সে সংসার তাঁহার চক্ষুতে বিষদিগ্ধ শেলসম বিদ্ধ হয় কেন? পতিপত্নী অথবা পুত্রকন্যা যাহাতে যাহার প্রেমের পর্য্যাপ্তি পরাকাষ্ঠা উপস্থিত হইয়াছে, তাহার অভাব হইলেই নরনারী তৎক্ষণাৎ সংসার পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হয়, অথবা আত্মহত্যা করিয়া প্রেমপাত্রের বিয়োগযাতনা হইতে শান্তিলাভের চেষ্টা করে কেন? সংসারে যে যাহার ভালবাসার পাত্র, তাহার সম্বন্ধ-গন্ধ আছে বলিয়া প্রেমিকের দৃষ্টিতে তাহার সমস্তই প্রেমময় বলিয়া বোধ হয়। প্রেমের পাত্র পতিপত্নী পুত্রকন্যা প্রভৃতি দূরে থাকিলেও তাহাদিগের সম্বন্ধ আছে, এই বলিয়া তাহাদিগের বসনভূষণ খেলার পুতুলগুলি পর্য্যন্তও প্রেমের বিষয় হইয়া দাঁড়ায়; নতুবা পিতামাতা অন্যান্য বস্তু অপেক্ষা সেইগুলিকেই অতি যত্নে রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন কেন? এই গুলিই প্রেমরাজ্যের ভাবসিদ্ধির উপকরণ —— মৃতপুত্রের পরিহিত বস্ত্রখানি দেখিয়াও পিতামাতা হাহাকার করিয়া মূর্চ্ছিত হয়েন, প্রোষিতভর্ত্তৃকা সতী পতির পাদুকাদর্শনেও অশ্রুজল সম্বরণ করিতে পারেন না, এ সমস্তও ভাবসিদ্ধিরই প্রকারভেদ। এখন সাধক একবার মনে করুন, এই প্রেম যদি ক্ষণভঙ্গুরসংসারের স্বপ্নদৃশ্য স্ত্রীপুত্রাদিতে না হইয়া সেই নিখিলব্রহ্মাণ্ডপ্রেমের কেন্দ্রভূমি প্রেমময়ী ব্রহ্মময়ী আনন্দময়ী মা জগদম্বার শ্রীচরণাম্বুজে সংস্থাপিত হয়, তবে তাহার ভাবসিদ্ধি তখন কিরূপ হওয়া সম্ভব? পিতামাতা পতি পত্নী পুত্রকন্যার সকল ভক্তি, সকল প্রেম, সকল স্নেহ যে, মায়ের চরণে অঞ্জলি দিয়া বসিয়া আছে, তাহার ভাবসিদ্ধির পরাকাষ্ঠা কোথায় গিয়া সম্ভবে? সাংসারিক জীব! তুমি যদি তোমার পুত্রকন্যার একটী খেলার সামগ্রী দেখিয়া তাহাতেই ভাবে বিভোর হইয়া কখন হাস, কখন কাঁদ! তবে একবার মনে কর দেখি, যাহার পুত্র বা কন্যার খেলার সামগ্রী এই নিখিলবিশ্বব্রহ্মাণ্ডভাণ্ড— সে আজ

ভাবে বিভোর হইয়া কি না করিতে পারে? তার সে ভাবের রাজ্যে যে অভাব বলিয়া কোন পদার্থই নাই! সে এ জগতে যাহা দেখে, তাহাতেই যে তাহার ভাবের প্রবাহ উদ্বেলিত হইয়া পড়ে! তখন জলে স্থলে অন্তরীক্ষে যে দিকে চাও, সেইদিকেই যে দিগম্বরীর অম্বরের ছড়াছড়ি! খেলিতে বসিয়া পাগলী মেয়ে কাপড় ফেলিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে, তাই ত আজ আকাশময় মায়ের বসন, ব্রহ্মাণ্ডময় মায়ের ভূষণ। বল দেখি আজ ইহা দেখিয়া কোন্ প্রাণে সাধক স্থির থাকিতে পারেন? ব্রহ্মময়ীর ব্রহ্মাণ্ডরূপদর্শী ভক্ত কোন্ প্রাণে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন? অনুরাগের সোহাগে তাঁহার প্রেমের অশ্রান্ত অশ্রু ঝরিতে থাকে, প্রেমের এই পূর্ণভাবের সিদ্ধি যখন উপস্থিত হয়, তখনই "শিবশক্তিময়ং তত্ত্বং তত্ত্বজ্ঞানস্য কারণং। শক্তিজ্ঞানং বিনা দেবি নির্ব্বাণং নৈব জায়তে" এই শিববাক্য প্রত্যক্ষ অনুভূত হইতে থাকে। তখনই দিব্য দৃষ্টি বিস্ফারিত করিয়া সাধক দর্শন করিতে থাকেন ----"যানপাষাণধাতুনাং তেজোরূপেণ সংস্থিতা। জীবজন্তুষু দেবেশি কিং বক্তব্য মতঃপরং॥ যত্র নাস্তি মহামায়া তত্র কিঞ্চিন্ন বিদ্যতে"। তখনই তাঁহার প্রাণের অন্তঃস্তর ভেদ করিয়া শিবসঙ্গীতের তরঙ্গলহরী ছুটিতে থাকে——"ত্বমেকা কল্যাণী গিরিশরমণী কালি সকলং"। এই মহাসিদ্ধিরই সাধনা, তাঁহার লীলাময়ী নিত্যমূর্ত্তির উপাসনা। সাধনার সিদ্ধিবলে চৈতন্যময়ী মহামন্ত্রশক্তির প্রভাবে তাঁহার শ্রীঅঙ্গের চরণাঙ্গুষ্ঠ হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত যখন অনন্তকোটী বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি স্থিতি সংহারলীলা-তত্ত্বসকল দেদীপ্যমান প্রত্যক্ষ হইতে থাকে, তখনই সৌভাগ্যশালী সাধকের সম্মুখে তাঁহার সেই মহাভাবতন্ময়তার বিরাট কবাট খুলিয়া যায়, তাই তখন সাধকের নিকটে মায়ের ঐ ভুবনমোহন রূপের ছটায় তাঁহার প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ভঙ্গী রূপে পরিস্ফুটিত সেই বিরাটলীলার লক্ষণ সকল যেমন মহাপ্রেমের উদ্দীপন, অনুরাগের আকর্ষণ—নয়নের স্নিগ্ধাঞ্জন, হৃদয়ের আনন্দকানন, প্রাণের অন্তস্তলভেদী অমৃতের প্রস্রবণ, তেমন আর কিছুই নহে। এই অনুরাগের অঞ্জনে নয়নরঞ্জিত

হইলেই কাদম্বিনীর স্তরে স্তরে মহাকালনিতম্বিনীর দলিতাঞ্জন পুঞ্জকান্তি-কিরণচ্ছটা পরিস্ফুরিত হইতে থাকে, ময়ূরের নীলকণ্ঠে নীলকণ্ঠমনোমোহিনীর প্রভা তখন প্রতিভাত হয়, বিকচ-নবনীলোৎপলের নিবিড়নীল দলে দলে, অপরাজিতাকুসুমের স্নিগ্ধোজ্জ্বল শ্যামরূপে তখন শ্যামারূপের অনন্ততরঙ্গ ছুটিতে থাকে, বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যেই তখন বিশ্বপ্রসবিনী মহাপ্রকৃতির গুপ্তলীলার রহস্য দেখিয়া সাধক আত্মহারা হইয়া যান। আমি যাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ করিয়াছি, তাঁহার গৌরবে গৌরবিত বসন ভূষণ অনু-লেপন ইত্যাদি যে কোন চিহ্ন আমার তখন যেমন আদরের গৌরবের সোহাগের অভিমানের সম্পত্তি, তেমন আর কিছুই নহে। যে চিহ্ন দর্শনে স্পর্শনে আমি তাঁহার কথা স্মরণ করিয়া পলকে পলকে পুলকে পূর্ণ হই, যে চিহ্ন শূন্য দেখিলে জীবন্ত মানুষের মূর্ত্তি আমার চক্ষুতে পিশাচের প্রতিকৃতি বলিয়া বোধ হয়, যাহা হারা হইলে এ সংসার নরকেরই রূপান্তর বই আর কিছুই নহে, কৈবল্যধামের সেই দেবদুর্ল্লভ চিহ্নসকল আমাকে সংসারসাগর হইতে আকৃষ্ট করিয়া তাঁহার সেই চিদানন্দসুধা-সাগরে ডুবাইবার একমাত্র অমোঘ উপায়। তাই কেবল পূজার সময়ে নহে, সেই মহাভাবতন্ময়তাসিদ্ধির নিমিত্ত সে চিহ্ন নিয়ত অঙ্গে ধারণ করিবার জন্য স্বয়ং জগদ্গুরু শাস্ত্রে আজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার সেই আজ্ঞা অনুসারেই শৈব বৈষ্ণব সৌর শাক্ত গাণপত্য পঞ্চ উপাসকের পরিধান পরিচ্ছদ তিলকাদি ধারণও পঞ্চবিধ প্রকারভেদেই বিহিত হইয়াছে, যথা— শৈবের ত্রিপুণ্ড্র, ত্রিশূল, বিভূতি, জটাজূট, রুদ্রাক্ষ ব্যাঘ্রচর্ম্ম ডমরু নরকপাল ইত্যাদি। বৈষ্ণবের ঊর্দ্ধপুণ্ড্র, পীত বা শুক্লাম্বর, শঙ্খচক্রগদাপদ্ম প্রভৃতি চিহ্ন, তুলসীমালা গোপীচন্দন ইত্যাদি। সৌরের রক্তবর্ণ মণ্ডলাকার তিলক, রক্তবস্ত্র, পদ্মবীজমালা ইত্যাদি। গাণপত্যের পীত বা রক্তবস্ত্র, রক্তত্রিপুণ্ড্র, সর্পসূত্র, যোগদণ্ড প্রভৃতি। শাক্তের সিন্দুর-কুঙ্কুম-রক্তচন্দনাদিময় অর্দ্ধচন্দ্র, যন্ত্রতিলক, মুক্তকেশ, রক্তাম্বর ত্রিশূল ইত্যাদি। এ সমস্তই কেবল সেই "দেবএব যজেদ্দেবং" মহাবাক্যের অনুশাসন বই আর কিছুই নহে।

কি দৃশ্যতঃ, কি কার্য্যতঃ, কি দেহতঃ, কি শক্তিতঃ সাধককে সর্ব্বতোভাবে সেই উপাস্য দেবতার বিভূতিময় হইতে হইবে। দেবতার পূজা ইত্যাদিকে যাঁহারা বিরুদ্ধদৃষ্টিতে দর্শন করেন, তিলক ত্রিপুণ্ড্র বিভূতি রক্তবস্ত্র তুলসী রুদ্রাক্ষমালা ইত্যাদিকে তাঁহারা ভণ্ডামীর জ্বলন্ত প্রমাণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিবেন ইহা কিছু বিচিত্র নহে; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, যাঁহারা নিত্যপূজা অর্চ্চনা ইত্যাদি করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগেরও অনেকের মনে ধারণা এই যে, তিলক ত্রিপুণ্ড্র ইত্যাদি যাহা কিছু, ও কেবল দেবতার নির্ম্মাল্য চন্দনাদি গ্রহণেরই প্রকার-ভেদ, যে কোনরূপে হউক, একটু গ্রহণ করিলেই হইল, তজ্জন্য সর্ব্বাঙ্গে ভস্ম বা চন্দন লেপিয়া "চিতা বাঘ" সাজিয়া শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উপ-হাসাস্পদ হইবার কোন প্রয়োজন নাই। কেহ কেহ আবার মনে করেন, ধর্ম্ম বা ঈশ্বরোপাসনা অন্তরের বস্তু, তাহার চিহ্ন আবার বাহিরে আনা কেন? কাহারও কাহারও বিশ্বাস —বাহিরে ফোটা তিলক দেওয়া ও কেবল "আমি ধার্ম্মিক হইয়াছি" ইহাই লোককে জানাইবার বিজ্ঞা-পন বিশেষ। মতান্তরে –এই তিলক মালাদি ধারণ-ব্যাপারও নির্লজ্জতা ও মূর্খতার দৃষ্টান্তবিশেষ। এইরূপ নানা মুনির নানা মত দেখিয়া, শ্রদ্ধা-সত্ত্বেও অনেকে উহা ধারণাদি করিতে সভ্যসমাজে আত্মাকে বড়ই লজ্জিত মনে করেন। যাঁহারা এইরূপ লজ্জিত, তাঁহাদিগকে লজ্জাশীল বলিয়া আমরা প্রশংসা করিতে পারি, কিন্তু তাঁহাদিগের লজ্জায় নির্ল-জ্জতা দেখিয়া অনেক সময়েই বিস্মিত হইয়া পড়ি। অথবা তাঁহাদিগের অন্তরে লজ্জাই অতি লজ্জিতা, তাই বাহিরে এত লজ্জার ছড়াছড়ি। ইষ্টদেবতার উপাসনাসময়েও "অন্যে কি ভাবিবে, কি বলিবে" এই চিন্তায় যাঁহারা ভীত চকিত, বলিহারি তাঁহাদিগের ধর্ম্মবিশ্বাসে ও দেব-ভক্তিতে। "অন্যে কি বলিবে" এইটুকুর প্রতিকার বা সহিষ্ণুতার শক্তি যাঁহাদিগের নাই, সে সকল নির্লজ্জের মুখে আবার সিদ্ধিসাধ-নার কথা কেন? অথবা সিদ্ধিসাধনা তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য নহে,

না, তাই সন্ধ্যা পূজার অনুষ্ঠান। কেমন করিয়া এমন মন বুঝাইব, তাহা জানি না, কিন্তু কেমন করিয়া এমন মন বুঝিব, তাহা ভাবিতেই আমাদিগের মন ব্যাকুল। কেন তাঁহাদিগের মনোবৃত্তি এত দুর্ব্বলতার পরিচয় দেয়, কাহাকে দেখিয়া এত ভয়? আর যাহারা ভয় দেখায়, তাহারাই বা কে, কেন ভয় দেখায়, তাহাই অগ্রে বুঝিবার চেষ্টা করিব।

হিংস্রক জন্তুর মধ্যে আমরা এরূপ অনেক জাতি দেখিতে পাই, যাহারা নিরীহ মানুষ দেখিলেও তাহার প্রতি ভ্রূকুটীভঙ্গী তর্জ্জন গর্জ্জন ইত্যাদি বিভীষিকা সকল প্রদর্শন করে। যাহাদিগকে লইয়া তাহাদিগের হিংসাবৃত্তি চরিতার্থ হইবার কথা, মানুষ তাহাদিগের কিছুর মধ্যেই নহে। যাহারা তাহাদিগের সজাতীয়, বাসস্থান আহার বা ভোগ্যবস্তু লইয়া যাহাদিগের সহিত পরস্পর দ্বন্দ্ব বিসংবাদ তাহাদিগের নিত্য সিদ্ধ, মানুষ তাহাদিগের সম্প্রদায় হইতে শত যোজন দূরান্তরে অবস্থিত, তথাপি যাতায়াত পথমধ্যে যদি দৈবাৎ কোন এক সময়েও সাক্ষাৎ হয়—তবেই বিভীষিকা! মহিষের সেই লোহিত নেত্রে বিকট কটাক্ষ, হেলায়িত শৃঙ্গাগ্রে আঘাতের সন্ধান, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে হৃৎকম্পকারী গাঁ গাঁ ধ্বনি! বৃষের সেই গ্রীবাভঙ্গ, অশ্বের সেই পদতাড়না, কুক্কুরাদির বদনব্যাদান লাঙ্গূল বিক্ষেপ, সর্পের ফণাবিস্তার তর্জ্জন গর্জ্জন, বানরের ভ্রূকুটিভঙ্গী লম্ফ ঝম্ফ ইত্যাদি, এ সকল কেন ঘটে? বস্তুতঃই কি ইহারা মানুষকে দেখিলে নিজ নিজ হিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিতে চাহে? যদি তাহাই হইত, তাহা হইলে ইহাদিগের অবশ্যই কোন না কোন স্বার্থের সন্ধান থাকিত, সেই স্বার্থই বা কি? যাহাই হউক, স্থূল প্রত্যক্ষরূপে আমরা দেখিতে পাই বা না পাই—কোন না কোন স্বার্থ তাহার মূলে রহিয়াছেই, ইহা প্রাকৃতিক নিগূঢ় সিদ্ধান্ত। অবশ্য আমরা সে সিদ্ধান্তকে তাহাদিগের হিংসাবৃত্তি-চরিতার্থতার উপায় বলিতে পারি না, তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, হিংসার আবরণে আবৃত তাহা তাহাদিগের আত্মরক্ষার চেষ্টামাত্র। হিংসা—হননের ইচ্ছা, পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ ইত্যাদি এবং তাদৃশ প্রকৃতিসম্পন্ন

মানবমধ্যেও ঐ হননপ্রবৃত্তির চরিতার্থতা খাদ্যখাদক সম্বন্ধস্থলেই প্রায় দেখিতে পাওয়া যায়, আর তদ্ভিন্নও দেখিতে পাওয়া যায়, যে স্থলে কোন না কোন স্বার্থের ব্যাঘাত সম্ভাবনা। অথবা অন্য স্বার্থের ব্যাঘাত না থাকিলেও যে স্থলে আত্মরক্ষা সম্বন্ধে আশঙ্কা বা ভয়ের সম্ভাবনা, সে স্থলেও ঐরূপ বৃত্তি-চরিতার্থতার আভাস পরিলক্ষিত হয়। মনুষ্যকে দেখিয়াও পশু পক্ষী ইত্যাদি জীবজন্তুর সেই আশঙ্কা, মানুষ তাহাদিগের প্রতি কোন বিদ্বেষ-বৃত্তির পরিচয় না দিলেও তাহারা মানুষকে দেখিয়াই অন্তরে অভিভীত হয় এবং চেষ্টার দ্বারা ভয় দেখাইয়া সেই ভয়নিরাকরণেরই উপায় করিয়া থাকে, তজ্জন্যই তাহাদিগের লম্ফ ঝম্ফ তর্জ্জন গর্জ্জন ভ্রুকুটীভঙ্গী ইত্যাদি। ধর্ম্মের অমোঘ শাসনে এ বিশাল বিশ্বরাজ্য নিয়ত শাসিত এবং যথানিয়মে স্ব স্ব কার্য্যে নিরন্তর পরিচালিত, রাজার রাজদণ্ডে যাহার অন্তঃকরণ ভীত হয় না, সমাজদণ্ডকে যে গ্রাহ্য করে না, অধিক কি, জগতে কাহাকেও যে ভয় করে না, তেমন প্রচণ্ডপ্রকৃতি দুর্দ্ধর্ষ পাষণ্ডের পাষাণ হৃদয়ও পরিণামে ধর্ম্মের ভয়ে থর থর কাঁপিতে থাকে! কি জানি ধর্ম্মের কি অতুল্যমহীয়সী বিশ্ববিজয়িনী শক্তি, যাহার নিকটে এই সসুরাসুর চরাচর জগৎ ভীত চকিত কম্পিতভাবে নিরন্তর মস্তক অবনত করিয়া রহিয়াছে! যে শাসনে জড়জগৎ পর্য্যন্ত অজ্ঞাতসারে চিরশাসিত, সেই শাসনে আজ শিক্ষিত সম্প্রদায় শাসিত হইবেন ইহা কিছু বিচিত্র বার্ত্তা নহে। যে যাঁহাকে দেখিয়া ভয় করে, তাঁহার কোন না কোন চিহ্ন দেখিলে তাহার অন্তঃকরণে স্বতএব সেই সকল ভয় বিভীষিকার উদ্দীপনা হইতে থাকে। যিনি ধর্ম্মের নিত্যসেবক, ধর্ম্মের কথা মনে হইলে তাঁহার কখনও আনন্দ ভিন্ন ভয়ের সঞ্চার হয় না, আর, মুখে স্বীকার করুন্ বা না করুন্, মনে মনে ইহা যিনি নিশ্চিত জানেন যে, ধর্ম্মের পথে আমি নিত্য অপরাধী, কাহারও কোন না কোন ধর্ম্মচিহ্ন দেখিলেই তাঁহার অন্তঃকরণ স্বতএব ভীত হইয়া পড়ে, এ ভয়ের মূল কেবল "আমার গতি কি হইবে?"। দ্বিতীয়তঃ আমারই সদৃশ হস্তপদাদি-আকারপ্রকারবিশিষ্ট, আমারই সজাতীয় অন্য একজন অনায়াসে আমাকে

দূরে ফেলিয়া যেই শাশ্বত অভয় পথের পথিক হইতে চলিল, ঐই ঈর্ষা ও অসূয়া আসিয়া সেই ভয়কে তখন আচ্ছন্ন করিয়া নিজবৃত্তির বিকাশ করিতে থাকে, অধার্ম্মিকের দুর্ব্বল অন্তঃকরণ তখন আত্মহারা হইয়া মূলে সে ভয়ের তত্ত্ব বুঝিয়াও বুঝিতে পারে না, ঈর্ষা ও অসূয়ার দাসত্ব করিয়াই আত্মাকে চরিতার্থ মনে করে। ধর্ম্মের সম্পূর্ণ সেবায় সক্ষম হউক বা না হউক, সংসারে সকলেই অধার্ম্মিক নহে, বরং অক্ষমতা-নিবন্ধন বিশেষ দুঃখিত, এইরূপ জনসংখ্যাতেই সমাজ ও সংসার পরিপূর্ণ—বর্ত্তমান সময়ে সমাজের যে গতি, তাহাতে শতাবধি পুরুষের মধ্যে দশজন অনুষ্ঠায়ী ধার্ম্মিক পাওয়া কঠিন। আমি নিজে অনুষ্ঠান করিয়া উঠিতে না পারিলে ও কাহাকেও ঐরূপ যথাশাস্ত্র অনুষ্ঠায়ী দেখিলে তাঁহার প্রতি স্বতএব ভক্তিশ্রদ্ধা সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকি এবং কেহ আমার মত হইলেও অনুষ্ঠানবিবর্জ্জিত বলিয়া আমাকে আমি যেমন অন্তরের সহিত ঘৃণা করিয়া থাকি, তাঁহাকেও তদ্রূপই ঘৃণা করিয়া থাকি। এইরূপে শিখা-সূত্র-তিলক-মালাদিধারী অনুষ্ঠায়ী পুরুষ সমাজের উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হইবারই অধিকারী এবং হইয়াও থাকেন তাহাই। অনুষ্ঠানপরাঙ্মুখ উদ্ধতসম্প্রদায়েরও সেই সঙ্গে সঙ্গেই অধঃপতিত হইবার কথা, হইতেছেনও তাহাই। যথার্থ অনুষ্ঠায়ী পুরুষ স্বপ্নেও কখন ইহা অন্তরে স্থান দেন না যে, জনসমাজে আমার সম্মান গৌরব বহুল বিস্তৃত হউক, কিন্তু তথাপি ধার্ম্মিকের দেহে ধর্ম্মের সেই বিশ্ববিমোহিনী মহাশক্তি স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া নরনারীর কথা দূরে থাক্, পশুপক্ষী প্রভৃতিকেও নিজপ্রভাবে অভিভূত করিয়া তুলেন। নরনারী স্বতএব তাঁহার চরণে প্রণত হইয়া ভক্তিশ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন, অনুষ্ঠায়ী স্বেচ্ছাচারী সম্প্রদায়ের চক্ষুতে ইহা শূলস্বরূপ বিদ্ধ হয়, কিন্তু নৈসর্গিক নিয়মের নিরোধের উপায় নাই, অথচ পশুপ্রকৃতিতে ইহা সহ্যও হয় না, তখনই উপায়ান্তর না দেখিয়া শিক্ষিতাভিমানী স্বেচ্ছাচারিদল ধার্ম্মিকের তিলকমালা বসনভূষণ ইত্যাদির প্রতি অযথা কটূক্তিবর্ষণ শ্লেষ

ব্যঙ্গ উপহাস প্রভৃতির অভিনয় করিতে থাকেন। বস্তুতঃ ধর্ম্ম বা ধর্ম্ম-চিহ্নের নিন্দাবাদ বা অযথাত্ব প্রতিপাদন করা তাঁহাদিগের ঐ সকল শ্লেষব্যঙ্গাদির উদ্দেশ্য নহে, আমাদিগেরই মধ্য হইতে আমাদিগের মত একজন সংসারে ধার্ম্মিক বলিয়া সম্মানভাজন হইতেছে, ইহাই তাঁহাদি-গের অসহ্য, সুতরাং সেই সম্মান নাশের জন্য, তাঁহার অসারতা প্রতি-পাদনের জন্য, যদি ধর্ম্মের বা ধর্ম্মলক্ষণাদির নিন্দা করিলে কৃতকার্য্য হওয়া যায়, এই শ্লেষ ব্যঙ্গাদির ভয়ে ধার্ম্মিক যদি ধর্ম্মচিহ্ন পরিত্যাগ করেন, অথবা পরিত্যাগ না করিলেও লোকে তাঁহাকে অকর্ম্মণ্য অপ-দার্থ বলিয়া মনে করে, তাহা হইলেই ত ব্যঙ্গকারী কৃতার্থ হইলেন, কেননা "সব ভাই সমান" হইলেই তাঁহাদিগের জয় জয়। কোন সূত্রে কোন লক্ষণে কোন কার্য্যে কহ আর ধর্ম্মের কথা মনে করিয়া না দেয়, তাহাহইলেই তাঁহারা ভয় বিভীষিকার তাড়না হইতে নিস্তার পান।

এখন জিজ্ঞাসা করি, সাধক! তুমি কি এই সকল বীরপুঙ্গবের ভয়ে নিজ সাধনপথে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতে চাও? পশুবৃত্তির পদলেহন করিয়া যে সকল কাপুরুষ এইরূপে পদে পদে নীচবৃত্তির পরিচয় দেয়, তাহাদিগকে কি তুমি সত্য সত্যই মনুষ্যমধ্যে গণ্য কর? পশু যদি ভয় দেখায় এই ভয়ে কি তুমি মানুষোচিত পরিধান পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিতে চাও? মানবে ও পশুতে যে ভেদ, সাধকে ও সংসারিক পুরুষে সেই ভেদ, তোমার সেই মানবত্ব লক্ষ্য করিয়াই শাস্ত্র তোমাকে দেবত্বের উচ্চ সোপানে আরো-হণের অধিকার দিয়াছেন, তুমি যদি আজ সেই হাতের লক্ষ্মী পা দিয়া ঠেলিয়া পশুর দেখাদেখি পশু হও, তবে আর দেবদুর্লভ মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করিয়া এ বিড়ম্বনা কেন? পরম দেবতার মহামন্ত্রে দীক্ষা লাভ করিয়া এ অধঃপাত কেন? রাজরাজেশ্বরীর কুমার হইয়া বনে বনে পশুর সঙ্গে এ পর্য্যটন কেন? সত্য তুমি পশুর ভয়ে ভীত, কিন্তু একবার ভাবিয়া দেখ, যাহা বলিলাম, তাহাতে তুমিই পশুর ভয়ে ভীত, কি পশুই তোমার ভয়ে ভীত! সকলেই জানে কংসের ভয়ে অক্রূর ভীত, কিন্তু একবার মনে কর দেখি কংসের

ভয়ে অক্রূর ভীত, কি অক্রূরের ভয়েই কংস ভীত! অক্রূরের তিলক-মালা বসন ভূষণ ইত্যাদি কংসের অসহ্য হইত, ইহা সত্য; কিন্তু কেন অসহ্য হইত এ কথার উত্তর কি? কালজলধর দেবকীনন্দন কালরূপে কংসের মস্তকে নির্ঘাত বজ্রনিক্ষেপের জন্য গোকুলে নন্দমন্দিরে অবতীর্ণ, কংসহস্তচ্যুতা অচ্যুতসোদরা নগেন্দ্রনন্দিনী নন্দনন্দিনীরূপে যদি ইহা আদেশ না করিতেন, শয়নে স্বপনে অশনে গমনে আসনে উপবেশনে যদি সেই গোপ-বালকরূপী ভগবান্ কালদণ্ডধররূপে কংসের নয়নে নয়নে না ফিরিতেন, তবে কি কংস কখনও কাল বলিতে কালভয়ে মূর্চ্ছিত হইত? তবে কি দেবদ্বিজ হিংসা ও শিশু হত্যার জন্য কংসের প্রচণ্ড আজ্ঞা মথুরা-মণ্ডলে বিঘোষিত হইত? তবে কি প্রশান্ত রাজসিংহাসনে বসিয়াও অকস্মাৎ উদ্ভ্রান্তনেত্রে "মার্ মার্" রবে কংস ধাবিত হইত? তাই বলি একবার মনে করিয়া দেখ দেখি, ভগবান্‌কে এবং ভগবদ্ভক্তমণ্ডলীকে কংস যে ভয় প্রদর্শন করিত, সে কি ভগবান্‌কে ভয় দেখাইবার জন্য, না ভগবানের ভয় হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য? অসুর ভগবান্‌কে ভগবান্ বলিয়া বুঝিয়াও বুঝিতে পারিত না, তাই আসুরিক বিভীষিকায় তাঁহার হস্তে অব্যাহতি পাইবার জন্য চেষ্টা করিত। কংস ভগবানের বিদ্বেষ্টা ছিল, সেই সম্বন্ধে ভগবদ্ভক্তমণ্ডলীও তাহার বিদ্বেষের পাত্র হইয়াছিলেন, কেননা ভক্তের দেহ ইন্দ্রিয় মনঃ প্রাণ ভগবানের ভক্তিলক্ষণেই লক্ষিত এবং বিভূষিত। সেই লক্ষণ দেখিলেই অসুরের প্রাণ আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিত, কিন্তু ভক্তচূড়ামণি অক্রূর কি সেই ভয় দেখিয়া ভীত হইতেন? তিনি লোকের ভয়, কংসের ভয়, ভবের ভয় ঘুচাইবার জন্য ভয়ের ভয় ভগবান্‌কে বৃন্দাবন হইতে কংসমন্দিরে উপস্থিত করিয়া কংসের ইহ-পরলোকের সকলভয় ঘুচাইবার উপায় করিয়া দিলেন। অক্রূর যদি যথার্থই কংসকে ভয় করিতেন এবং সেই ভয়ের মূলে যদি কংসের প্রতি যথার্থই অক্রূরের বিদ্বেষ থাকিত, তবে কি তিনি বৃন্দাবন হইতে জগদ্বন্ধুকে মথুরায় আনিয়া কংসের এই ইহ পরলোকের চিরবন্ধুত্ব সাধন

করিতেন? তিলকমালা কৃষ্ণনাম শুনিয়া কংস বিদ্বেষ করে করুক, কিন্তু, মথুরাতে তাহার ঐরূপ বিদ্বেষভাজন একজন ছিলেন বলিয়াই অসুর হইয়াও কংস দেবতুর্লভ গতি লাভ করিল। তাই বলি সাধক! ধর্ম্মলক্ষণবিদ্বেষ্টা অসুরসম্প্রদায়কে যদি তুমি লৌকিকদৃষ্টিতে বিদ্বেষের পাত্র বলিয়া মনে কর, তাহাহইলেও তিলক মালা ছাড়িয়া তুমি তাহার প্রশমনের কোন উপায় করিতে পারিবে না; আর ভগবানের অনুগ্রহে যদি তাহাদিগের প্রতি কৃপা করিবার অধিকার পাইয়া থাক, তাহাহইলেও তিলক মালার কল্যাণেই তুমি তাহাদিগকে সে কৃপা করিতে সমর্থ হইবে—অন্যথা নহে!!!

এ পর্য্যন্ত যাহা কিছু প্রদর্শিত হইল, ইহা হইতেই সাধকবর্গের ইহা সম্পূর্ণ অবগত হইবার সম্ভাবনা যে, পূর্ব্বোক্ত তিলক ত্রিপুণ্ড্র ইত্যাদি যাহা কিছু সাধকের অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদিগত ধর্ম্মলক্ষণ শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে, সে সমস্তই কেবল সেই পূর্ব্বোক্ত মহাভাব-তন্ময়তা-সিদ্ধির প্রধান উপকরণ। যিনি ভাবের প্রগাঢ়তায় নিমগ্ন হইয়াছেন, তাদৃশ মহাপুরুষের এই সকল বাহ্যলক্ষণের সদ্ভাবে ও অসদ্ভাবে কোন ক্ষতিবৃদ্ধি না হইলেও অপক্কসাধনাশয় সাধনোন্মুখ সম্প্রদায়ের পক্ষে এই সকল লক্ষণের অভাব যে, মহাভাব-কবাট-উদ্ঘাটনের একমাত্র প্রতিবন্ধক ইহা নিঃসন্দিগ্ধ। এই ভাবেরই পরিপক্ক অবস্থার নাম তন্ময়তা অর্থাৎ মনঃপ্রাণ দেহ আত্মা ইন্দ্রিয় এবং পরিদৃশ্যমান এই নিখিল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের নিখিল বস্তুতত্ত্বে উপাস্যদেবতার স্বরূপবিভূতি সন্দর্শনে আত্মবিস্মৃতি। এই তন্ময়তাসিদ্ধির একমাত্র মূল, মন্ত্রশক্তি। পূজার উপচার ইত্যাদি যাহা কিছু, সে সমস্তও সেই মন্ত্রশক্তির প্রত্যক্ষতারই উপকরণ। মন্ত্রশক্তির প্রভাবে কিরূপে সাধকের দেহে সেই ভাব-তন্ময়তাসিদ্ধি উপস্থিত হইবে, পূজাতত্ত্বের অভিজ্ঞ সাধকগণ নিশ্চিতই তাহা অবগত আছেন, তথাপি আমরা সাধনোৎসুক সম্প্রদায়ের অবগতির জন্য এস্থলে ইঙ্গিতে তাহার দিঙ্মাত্র নির্দ্দেশ করিতে বাধ্য হইলাম।

(১) পূজাগৃহপ্রবেশ——

অন্নদাকল্পে ৬ষ্ঠ পটলে——

ততো দ্বারস্য পুরতঃ সামান্যার্ঘ্যং প্রকল্পয়েৎ।

অনন্তর (স্নান ও তিলকাদি ধারণের পর) সাধক ইষ্টদেবতার পূজামন্দিরের দ্বারের সম্মুখে সামান্যার্ঘ্য সংস্থাপন করিবেন।

কমলাতন্ত্রে ৮ম পটলে——

পুষ্পাঞ্জলিনা দ্বারে চ পূজয়েদ্দ্বারদেবতাং।

ততস্তু সাধকঃ শ্রীমান্ প্রবিশেদ্ যাগমণ্ডপং॥

মন্দিরের দ্বারদেশে পুষ্পাঞ্জলির দ্বারা দ্বারদেবতার পূজা করিয়া সাধক তদনন্তর যাগমণ্ডপে প্রবেশ করিবেন।

নিগমকল্পলতায়াং ১৪শ পটলে——

পূর্ব্বদ্বারে চ দক্ষে চ পশ্চিমে চ তথোত্তরে।

পূজয়েৎ পরয়া ভক্ত্যা ততো যন্ত্রান্তরে যজেৎ।

প্রথমতঃ পূজাগৃহের পূর্ব্বদ্বারে, তৎপর দক্ষিণদ্বারে, তৎপর পশ্চিমদ্বারে এবং তৎপর উত্তরদ্বারে বিশেষ ভক্তিপূর্ব্বক দ্বারদেবতার পূজা করিয়া তৎপর সাধক যন্ত্রমধ্যে ইষ্টদেবতার পূজা করিবেন।

গন্ধর্ব্বতন্ত্রে——

অশক্তৌ দ্বার একস্মিন্ কল্পয়েদ্ দ্বারচতুষ্টয়ং।

অভাবে মনসা কল্প্য দ্বারাণ্যেতৎ সমাচরেৎ॥

চতুর্দ্বারসম্বলিত মন্দির নির্ম্মাণে অসমর্থ হইলে অথবা চতুর্দ্বারে পূজায় অসমর্থ হইলে একদ্বারেই মানসিক দ্বারচতুষ্টয় কল্পনা পূর্ব্বক সাধক চতুর্দ্বারদেবতার পূজা করিবেন।

শিবার্চ্চনচন্দ্রিকায়াং——

দক্ষিণেনাথ পাদেন প্রবিশেদ্ যাগমণ্ডপং।

মেরুতন্ত্রে——দক্ষপাদং পুরস্কৃত্য প্রবিশেদ্ দেবমন্দিরং।

দক্ষিণপদকে অগ্রসর করিয়া যাগমণ্ডপে প্রবেশ করিবে। মেরুতন্ত্রে——

দক্ষিণপদ অগ্রবর্ত্তী করিয়া দেবমন্দিরে প্রবেশ করিবে।

সম্মোহনতন্ত্রে ৩য় পটলে——

স্বাঙ্গং সঙ্কোচয়ন্নন্তঃ প্রবিশেদ্ দক্ষিণাঙ্ঘ্রিণা।

সাধক নিজ অঙ্গ সঙ্কুচিত করিয়া প্রথমতঃ দক্ষিণ পদদ্বারা পূজা-মণ্ডপে প্রবেশ করিবেন।

গৌতমতন্ত্রে ৮ম অধ্যায়ে——

ভূতসঙ্ঘান্ সমুৎসার্য্য দক্ষপাদপুরঃসরঃ।

ধ্যায়ন্ বিষ্ণুং গৃহাভ্যন্তঃ প্রবিশেন্নতকন্ধরঃ।

ভূতবর্গকে উৎসারিত করিয়া বিষ্ণুকে হৃদয়ে ধ্যান করিয়া দক্ষিণপদক্ষেপ পূর্ব্বক নতকন্ধর হইয়া সাধক সাধনাগৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবেন।

তন্ত্রান্তরে——

কিঞ্চিৎ স্পৃশন্ বামশাখাং বামপাদপুরঃসরং।

স্মরন্ দেব্যাঃ পদাম্ভোজং মণ্ডপং প্রবিশেৎ সুধীঃ॥

দ্বারদেশে নিজ বামভাগকে কিঞ্চিৎ স্পর্শ করিয়া অর্থাৎ দ্বারের মধ্য-স্থান হইতে প্রবেশ না করিয়া দ্বারের দক্ষিণ অর্থাৎ সাধকের বামভাগকে অবলম্বন পূর্ব্বক বামপদক্ষেপপুরঃসর দেবীর চরণাম্বুজ হৃদয়ে ধ্যান করিয়া সাধক মণ্ডপে প্রবেশ করিবেন।

ত্রিপুরার্ণবে———

বামপাদং পুরস্কৃত্য প্রবিশেদ্ যাগমণ্ডপং।

বামপদকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া যাগমণ্ডপে প্রবেশ করিবে।

(২) বিঘ্নাপসারণ—

শাম্ভবাতন্ত্রে ৮ম পটলে——

ততো দিব্যাংশ্চান্তরীক্ষান্ ভৌমান্ বিঘ্নান্ নিবারয়েৎ।

দিব্যদৃষ্ট্যা চাস্ত্রতোয়ৈঃ পার্ষ্ণিঘাতত্রয়েণ চ।

অনন্তর (মণ্ডপ প্রবেশের পর) সাধক দিব্যদৃষ্টির দ্বারা দিব্যবিঘ্নকে, অস্ত্র-মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত জলের দ্বারা অন্তরীক্ষগত বিঘ্ন সমূহকে এবং পার্ষ্ণিঘাতত্রয়

দ্বারা পার্থিব বিঘ্ন সমূহকে নিবারিত করিবেন।

সম্মোহন তন্ত্রে তৃতীয় পটলে——

গৃহং প্রবিশ্য কুর্য্যাচ্চ পূজাদ্রব্য নিরীক্ষণং
অনন্তরং দেশিকেন্দ্রো দিব্যদৃষ্ট্যাবলোকনাৎ।
দিব্যানুৎসারয়েৎ বিঘ্নানস্ত্রাম্ভিশ্চান্তরীক্ষগান্
পার্ষ্ণি ঘাতৈ স্ত্রিভি র্ভৌমানিতি বিঘ্নান্নিবারয়েৎ।

গৃহ প্রবেশের পর দেশিকেন্দ্র পূজা দ্রব্য সমস্ত নিরীক্ষণ করিবেন, তৎপর দিব্য দৃষ্টির দ্বারা অবলোকনে দিব্য বিঘ্ন সমূহকে উৎসারিত করিবেন, অস্ত্রমন্ত্রাভিমন্ত্রিত জল দ্বারা অন্তরীক্ষগত বিঘ্ন সমূহকে উৎসারিত করিবেন এবং তিন বার পার্ষ্ণি ঘাত দ্বারা পার্থিব বিঘ্ন সমূহকে নিবারিত করিবেন।

দিব্য দৃষ্টিস্তু গন্ধর্ব্বতন্ত্রে অষ্টম পটলে——

আত্মনঃ ক্রোধ দৃষ্ট্যাতু নিরীক্ষ্য সুমনা ভবেৎ।

নিজের ক্রোধ দৃষ্টির দ্বারা নিরীক্ষণ পূর্ব্বক সাধক সুমনা হইবেন।

বিশ্বসারতন্ত্রে দ্বিতীয় পটলে——

অনিমেষ চক্ষুষা দৃষ্টি র্দিব্য দৃষ্টিঃ প্রকীর্ত্তিতা।

নির্নিমেষ চক্ষুর দ্বারা যে দৃষ্টি, তাহারই নাম দিব্য দৃষ্টি।

মেরুতন্ত্রে পঞ্চম প্রকাশে——

তির্য্যগ্ দৃষ্ট্যাবলোকেন দিব্যান্ বিঘ্নান্নিবারয়েৎ।

তির্য্যগ্ দৃষ্টির অবলোকন দ্বারা দিব্য বিঘ্ন সমূহকে নিবারিত করিবেন।

এই বচন সমূহের একবাক্যতায় ইহাই ফলিত সিদ্ধান্ত হয় যে, নির্নিমেষ অথচ সক্রোধ তির্য্যগ্ দৃষ্টির নামই দিব্য দৃষ্টি।

কালীকুলামৃত তন্ত্রে——

বামপার্ষ্ণিঘাতত্রয়ং দত্বা ভৌমান্নিবারয়েৎ।

বামপার্ষ্ণি ঘাতত্রয় দ্বারা ভৌম বিঘ্ন সমূহকে নিবারিত করিবেন।

রাঘবভট্ট ধৃত সোমশম্ভৌ——

দক্ষ পার্ষ্ণি ত্রিভি র্ঘাতৈ র্ভূমিষ্ঠানিতি।
(বামদক্ষিণভেদস্তু দেবদেব্যুপাসকভেদেনেতি)

দক্ষ পার্ষ্ণি ঘাতত্রয় দ্বারা ভৌম বিঘ্ন সমূহকে নিবারিত করিবেন। (এই

পরস্পর বিরুদ্ধ বচন দ্বয়ের সিদ্ধান্ত এই যে——কি দ্বার প্রবেশে, কি পার্ষ্ণিঘাতে দেবের উপাসকগণ দক্ষিণ পাদ প্রসারণ করিবেন এবং দক্ষিণ পাদ পার্ষ্ণির ঘাত প্রদান করিবেন, দেবীর উপাসকগণ বাম পাদ প্রসারণ করিবেন এবং বাম পার্ষ্ণির ঘাত প্রদান করিবেন।

তন্ত্রসারে——

আদৌ বিঘ্নান্ সমুৎসার্য্য পশ্চাদাসনকল্পনং
অথবা চাসনে স্থিত্বা বিঘ্নানুৎসারয়েৎ সুধীঃ।

প্রথমে বিঘ্ন সমূহের উৎসারণ পূর্ব্বক সাধক পশ্চাৎ আসন কল্পনা করিবেন অথবা আসনে উপবিষ্ট হইয়াই বিঘ্নোৎসারণ করিবেন।

(৩) আসন—

গন্ধর্ব্বতন্ত্রে—সপ্তম পটলে——

আসনঞ্চ ততঃ কুর্য্যান্নাতিনীচং নচোচ্ছ্রিতং
আসনঞ্চার্ঘ্য পাত্রঞ্চ ভগ্ন মাসাদয়েন্নতু।
কৃষ্ণাজিনে মোক্ষসিদ্ধিঃ শ্রীমোক্ষৌ ব্যাঘ্রচর্ম্মণি
কাম্যার্থং কম্বলঞ্চৈব মভীষ্টং রক্তকম্বলে।
কুশাসনে মন্ত্রসিদ্ধি র্মারণে কৃষ্ণ কম্বলং
ত্রিপুরা পূজনে শস্তং রক্তকম্বল মাসনং।
নৈতদ্দ্বিহস্ততো দীর্ঘং সার্দ্ধহস্তান্ন বিস্তৃতং
ন ত্র্যঙ্গুলাৎ সমুচ্ছ্রায়ং পূজাকর্ম্মণি সংগ্রহেৎ।
যথেষ্টং চার্ম্মণং কুর্য্যাৎ পূর্ব্বোক্তং সিদ্ধিদায়কং
ন দীক্ষিতো বিশেজ্জাতু কৃষ্ণসারাজিনে গৃহী।
ধরণ্যাং দুঃখসম্ভূতি র্দৌর্ভাগ্যং দারুজাসনে
আম্রনিম্বকদম্বানা মাসনং বংশ নাশনং।
বকুলে কিংশুকে চৈব পনসেচ হতাঃ শ্রিয়ঃ।
বংশেষ্ট-কাষ্ঠ-ধরণী-তৃণপল্লবনির্ম্মিতং
বর্জ্জয়েদাসনং মন্ত্রী দারিদ্র-ব্যাধি-দুঃখদং
নারাচৈ র্বা বিভিন্নংস্যাদ্বিশীর্ণং ভগ্ন মেবচ
পর্য্যুষিতং পরেষাস্তদধৌতঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ।

গাম্ভারী নির্ম্মিতং শস্তং নান্যদারুময়ং শুভং
ন যথেষ্টাসনো ভূয়াৎ পূজাকর্ম্মণি সাধকঃ।
কাষ্ঠাদিকাসনং কুর্য্যান্মিত মেবং সদা প্রিয়ে
চতুর্ব্বিংশত্যঙ্গুলেন দীর্ঘং কাষ্ঠাসনং প্রিয়ে
ষোড়যাঙ্গুল বিস্তীর্ণ মুচ্ছ্রায়া চ্চতুরঙ্গুলং।
ধরণ্যাং বস্ত্র সংযোগা দ্দারুজে কম্বলস্যচ
কৌশেচাজিন সংযোগো হন্তি পুণ্যং পুরাকৃতং।
যথা শক্তিকতো মন্ত্রী শস্তাসন মুপাবিশেৎ॥

অনন্তর সাধক, অতিনীচ না হয় এবং অতি উচ্চ না হয় এরূপ আসন পরিগ্রহ করিবেন। আসন ও অর্ঘ্য পাত্র ভগ্ন হইলে তাহা কখনও গ্রহণ করিবেন না। কৃষ্ণসার মৃগ চর্ম্মের আসনে সাধকের মোক্ষ সিদ্ধি হয়, ব্যাঘ্র চর্ম্মে সম্পদ ও মোক্ষ উভয় সিদ্ধ হয়। কাম্য-কর্ম্মে কম্বলাসনই প্রশস্ত, বিশেষতঃ রক্তকম্বলে অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। কুশাসনে মন্ত্র সিদ্ধি, মারণে কৃষ্ণকম্বল প্রশস্ত, ত্রিপুর সুন্দরীর পূজায় রক্তকম্বল আসন প্রশস্ত। দুই হস্তের অতিরিক্ত দীর্ঘ না হয়, সার্দ্ধ (১॥) হস্তের অতিরিক্ত বিস্তৃত না হয়, তিন অঙ্গুলীর অতিরিক্ত উচ্চ না হয়, পূজাকার্য্যে এইরূপ আসন সংগ্রহ করিবে। পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধিদায়ক মৃগ চর্ম্ম ও ব্যাঘ্র চর্ম্মের আসন সাধকের যেরূপ ইচ্ছা সেইরূপ করিতে পারেন, তাহাতে কোন পরিমাণ-নিয়ম নাই। গৃহী দীক্ষিত হইলেও তিনি কখনও কৃষ্ণসার মৃগচর্ম্মে উপবেশন করিবেন না, (যোগিনী হৃদয়ে— বিশেদ্—যতির্বনস্থশ্চ ব্রহ্মচারীচ ভিক্ষুকঃ। যতি, বানপ্রস্থ, ব্রহ্মচারী, ভিক্ষু, ইহাঁরা কৃষ্ণসার চর্ম্মে উপবেশনের অধিকারী) মৃণ্ময় আসনে দুঃখের উৎপত্তি হয়, কাষ্ঠাসনে দুর্ভাগ্য হয়, বিশেষতঃ আম্র নিম্ব ও কদম্ব কাষ্ঠের আসনে বংশ নাশ হয়। বকুল কিংশুক ও পনসের (কাঁটাল) আসনে সম্পত্তি সকল হত হয়। বংশ (বাঁশ) ইষ্টক কাষ্ঠ মৃত্তিকা তৃণ পল্লব এই সমস্তের দ্বারা নির্ম্মিত আসন দারিদ্র ব্যাধি ও দুঃখের কারণ হয়, এজন্য সাধক ঐ সকল আসন বর্জন করিবেন। নারাচ দ্বারা (অস্ত্রাঘাতে) বিভিন্ন, বিশীর্ণ, ভগ্ন, পর্য্যুষিত পরকীয় অধৌত এরূপ আসনও বিবর্জ্জিত করিবেন। কাষ্ঠাসনের মধ্যে কেবল গাম্ভারীকাষ্ঠনির্ম্মিত আসনই প্রশস্ত, অন্য কাষ্ঠের আসন মঙ্গলপ্রদ নহে। সাধক পূজাকার্য্যে যথেচ্ছাচারে

আসন পরিগ্রহ করিবেন না, কাষ্ঠাদির আসন ও যথাশাস্ত্রপরিমাণে নির্ম্মিত করিতে হইবে, কাষ্ঠাসন চতুর্ব্বিংশতি অঙ্গুলী পরিমাণ দীর্ঘ হইবে, ষোড়শাঙ্গুল বিস্তীর্ণ হইবে এবং চত্তরঙ্গুল উচ্চ হইবে। মৃত্তিকার আসনে যদি বস্ত্রাসনের যোগ হয়, (এতাবতা বোধ হয় একান্ত অভাব হইলে তখন মৃত্তিকার আসনও গ্রহণ করা যাইতে পারে) কাষ্ঠাসনে যদি কম্বলাসনের যোগ হয়, আর কুশাসনে যদি চর্ম্মাসনের যোগ হয়, তাহা হইলে সাধকের ভবিষ্যৎ পুণ্য দূরে থাকুক্, পূর্ব্বকৃত পুণ্যও হত হয়। এই সকল বিচার পূর্ব্বক সাধক যথাশক্তি প্রশস্ত আসন পরিগ্রহপূর্ব্বক উপবেশন করিবেন।

হংস মাহেশ্বরে——

লোম্নি চৈব যদাসীন স্তদা সর্ব্বং বিনশ্যতি
লোমস্পর্শনি মাত্রেণ সিদ্ধিহানিঃ প্রজায়তে।

লোমে উপবিষ্ট হইলে সমস্ত পুণ্য বিনষ্ট হয়, লোমস্পর্শমাত্রে সিদ্ধির হানি হয়। এজন্য সাধক চর্ম্মাসন নির্লোম করিয়া লইবেন।

কালিকাপুরাণে——

আয়সং বর্জ্জয়িত্বাতু কাংশ্যসীসকমেবচ
শিলাময়ং মণিময়ং তথা রত্নময়ং মতং
তৎসর্ব্ব মাসনং শস্তং পূজাকর্ম্মণি সাধকে।
সলিলে যদি কুর্ব্বীত দেবতানাং প্রপূজনং
তত্রাপ্যাসন মাসীনো নোত্থিতস্তু সমাচরেৎ।
তোয়ে শিলাময়ং কুর্য্যা দাসনং কৌশ মেববা
দারবং তৈজসং বাপি নান্যদাসন মাচরেৎ।
আসনারোপ সংস্থানং স্থানে তোয়ে তু পূজকঃ
আসনং পূজয়িত্বাতু মনসা পূজয়েজ্জলে।

লৌহনির্ম্মিত কাংশ্যনির্ম্মিত সীসকনির্ম্মিত আসন বর্জ্জন করিবে। সাধকের পূজাকার্য্যে শিলাময় মণিময় ও রত্নময় আসন প্রশস্ত। জলমধ্যে যদি দেবতাগণের পূজা করে, তাহা হইলেও আসনে আসীন হইয়াই তাহা সম্পন্ন করিবে, উত্থিত হইয়া করিবে না। জলমধ্যে শিলাময়, কুশনির্ম্মিত, দারুনির্ম্মিত অথবা ধাতুময় আসন পরিগ্রহ করিবে; অন্য আসন কল্পনা করিবে না। যদি এ সকল আসনের

একান্ত অভাব হয়, তাহা হইলে জলেই স্থান কল্পনাপূর্ব্বক মানসিক আসন পূজা করিয়া পশ্চাৎ জলে দেবতার পূজা করিবে।

কামধেনুতন্ত্রে——

তীর্থে আসন সংস্থাপ্যে উপবিশ্য জপেত্তু যঃ
সর্ব্বং তস্য বৃথা দেবি জপপূজাদিকাঃ ক্রিয়াঃ।
মহিষাসুরমেদেন পৃথিবী দৃঢ়তাং গতা
যদেতচ্চঞ্চলাপাঙ্গি তীর্থা দন্য স্থলেষু তৎ।
ন তীর্থাবাহনং তীর্থে আসনে ন বসেৎ সুধীঃ॥

তীর্থে আসন সংস্থাপন পূর্ব্বক তাহাতে উপবেশন করিয়া যিনি জপাদি কার্য্য করেন, তাঁহার জপ পূজা প্রভৃতি সমস্ত ক্রিয়া বৃথা হয়। মহিষাসুরের মেদরাশিতে পৃথিবী দৃঢ়তা লাভ করিয়াছেন (এ জন্য অপবিত্রা) এই যে সিদ্ধান্ত, তীর্থ হইতে অন্য স্থলে তাহার অধিকার। ("মহিষাসুরমেদ" এ স্থলে "মধু-কৈটভমেদ" হওয়াই সুসঙ্গত, বোধ হয় লিপিকর প্রমাদে "মহিষাসুরমেদ" লিখিত হইয়াছে অথবা কল্পভেদে মহিষাসুর মেদই সিদ্ধান্তিত)।

তত্রৈব এয়স্ত্রিংশৎ পটলে——

সিদ্ধপীঠেষু তীর্থেষু আসনে ন বিশেৎ সুধীঃ
ন তীর্থফল মাপ্নোতি তীর্থত্যাগং তদা ভবেৎ॥

সীদ্ধপীঠসমূহে এবং তীর্থসমূহে সুবুদ্ধি সাধক কখনও আসনে উপবেশন করিবেন না, যদি করেন তাহা হইলে তীর্থফল ত পাইবেনই না, অধিকন্তু তীর্থ-ত্যাগ জন্য ফল লাভ করিবেন।

আত্মসিদ্ধিপ্রদানাচ্চ সর্ব্বরোগনিবারণাৎ
নবসিদ্ধিপ্রদানাচ্চ আসনং পরিকীর্ত্তিতং।

আত্মসিদ্ধিপ্রদানহেতু (আ), সর্ব্বরোগনিবারণহেতু (স), এবং নবসিদ্ধিপ্রদান-হেতু (ন), আসন আ-স-ন নামে কথিত হইয়াছে।

গোরক্ষসংহিতায়াং——

আসনানিচ তাবন্তি যাবন্তো জীবজন্তবঃ
এতেষা মখিলান্ ভেদান্ বিজানাতি মহেশ্বরঃ।
চতুরশীতি লক্ষাণা মেকৈকং সমুদাহৃতং

তথা শিবেন পীঠানাং শোড়ষানাং শতং কৃতং।

আসনেষু সমস্তেষু দ্বয় মেতদুদাহৃতং

একং সিদ্ধাসনং প্রোক্তং দ্বিতীয়ং কমলাসনং।

জীব জন্তুর সংখ্যা যত, আসনের সংখ্যাও তত; চত্তরশীতি লক্ষ জীবের সংখ্যা অনুসারে এক একটী আসন কীর্ত্তিত হইয়াছে, এই সকল আসনের সমস্ত ভেদ কেবল স্বয়ং মহেশ্বরই অবগত আছেন। এইরূপে ভগবান্ মহাদেব শোড়ষ শত সিদ্ধপীঠ নির্ম্মিত করিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত চত্তরশীতি লক্ষ আসনের মধ্যে দুইটি আসন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—প্রথম সিদ্ধাসন, দ্বিতীয় কমলাসন। (পূজাদি কার্য্যে এই সকল আসনের কোন উপযোগিতা নাই এজন্য আমরা এ স্থলে উহার লক্ষণাদির উল্লেখ করিতে বিরত হইলাম)।

রাঘবভট্টঃ——

পদ্মস্বস্তিকবীরাদি ষেকাসন সমাস্থিতঃ

জপার্চ্চনাদিকং কুর্য্যাদন্যথা নিষ্ফলং ভবেৎ।

পদ্ম স্বস্তিক বীরাসনাদির যে কোন এক আসনে আসীন হইয়া জপপূজাদির অনুষ্ঠান করিবে, অন্যথা জপাদি নিষ্ফল হইবে।

রাঘবভট্টধৃত—তন্ত্রান্তরে——

সব্যং পাদমুপাদায় দক্ষিণোপরি বিন্যসেৎ

তথৈব দক্ষিণং সব্যস্যোপরিষ্টান্নিধাপয়েৎ।

বিষ্টভ্য কট্যৌ পার্ষ্ণীতু নাসাগ্রন্যস্তলোচনঃ

পদ্মাসনংভবেদেতৎ সর্ব্বেষা মপি পূজিতং॥

বাম পাদ দক্ষিণ পাদের উপরিভাগে বিন্যস্ত করিবে, তদ্রূপ দক্ষিণ পাদ বাম পাদের উপরিভাগে নিহিত করিবে, কটিদ্বয় ও পার্ষ্ণিদ্বয় বেষ্টন করিয়া নাসাগ্রে বিন্যস্ত দৃষ্টি হইবে। এই উপবেশন প্রকারই সর্ব্বসাধকপূজিত পদ্মাসন॥ ১॥

গৌতমীয়ে—অষ্টমাধ্যায়ে——

ঊর্ব্বোরুপরি বিন্যস্য সম্যক্ পাদতলে উভে

পদ্মাসন মিদং প্রোক্তং যোগিনাং হৃদয়ঙ্গমং।

ঊরুদ্বয়ের উপরিভাগে পাদতলদ্বয় সম্যক্ বিন্যস্ত করিতে হইবে, ইহাই যোগিগণের হৃদয়াভিমত পদ্মাসন॥ ১॥

সম্মোহনতন্ত্রে—দ্বিতীয় পটলে——

জানুর্ব্বোরন্তরে সম্যক্ কৃত্বা পাদতলে উভে
ঋজুকায়ো বিশেদ্ যোগী স্বস্তিকং তং প্রচক্ষতে।

জানুদ্বয়ের অভ্যন্তরে পাদতলদ্বয় সম্যক্ বিন্যস্ত করিয়া ঋজুকায় হইয়া যোগী উপবেশন করিবেন। ইহারই নাম স্বস্তিকাসন ॥ ২ ॥

একং পাদ মধঃ কৃত্বা বিন্যস্যোরৌ তথেতরং
ঋজুকায়ো বিশেদ্ যোগী বীরাসন মিতীরিতম্ ॥

এক পাদ নিম্নে রাখিয়া তাহারই উরুর উপরিভাগে অন্য পাদ বিন্যস্ত করিয়া যোগী ঋজুকায় হইয়া উপবেশন করিবেন। ইহারই নাম বীরাসন ॥ কোন্ পাদ নিম্নে রাখিতে হইবে, শাস্ত্রীয় প্রমাণে যদিও তাহার বিশেষ কোন উল্লেখ নাই, তথাপি বাম পাদ নিম্নে রাখিয়া বাম উরুর উপরিভাগে দক্ষিণ চরণ বিন্যাস করাই আচার্য্য পরম্পরার ব্যবহারসিদ্ধি ॥ ৩ ॥

সম্মোহনতন্ত্রে তৃতীয়পটলে——

তত্রোপসংবিশেদ্দেবি বদ্ধপদ্মাসনাদিকং
ন যুক্ত মন্যথা পাদদর্শনং সুরপূজনে ॥

দেবি! সেই যথাবিহিত আসনে সাধক বদ্ধপদ্মাসনাদি যে কোন আসন বন্ধন করিয়া উপবেশন করিবেন। দেবপূজন সময়ে ইহার অন্যথারূপে পাদপ্রদর্শন যুক্ত নহে।

যোগিনীতন্ত্রে——

নীচৈরাসন মাসাদ্য স্বস্তিকাদিক্রমেনতু
বিশেন্নিরাকুল স্তত্র পাদৌ সংচ্ছাদ্য বাসসা ॥

নিম্নে আসন সংস্থাপন পূর্ব্বক তাহার উপরিভাগে স্বস্তিক প্রভৃতি বন্ধনক্রমে বস্ত্র দ্বারা পাদদ্বয় আচ্ছাদিত করিয়া সাধক উপবেশন করিবেন।

(৪) পূজায় দিঙ্ নিয়ম—

যামলে——

পূজাপূজকয়ো র্মধ্যং প্রাচীতি কীর্ত্ত্যতে বুধৈঃ
তদ্দক্ষিণং দক্ষিণং স্যা দুত্তরং চোত্তরং মতং।
পৃষ্ঠন্তু পশ্চিমং জ্ঞেয়ং সর্ব্বত্রৈবং প্রযোজয়েৎ ॥

পূজ্য (দেবতা) পূজক (সাধক) উভয়ের মধ্যস্থানই প্রাচী (পূর্ব্বদিক্) হইবে। সাধকের দক্ষিণ ভাগই দক্ষিণ দিক্, বাম ভাগই উত্তর দিক্ এবং পৃষ্ঠ দেশই পশ্চিম দিক্। পূজাকার্য্যে সর্ব্বত্রই এইরূপ দিঙ্নির্ণয় করিতে হইবে, অর্থাৎ সূর্য্যের উদয় ও অস্ত অনুসারে দিঙ্নির্ণয় করিলেও সাধক যে দিকে সম্মুখ হইয়া পূজা করিবেন, তাহাই পূর্ব্ব দিক্ হইবে, কারণ, বস্তুতঃ "দিক্" বলিয়া কোন পদার্থই জগতে নাই, সকলেই স্বস্ব অবস্থানের অপেক্ষায় দিঙ্নির্ণয় করিয়া থাকে। দিকের "দিক্" এই নামই তাহার যথেষ্ট প্রমাণ "দিশ্যতে ইতি দিক্" যাহা নির্দেশ মাত্র করা যায়, তাহারই নাম দিক্——যেমন, আমি যাহাকে পূর্ব্ব দিক্ বলিয়া নির্দেশ করিতেছি, আমার পূর্ব্ব দিকে যিনি অবস্থিত, তিনি আবার তাহা-কেই পশ্চিম দিক্ বলিয়া নির্দেশ করিবেন, তবেই স্ব অপেক্ষায় নির্দেশ বই দিক্ বলিয়া আর মৌলিক কোন পদার্থ নাই, ইহা স্থিরতর সিদ্ধান্ত; কিন্তু দার্শনিকতার অভিমানে অন্ধ হইয়া "দিক্" শব্দের যৌগিক অর্থ না দেখিয়া কেহ কেহ আবার এই দিক্‌কেই নিত্য পদার্থ বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন। পরমার্থতঃ দিক্ বলিয়া কোন পদার্থ নাই, যখন যাহা নির্দেশ হয়, তখন তাহাই দিক্। তবে সূর্য্যের উদয় অস্ত অনুসারে দিঙ্নির্দেশ করিলে তাহা দেশ প্রদেশবাসী সকলের পক্ষেই একরূপ হয়, এক নির্দেশেই সাধারণতঃ সকলের নির্দেশ স্থির হয়। এই জন্যই শাস্ত্র বলিয়াছেন——

ভাবচূড়ামণৌ——

সাধকেচ্ছা বশাদ্দেবি সর্ব্বদিঙ্মুখদেবতা
রাত্রা বুদঙ্মুখঃ কুর্য্যাদ্দেবকার্য্যং সদৈবহি
শিবার্চ্চনং সদাপ্যেবং শুচিঃ কুর্য্যাদুদঙ্মুখঃ।

দেবি! সাধকের ইচ্ছাবশতঃ দেবতা সকল দিকেই অভিমুখী হয়েন, (যিনি বিশ্বব্যাপিণী, তাঁহার সম্মুখ বিমুখ অসম্ভব) তথাপি রাত্রিতে দেবকার্য্য করিতে হইলে তাহা উত্তরমুখ হইয়াই করিবে, বিশেষতঃ শিবপূজায় কি দিবা কি রাত্রি সর্ব্বদাই উত্তরমুখ হইবে। বিষ্ণুবিষয়ে পূর্ব্বমুখ হইয়া পূজাদি নির্ব্বাহ করাই প্রশস্ত, উত্তরাভিমুখ হইলেও তাহা অবৈধ হইবে না। শক্তি বিষয়েও উত্তরমুখই প্রশস্ত, পূর্ব্বমুখ হইলেও তাহা অবৈধ হইবে না।

বারাহীয়ে——

স্নাতঃ শুক্লাম্বরধরঃ স্বাচান্তঃ পূর্ব্বদিঙ্মুখঃ।

স্নাত এবং শুক্লাম্বরধারী হইয়া সম্যক্ আচমন পূর্ব্বক পূর্ব্বদিঙ্মুখ হইয়া পূজার্থ উপবেশন করিবে।

গৌতমীয়ে——

প্রাঙ্মুখঃ সংযতাত্মাচ সংবিশেদ্বিহিতাসনে

সংযতাত্মা সাধক পূর্ব্বমুখ হইয়া বিহিত আসনে উপবেশন করিবেন।

ক্রমদীপিকায়াং——

স্নাতো নির্ম্মলসূক্ষ্মশুদ্ধবসনো ধৌতাঙ্ঘ্রিপাণ্যাননঃ

স্বাচান্তঃ সুপবিত্র মুদ্রিতকরঃ শ্বেতোর্দ্ধ পুণ্ড্রোজ্জলঃ

প্রাচীদিগ্বদনো নিবধ্য সুদৃঢ়ং পদ্মাসনং স্বস্তিকং

স্বাসীনঃ স্বগুরূন্ গণাধিপ মথো বন্দেত বদ্ধাঞ্জলিঃ॥

স্নাত, নির্ম্মল সূক্ষ্ম শুদ্ধবস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক বিধৌত মুখ-পানি-পাদ এবং শ্বেতবর্ণ ঊর্দ্ধপুণ্ড্র উজ্জল ললাট হইয়া সম্যক্ আচমন ও সুপবিত্র করমুদ্রা পূর্ব্বক পূর্ব্বদিঙ্মুখ হইয়া সুদৃঢ় পদ্মাসন অথবা স্বস্তিকাসন বন্ধনে সম্যক্ আসীন হইয়া সাধক কৃতাঞ্জলিপুটে নিজ গুরুবর্গকে এবং গণেশকে বন্দনা করিবেন।

হরিভক্তিবিলাসে——

ততঃ কৃষ্ণার্চ্চকঃ প্রায়ো দিবসে প্রাঙ্মুখোভবেৎ

উদঙ্মুখো রজন্যান্তু স্থিরমূর্ত্তিশ্চ সাধকঃ।

শ্রীকৃষ্ণের উপাসক দিবসে প্রায়শঃ পূর্ব্বমুখ হইবেন এবং স্থিরমূর্ত্তি সাধক রাত্রিকালে উত্তরমুখ হইয়া পূজাদি নির্ব্বাহ করিবেন।

আসীনঃ প্রাগুদগ্ বার্চ্চেদর্চ্চায়াস্ত্বথ সম্মুখঃ।

উত্তর অথবা পূর্ব্বমুখে দেবমূর্ত্তির সম্মুখে আসীন হইয়া পূজাদি করিবে অর্থাৎ প্রতিষ্ঠিত দেবতা পশ্চিমাভিমুখী হইলে সাধক পূর্ব্বমুখ হইবেন এবং দক্ষিণাভিমুখী হইলে সাধক উত্তরমুখ হইবেন।

কালিকাপুরাণে——

দিগ্‌বিভাগেচ কৌবেরী দিক্ শিবাপ্রীতিদায়িনী

তস্মাত্তন্মুখ আসীনঃ পূজয়েচ্চণ্ডিকাং সদা।

দিঙ্‌মণ্ডল মধ্যে কৌবেরী (উত্তরা) দিক্‌ই শিবার প্রীতিদায়িনী, সেই হেতু সাধক উত্তরমুখে আসীন হইয়াই সর্ব্বদা চণ্ডিকার পূজা করিবেন।

শাক্তানন্দতরঙ্গিন্যাম্——

দিবা পূর্ব্বমুখো ভূত্বা রাত্রৌ কুর্য্যাদুদঙ্মুখঃ
দেবী পূজাং শিবস্যাপি সদা কুর্য্যাদুদঙ্মুখঃ।

দিবাভাগে পূর্ব্বমুখ হইয়া এবং রাত্রিতে উত্তরমুখ হইয়া দেবপূজা করিবে কিন্তু দেবীর পূজা এবং শিবের পূজা সর্ব্বদাই উত্তরমুখ হইয়া করিবে।

(৫) পূজাকাল।

গন্ধর্ব্বতন্ত্রে—অষ্টাবিংশতিপটলে——

যথাবিধি গুরো দীক্ষাং গৃহীত্বা সাধকোত্তমঃ
তথৈবচ যজেদ্দেবীং নিত্যং প্রাতরনন্যধীঃ।

গুরুর নিকটে যথাবিধি দীক্ষা গ্রহণ করিয়া সাধকশ্রেষ্ঠ অনন্যহৃদয়ে প্রত্যহ প্রাতঃকালে দেবীর পূজা করিবেন।

যোগিনীতন্ত্রে দ্বিতীয়পটলে——

প্রাতঃকালং সমারভ্য যাবন্মধ্যন্দিনং ভবেৎ
তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত যঃ সম্যক্ ফল মিচ্ছতি।

যিনি অনুষ্ঠানাদির সম্পূর্ণ ফল ইচ্ছা করেন, তিনি প্রাতঃকাল হইতে আরম্ভ করিয়া মধ্যাহ্নকাল পর্য্যন্ত সমস্ত অনুষ্ঠান সমাপিত করিবেন।

নিগমকল্পলতায়াং একাদশপটলে——

প্রথম প্রহরার্দ্ধঞ্চ ত্যক্ত্বা পূজন মাচরেৎ
দশদণ্ডেতু সম্পূর্ণে তত্রপূজাং সমাপয়েৎ।

প্রথম প্রহরের অর্দ্ধভাগ অতীত করিয়া নিত্যপূজার আরম্ভ করিবে এবং দশ দণ্ড সম্পূর্ণ হইলে পূজা সমাপ্ত করিবে। প্রাতঃকালে জপাদির অনুষ্ঠান থাকিলে মধ্যাহ্নে পূজা করিলেও তাহা অবৈধ হইবে না——

মহানির্ব্বাণতন্ত্রে তৃতীয়োল্লাসে——

প্রাতঃকৃত্যং প্রাতরেব সন্ধ্যাং কুর্য্যাত্রিকালতঃ
মধ্যাহ্নে পূজনং কুর্য্যাৎ সর্ব্বমন্ত্রে স্বয়ং বিধিঃ।

প্রাতঃকৃত্য প্রাতঃকালে সম্পন্ন করিবে, ত্রিকালে সন্ধ্যাবন্দন করিবে এবং মধ্যাহ্নে ইষ্টদেবতার পূজা করিবে, ইহাই সমস্ত মন্ত্রদীক্ষায় সাধারণ বিধি।

(৬) পূজাস্থান।

গন্ধর্ব্বতন্ত্রে সপ্তম পটলে——

কেশকীটাদি সংযুক্তা ন স্নিগ্ধা নাতি পিচ্ছলা
ন রুক্ষা নাতিনীচা বৈ নাত্যুচ্চা ন বনান্বিতা।
নচ বায়ুভিরাচ্ছন্না নানাপ্রাণি-সমাকুলা
ধূলীকর্দ্দমসংযুক্তা পশুভি র্ন বিলোকিতা।
বৃক্ষাদিভি রনাকীর্ণা দূরবারিসমাকুলা
অনাবৃতা চতুর্দ্দিক্ষু মনসোঽতুষ্টিকারিণী।
উষরে কৃমিসংযুক্তে স্থানে পুণ্যেঽপি নার্চ্চয়েৎ
যাগভূমি র্নিষিদ্ধৈষা বিহিতা কথ্যতেঽধুনা।
বাপীকূপ-সমীপস্থা সুমনোবনমধ্যগা
বিচিত্রমণ্ডপৈর্যুক্তা শুদ্ধবেদীপরিষ্কৃতা।
পেয়ৈ র্ভক্ষ্যৈঃ সমাযুক্তা কর্পূরাগুরুধূপিতা
বালার্কসদৃশী রম্যা মনঃ সন্তোষকারিণী।
তত্তদায়ুধপূর্ণান্ত র্বিভূষিত গৃহান্তরা
এব মেষা মহাদেবি যাগভূমিঃ সমীরিতা॥

কেশকীটাদি—সংযুক্তা, স্নিগ্ধা অতিপিচ্ছলা রুক্ষা অতিনীচা অত্যুচ্চা বন-বেষ্টিতা বায়ুবেগে আচ্ছন্না অন্যপ্রাণিসমাকুলা, ধূলীকর্দ্দমসংযুক্তা পশুগণ কর্ত্তৃক অবলোকিতা, বৃক্ষাদি দ্বারা অনাকীর্ণা জলাশয়ের দূ বর্ত্তিনী, চতুর্দ্দিকে অনাবৃতা মনের অসন্তোষকারিণী, ঈদৃশ ভূমি দেবপূজাদি অনুষ্ঠানে নিষিদ্ধা। পুণ্যস্থান ও যদি উষর বা কৃমি-সংযুক্ত হয়, তাহা হইলে সে স্থানেও পূজা করিবে না। নিষিদ্ধ যাগভূমি কথিত হইল, অতঃপর বিহিত যাগভূমি কথিত হইতেছে—— বাপী অথবা কূপের নিকট-বর্ত্তিনী পুষ্পবনমধ্যস্থিতা বিচিত্রমণ্ডপমণ্ডিতা বিশুদ্ধ-বেদীবিশিষ্টা পেয় এবং ভক্ষ্য দ্রব্য সমূহে সংযুক্তা কর্পূরাগুরু ধূপচন্দনাদি দ্বারা সুগন্ধীকৃতা প্রাতঃসূর্য্য-কিরণসদৃশ রক্তবর্ণা রম্যা মনঃসন্তোষকারিণী

উপাস্যদেবতার অস্ত্রশস্ত্রে পরিপূর্ণ এবং সুসজ্জিত অন্তর্গৃহ বিশিষ্টা, মহাদেবি। সাধকের যাগভূমি উক্ত লক্ষণ সমূহে লক্ষিত হইবে ॥

পুণ্যক্ষেত্রং নদীতীরং গুহা পর্ব্বত মস্তকং
তীর্থ প্রদেশাঃ সিন্ধূনাং সঙ্গমঃ পাবনং বনং।
উদ্যানানি বিবিক্তানি বিল্বমূলং তটং গিরেঃ
তুলসীকাননং গোষ্ঠং বৃষশূন্যং শিবালয়ং।
অশ্বত্থামলকীমূলং গোশালা জলমধ্যতঃ
দেবতায়তনং কূলং সমুদ্রস্য নিজংগৃহং।
গুরূণাং সন্নিধানঞ্চ চিত্তৈকাগ্র্যস্থলং তথা
সর্ব্বেষা মুত্তমং প্রোক্তং নির্জনং পশুবর্জিতং।
যত্র তত্র নরঃ পূজাং নির্জনে কুরুতে তু যঃ
তস্যাদত্তে স্বয়ং দেবী পত্রং পুষ্পং ফলং জলং।
শ্রদ্ধাভক্ত্যোশ্চ বাহুল্যাৎ পূজা দ্রব্যস্য বিস্তরাৎ
দেব্যাঃ সন্নিধি রত্রস্যান্নির্জনে পূজনাত্তথা ॥

পুণ্যক্ষেত্র, নদীতীর, গুহা, পর্ব্বতশিখর তীর্থস্থান সমূহ, নদীগণের পরস্পর সম্মিলন স্থল, পবিত্র বন, নির্জন উদ্যান, বিল্বমূল গিরিতট (উপত্যকা) তুলসী-কানন, গোষ্ঠ, বৃষশূন্য শিবালয়, অশ্বত্থমূল আমলকীমূল গোশালা জলমধ্য (দ্বীপ) দেবতার মন্দির, সমুদ্রকূল, নিজগৃহ, গুরুদেবের অধিষ্ঠানস্থান, চিত্তৈকাগ্র্য-স্থল (যে স্থলে স্বভাবতঃই চিত্তের একাগ্রতা উপস্থিত হয়) পশুবর্জ্জিত নির্জন স্থানই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম, যে কোন স্থলে সাধক নির্জনে-পূজা করিলে তাঁহার নিবেদিত পত্র পুষ্প ফল জল দেবী স্বয়ং গ্রহণ করেন। সাধকের শ্রদ্ধাভক্তির যদি বাহুল্য হয়, পূজাদ্রব্যের যদি বিস্তরতা থাকে আর পূজা যদি নির্জনে অনুষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে ভক্তবৎসলা জগদম্বা সে স্থলে স্বতএব আবির্ভূতা হয়েন।

(৭) শিব পূজা।

তোড়ল তন্ত্রে—পঞ্চম পটলে——

শৈববৈষ্ণব দৌর্গার্ক গাণপত্যেন্দ্র সম্ভবঃ
আদৌ শিবং পূজয়িত্বা পশ্চাদন্যং প্রপূজয়েৎ।

আদৌ লিঙ্গং পূজয়িত্বা যদি চান্যং প্রপূজয়েৎ
তৎফলং কোটিগুণিতং সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ।
অন্যদেবং পূজয়িত্বা শিবংপশ্চাদ্ যজেদ্যদি
তস্য পূজাফলং সর্ব্বং ভুজ্যতে যক্ষরাক্ষসৈঃ।

শৈব বৈষ্ণব শাক্ত সৌর গাণপত্য এই পঞ্চোপাসকশ্রেণীভুক্ত যে কোন সাধকই হউন না কেন, সকলেই আদিতে শিব পূজা করিয়া পশ্চাৎ অন্য দেবতার পূজা করিবেন। আদিতে শিবলিঙ্গ পূজা করিয়া পশ্চাৎ যদি অন্য দেবতার পূজা করে, তাহা হইলে সেই পূজার ফল সত্য সত্য কোটিগুণবিশিষ্ট হয়, ইহা নিঃসংশয়, আর অন্যদেবকে পূজা করিয়া পশ্চাৎ যদি শিবপূজা করে, তাহা হইলে তাহার সেই পূজার সমস্ত ফল যক্ষ রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক ভুক্ত হয়॥

উৎপত্তি তন্ত্রে—চতুঃষষ্টি পটলে—শিব বাক্যং।

শাক্তো বা বৈষ্ণবো বাপি শৈবো বা গাণপোঽথবা
শিবার্চ্চন বিহীনস্য কুতঃ সিদ্ধি র্ভবেৎ প্রিয়ে।
অনারাধ্যচ মাং দেবি যোঽর্চ্চয়েদ্দেবতান্তরং
ন গৃহ্লাতি মহাদেবি শাপং দত্বা ব্রজেৎ পুরং।
পর্ব্বতাগ্রসমং দেবি মিষ্টান্নাদি ক্রমেন হি
ফলানি বহুধান্যেব পুষ্পান্যেব যথাবিধি।
সুমেরুসদৃশঞ্চান্নং নানাবিধং মহেশ্বরি
সূপাদিকং মহেশানি যদি স্যাৎ সাগরোপমং।
যদ্দত্তং পুষ্পনৈবেদ্যং সর্ব্বং বিষ্ঠাসমং ভবেৎ॥
শিবার্চ্চন বিহীনো যঃ পূজয়েদ্দেবতান্তরং
বিশেষতঃ কলিযুগে স নরঃ পাপভাগ্ ভবেৎ॥

শাক্ত অথবা বৈষ্ণব, শৈব অথবা গাণপত্য, শিবপূজাবিহীন হইলে তাঁহার সিদ্ধি হইবে কি উপায়ে? দেবি! প্রথমে আমাকে আরাধনা না করিয়া যিনি অন্য দেবতার অর্চ্চনা করেন, তাঁহার সেই অর্চ্চনীয় দেবতা সে অর্চ্চনা গ্রহণ করেন না, অধিকন্তু সাধককে শাপপ্রদান করিয়া নিজপুরে প্রস্থান করেন। দেবি! ক্রমবিন্যস্ত পর্ব্বতাগ্রসমান মিষ্টান্ন, বহুবিধ ফল এবং যথাবিধি সংগৃহীত

পুষ্পসমূহ, সুমেরুসদৃশ নানাবিধ অন্ন, সাগরোপম সূপাদি, মহেশ্বরি! শিবপূজা ব্যতিরেকে ইহার যাহা কিছু পুষ্প নৈবেদ্য ইত্যাদি প্রদত্ত হইবে সে সমস্তই বিষ্ঠাসম অগ্রাহ্য হইবে। শিবার্চ্চন বিহীন হইয়া যিনি দেবতান্তরের পূজা করিবেন, কলিযুগে সেই মানব বিশেষ পাপভাগী হইবেন।

লিঙ্গার্চ্চন তন্ত্রে—প্রথম পটলে——

শাক্তো বা বৈষ্ণবো বাপি শৈবো বা পরমেশ্বরি
আদৌ লিঙ্গংপ্রপূজ্যাথ বিল্বপত্রৈ র্ব্বরাননে।
পশ্চাদন্যং মহেশানি শিবং প্রার্থ্য প্রপূজয়েৎ
অন্যথা মূত্রবৎসর্ব্বং শিবপূজাং বিনা প্রিয়ে।
প্রত্যহং পরমেশানি যাবজ্জীবং ধরাতলে
পূজয়েৎ পরয়া ভক্ত্যা লিঙ্গং ব্রহ্মময়ং প্রিয়ে।

পরমেশ্বরি! শাক্ত বৈষ্ণব অথবা শৈব সকলেই আদিতে বিল্বপত্র দ্বারা শিবলিঙ্গ পূজা করিয়া শিবসন্নিধানে অন্য দেবতার পূজার অনুমতি প্রার্থনা করিয়া পশ্চাৎ অন্য পূজা করিবে, মহেশ্বরি! অন্যথা, শিবপূজা ব্যতিরেকে সমস্ত মূত্র-বৎ অগ্রাহ্য হইবে। পরমেশানি! ধরাতলে যে পর্য্যন্ত জীবন থাকিবে, প্রত্যহ পরম ভক্তিপূর্ব্বক ব্রহ্মময় শিবলিঙ্গ পূজা করিবে॥

মাতৃকাভেদ তন্ত্রে—দ্বাদশ পটলে——

ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে যে দেবাস্তদ্‌বাহ্যে যাশ্চ দেবতাঃ
তে সর্ব্বে তৃপ্তি মায়ান্তি কেবলং শিবপূজনাৎ॥

ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে যে সকল দেবতা অধিষ্ঠিত এবং ব্রহ্মাণ্ডের বহির্ভাগে যে সকল দেবতা অবস্থিত, কেবল শিবপূজা করিলেই তাঁহাদিগের সকলের তৃপ্তি সাধন হয়॥

মহালিঙ্গেশ্বর তন্ত্রে——

পার্থিবং নার্চ্চয়িত্বাতু কালীং তারাঞ্চ সুন্দরীং
অর্চ্চয়েদ্ য স্ত্রিলোকস্থঃ সগচ্ছেদ্ যমযাতনাম্॥

ত্রিলোকস্থ যে কোন সাধকই হউন্ না কেন, পার্থিব শিবলিঙ্গ পূজা না করিয়া যিনি কালী তারা এবং ত্রিপুরসুন্দরীর পূজা করিবেন, তিনিই যমযাতনার ভাগী হইবেন।

ত্রিপুরাকল্পে——

যাবন্ন পূজয়েল্লিঙ্গং পার্থিবং সাধকাধমঃ
তস্য পূজাং ন গৃহ্লাতি সুন্দরী তারকা হ সিতা।

যে কাল পর্য্যন্ত সাধকাধম পার্থিব শিবলিঙ্গ পূজা না করেন, সেই কাল পর্য্যন্ত তাঁহার সেই পূজা কি ত্রিপুরসুন্দরী, কি তারা, কি কালী, কেহই গ্রহণ করেন না।

লিঙ্গার্চ্চন চন্দ্রিকায়াম্——

মহাবিদ্যাং পূজয়িত্বা শিবপূজাং সমাচরেৎ
অন্যথাকরণা দ্দেবি ন পূজাফল মাপ্নুয়াৎ।

মেরু তন্ত্রে——

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রো বা প্যনুলোমজঃ
পূজয়েৎ সততং লিঙ্গং তন্মন্ত্রেনৈব সাদরম্॥

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র অথবা অনুলোমজ (বর্ণসঙ্কর) সকলেই আদরপূর্ব্বক তন্মন্ত্রের অবলম্বনে সতত শিবলিঙ্গ পূজা করিবে॥

যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায়াম্——

অন্যেষাং কোটি লিঙ্গানাং পূজনে যৎ ফলং লভেৎ
তৎফলং লভতে মর্ত্ত্যো বাণলিঙ্গৈকপূজনাৎ॥
তাম্রী বা স্ফাটিকী স্বার্ণী পাষাণী রাজতী তথা
বেদিকাচ প্রকর্ত্তব্যা তত্র সংস্থাপ্য পূজয়েৎ।
প্রত্যহং যোঽর্চ্চয়েল্লিঙ্গং নার্ম্মদং ভক্তি ভাবতঃ
ঐহিকং কিং ফলং তস্য মুক্তিস্তস্য করে স্থিতা।

অন্য কোটী লিঙ্গের পূজা করিলে যে ফল হইবে, মানব এক মাত্র বাণ লিঙ্গ পূজা করিয়া সেই ফল লাভ করিবেন। তাম্র স্ফটিক স্বর্ণ পাষাণ রজত ইহার যে কোন উপাদানে বেদী (গৌরী-পীঠ) নির্ম্মাণ করিয়া সেই পীঠে বাণলিঙ্গ সংস্থাপিত করিয়া পূজা করিবে। ভক্তিপূর্ব্বক যিনি প্রত্যহ বাণলিঙ্গ পূজা করেন, ঐহিক ফলের কথা আর কি বলিব? মুক্তি পর্য্যন্ত তাঁহার করস্থিত হয়॥

বীর মিত্রোদয়ে——

লঘু বা কপিলং স্থূলং গৃহী নৈবার্চ্চয়েৎ ক্বচিৎ
পূজিতব্যং গৃহস্থেন বর্ণেন ভ্রমরোপমং।
তৎসপীঠ মপীঠং বা মন্ত্র সংস্কার বর্জ্জিতং
সিদ্ধিমুক্তি প্রদং লিঙ্গং সর্ব্বপ্রাসাদপীঠগং॥

অতি ক্ষুদ্র অতিস্থূল এবং কপিলবর্ণ বাণলিঙ্গকে গৃহস্থ কখনও পূজা করিবেন না, ভ্রমরের ন্যায় স্নিগ্ধ নিবিড়কৃষ্ণবর্ণ বাণলিঙ্গই গৃহস্থের পূজায় প্রশস্ত। বাণলিঙ্গ সপীঠ (গৌরীপীঠসহিত) অপীঠ (গৌরীপীঠবিবর্জ্জিত) যেরূপই হউক না কেন, মন্ত্র সংস্কার ইত্যাদি না করিয়াই তাঁহার পূজা করিবে, সমস্ত প্রাসাদে এবং সমস্তপীঠে অধিষ্ঠিত বাণলিঙ্গমাত্রই সাধকের সিদ্ধিপ্রদ ও মুক্তিপ্রদ॥

বাণলিঙ্গানি রাজেন্দ্র ভুবি তিষ্ঠন্তি যানিচ
ন প্রতিষ্ঠা ন সংস্কার স্তেষা মাবাহনং নচ।

রাজেন্দ্র! এই পৃথিবীমণ্ডলে যত বাণলিঙ্গ অধিষ্ঠিত আছেন, তাঁহাদিগের প্রাণপ্রতিষ্ঠা সংস্কার আবাহন বিসর্জ্জন কিছুই নাই। (অনাদিসিদ্ধ ব্রহ্মলিঙ্গে স্বয়ং ভগবান্ ভূতভাবন নিয়ত আবির্ভূত, তাহাতে আবাহন বিসর্জ্জন দুইই অসম্ভব।)

লিঙ্গার্চ্চন—তন্ত্রে—প্রথম পটলে——

যদ্রাজ্যং লিঙ্গপূজায়া রহিতং সততং প্রিয়ে
তদ্রাজ্যং পতিতং মন্যে বিষ্ঠাভূমিসমং স্মৃতং।
ব্রহ্ম বিট্ ক্ষত্রিয়ো দেবি যদি লিঙ্গং ন পূজয়েৎ
তৎক্ষণাৎ পরমেশানি ত্রয় শ্চণ্ডালতা মিয়ুঃ।
শূদ্রশ্চ পরমেশানি সদাশূকরবদ্ভবেৎ॥
শিবার্চ্চনন্তু দেবেশি যস্মিন্ গেহে বিবর্জ্জিতং
বিষ্ঠাগর্ত্তসমং দেবি তদ্গৃহং বিদ্ধিপার্ব্বতি
অন্নং বিষ্ঠা পয়ো মূত্রং তস্মিন্ বেশ্মনি পার্ব্বতি॥

প্রিয়ে! যে রাজ্য সতত লিঙ্গপূজা বিরহিত, সেই রাজ্যকে আমি বিষ্ঠাভূমির সমান পতিত বলিয়া মনে করি, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য যদি লিঙ্গপূজা না করে তাহা হইলে এই তিন বর্ণই তৎক্ষণাৎ চণ্ডালতা প্রাপ্ত হয় আর শূদ্র যদি

শিবপূজা না করে, তাহা হইলে সেও শূকরত্ব লাভ করে, দেবেশি! যে গৃহ শিব-পূজা বিবর্জিত তাহা বিষ্ঠাগর্ত্তের সমান, সেই গৃহের অন্ন জল যাহা কিছু সমস্তই বিষ্ঠা মূত্রের সমান পরিহার্য্য ॥

(৮) পূজাক্রম——

গৌতমীয় তন্ত্রে—৭ম অধ্যায়ে——

পূজাচ পঞ্চধা প্রোক্তা তাসাং ভেদান্ শৃণুষ্ব মে।
অভিগমন মুপাদানং যোগঃ স্বাধ্যায় এব চ।
ইজ্যা পঞ্চ প্রকারার্চ্চাং ক্রমেণ কথয়ামি তে ॥
তত্রাভিগমনং নাম দেবতাস্থান-মার্জ্জনং।
উপলেপন নির্ম্মাল্যদূরীকরণ মেব চ ॥
উপাদানং নাম গন্ধ-পুষ্পাদিচয়নং তথা।
ইজ্যা নাম চেষ্টদেব পূজনঞ্চ যথার্থতঃ।
স্বাধ্যায়ো নাম কৃষ্ণাখ্যস্যা স্যানুপূর্ব্বকো জপঃ।
সূক্তস্তোত্রাদি পাঠশ্চ হরিসংকীর্ত্তনং তথা।
তত্ত্বাদি শাস্ত্রাভ্যাসশ্চ স্বাধ্যায়ঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥
যোগো নাম স্বদেবস্য স্বাত্মনৈব বিভাবনা।
ইতি পঞ্চপ্রকারার্চ্চা কথিতা তব সুব্রত।
সামীপ্য-সারূপ্য-সাদৃশ্য-সাযুজ্য-ফলদা ক্রমাৎ ॥

পূজা পঞ্চবিধ, তাহার ভেদ আমার নিকট শ্রবণ কর;——অভিগমন, উপাদান, যোগ, স্বাধ্যায়, এবং ইজ্যা, এই পঞ্চবিধ পূজার প্রকার ভেদ ক্রমশঃ কথিত হইতেছে।——দেব মন্দিরে উপস্থিত হইয়া দেবতার অধিষ্ঠান স্থান মার্জ্জনা এবং শ্রীমূর্ত্তির অঙ্গসংলিপ্ত উপলেপন ও নির্ম্মাল্য পুষ্প মাল্যাদি দূরী-করণের নাম অভিগমন। পুষ্পাদি চয়ন ও গন্ধ চন্দনাদি উপচার সংগ্রহের নাম উপাদান, তৎপর, যথাশাস্ত্র ভূতশুদ্ধি প্রাণায়াম ন্যাস মানস-পূজাদি পূর্ব্বক, মন্ত্রাদি সহকৃত পাদ্যাদি উপচার প্রদানরূপ ইষ্ট দেবতার পূজার নাম ইজ্যা। "কৃষ্ণ" এই নাম মহামন্ত্রের যথাশাস্ত্র আনুপূর্ব্বিক জপ, সূক্তপাঠ, স্তোত্রপাঠ, হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন এবং তত্ত্বপ্রধান শাস্ত্রের অভ্যাস, ইহারই নাম স্বাধ্যায়। অতঃ-

পর, নিজান্তঃকরণে ইষ্ট দেবতার ধ্যানের নাম যোগ। সুব্রত! এই পঞ্চ প্রকার পূজা কথিত হইল, ইহারা উত্তরোত্তর সামীপ্য সারূপ্য সাদৃশ্য ও সাযুজ্য ফল বিধান করে। অভিগমন ও উপাদানের ফল সামীপ্য, ইজ্যার ফল সাদৃশ্য স্বাধ্যায়ের ফল সারূপ্য ও যোগের ফল সাযুজ্য।

(গৌতমীয় তন্ত্র বিষ্ণূপাসনার বিধায়ক, এজন্য শ্রীকৃষ্ণ নাম মন্ত্রের জপ এবং হরি সঙ্কীর্ত্তন উল্লিখিত হইয়াছে, ফলতঃ উহা শাক্ত শৈব প্রভৃতি সকল সাধকেরই নিজ নিজ ইষ্ট দেবতার উপলক্ষণ, কৃষ্ণনাম জপ এবং হরিসঙ্কীর্ত্তন স্থলে তাঁহারা নিজ নিজ ইষ্ট দেবতার নাম জপ ও স্তোত্র কীর্ত্তনাদি বুঝিয়া লইবেন।)

৯। পঞ্চ শুদ্ধি——

কুলার্ণবে——

আত্মস্থান-মনু-দ্রব্য-দেব-শুদ্ধিস্তু পঞ্চমী।
যাবন্ন কুরুতে দেবি তাবদ্দেবার্চ্চনং কুতঃ॥
পঞ্চশুদ্ধিং বিনা পূজা অভিচারায় কল্প্যতে।
সুস্নাতৈ ভূ‌তশুদ্ধৈশ্চ প্রাণায়ামাদিভিঃ প্রিয়ে।
ষড়ঙ্গাদ্যখিলৈন্যাসৈ রাত্মশুদ্ধি রুদীরিতা ॥১॥
সম্মার্জ্জনানুলেপাদ্যৈ র্দপণোদরবচ্ছুভং।
বিতান-ধূপদীপাদি-পুষ্পমাল্যাদি-শোভিতং।
পঞ্চবর্ণরজোভিশ্চ স্থানশুদ্ধি রিতীরিতা ॥২॥
গ্রথিত্বা মাতৃকাবর্ণৈ র্মূলমন্ত্রাক্ষরাণি চ।
ক্রমোৎ ক্রমাদ্দ্বিরাবৃত্ত্যা মন্ত্রাণাং শুদ্ধিরীরিতা ॥৩
পূজাদ্রব্যানি সম্প্রোক্ষ্য মূলাস্ত্রৈশ্চ বিধানতঃ।
দর্শয়েদ্ ধেনুমুদ্রাঞ্চ দ্রব্যশুদ্ধিঃ প্রকীর্ত্তিতা ॥৪।
পীঠে দেবং প্রতিষ্ঠাপ্য সকলীকৃত্য মন্ত্রবিৎ।
মূলমন্ত্রেণ মাল্যাদীন্ ধূপাদীনুদকেন চ।
ত্রিবারং প্রোক্ষয়েদ্ বিদ্বান্ দেবশুদ্ধি রিতীরিতা।
পঞ্চশুদ্ধিং বিধায়েত্থং পশ্চাদ্ যজন মাচরেৎ।

আত্মশুদ্ধি স্থানশুদ্ধি মন্ত্রশুদ্ধি দ্রব্যশুদ্ধি দেবশুদ্ধি, দেবি! সাধক যাবৎ এই পঞ্চশুদ্ধির অনুষ্ঠান না করেন তাবৎ তাঁহার দেবপূজা সম্পন্ন হইবে কিরূপে?

পঞ্চশুদ্ধি ব্যতিরেকে যে পূজা, তাহা কেবল অভিচারের নিমিত্ত কল্পিত হয়। সম্যক্ স্নান, ভূতশুদ্ধি, প্রাণায়াম প্রভৃতি, ষড়ঙ্গন্যাসাদি অখিল ন্যাস ইহাই সাধকের আত্মশুদ্ধি।১। সম্মার্জন অনুলেপন ইত্যাদি দ্বারা দর্পণের মধ্যভাগের ন্যায় নির্ম্মল করিয়া পঞ্চবর্ণরজঃ আসন চন্দ্রাতপ ধূপ দীপ পুষ্প মাল্য ইত্যাদি মঙ্গল ভূষণে পূজামণ্ডপকে সুশোভিত করাই স্থানশুদ্ধি।২। মাতৃকামন্ত্রের বর্ণাবলী দ্বারা মূলমন্ত্রের অক্ষর সকল গ্রথিত করিয়া অনুলোম বিলোমে দ্বিরাবৃত্তি জপই মন্ত্রশুদ্ধি।৩। মূলমন্ত্র এবং অস্ত্রমন্ত্রাভিমন্ত্রিত জল দ্বারা পূজাদ্রব্য সমস্ত সম্প্রোক্ষিত করিয়া ধেনু মুদ্রা প্রদর্শনের নামই দ্রব্যশুদ্ধি।৪। পীঠে দেবতার মূর্ত্তিস্থাপন পূর্ব্বক অস্ত্রমন্ত্র প্রাণমন্ত্রাদি দ্বারা তাঁহাতে দেবতার শক্তিসঞ্চার করিয়া মূলমন্ত্র দ্বারা (অন্ততঃ) ত্রিবার স্নান এবং তদনন্তর বসন ভূষণ মাল্য ইত্যাদি দ্বারা তাঁহাকে সুসজ্জিত করিয়া ধূপদীপাদি প্রদান, ইহাই দেবশুদ্ধি।৫। প্রথমে এই পঞ্চশুদ্ধির বিধান করিয়া তৎপশ্চাৎ পূজা আরম্ভ করিবে।

১০। দ্বাদশ শুদ্ধি——

গৌতমীয়তন্ত্রে অষ্টমাধ্যায়ে——

অথ দ্বাদশশুদ্ধি স্তু বৈষ্ণবানা মিহোচ্যতে।
গৃহোপসর্পণঞ্চৈব তথানুগমনং হরেঃ।
ভক্ত্যা প্রদক্ষিণ ঞ্চৈব পাদয়োঃ শোধনং পুনঃ॥
পূজার্থং পত্র পুষ্পানাং ভক্ত্যৈবোত্তোলনং হরেঃ।
করয়োঃ সর্ব্বশুদ্ধীনা মিয়ং শুদ্ধি র্ব্বিশিষ্যতে॥
তন্নাম কীর্ত্তন ঞ্চৈব গুণানামপি কীর্ত্তনং।
ভক্ত্যা শ্রীকৃষ্ণ দেবস্য বচসঃ শুদ্ধি রিষ্যতে॥
তৎকথা শ্রবণ ঞ্চৈব তস্যোৎসব নিরীক্ষণং।
শ্রোত্রয়ো নে ত্রয়োশ্চৈব শুদ্ধিঃ সম্যগিহোচ্যতে॥
পাদোদকস্য নির্ম্মাল্য-মালানামপি ধারণং।
উচ্যতে শিরসঃ শুদ্ধিঃ প্রণামশ্চ হরেঃ পুনঃ॥
আঘ্রাণং গন্ধ পুষ্পাদের্নির্ম্মাল্যস্যচ গৌতম।
বিশুদ্ধিঃ স্যাদনন্তস্য ঘ্রাণস্যাপি বিধীয়তে॥

পত্র পুস্পাদিকং যচ্চ কৃষ্ণপাদযুগার্পিতং।
তদেব পাবনং লোকে তদ্ধি সর্ব্বং বিশোধয়েৎ॥

অনন্তর বৈষ্ণবগণের দ্বাদশশুদ্ধি কথিত হইতেছে। ভগবদ্‌-গৃহে গমন, যাত্রা উৎসবাদিতে ভগবানের অনুগমন, ভক্তিপূর্ব্বক ভগবৎ-প্রদক্ষিণ, এইরূপ গতি-বিধানে পদ দ্বয়ের সার্থকতাই বৈষ্ণবের পাদশুদ্ধি।২॥ ভগবানের পূজার জন্য ভক্তিপূর্ব্বক পত্র পুষ্প ইত্যাদির উত্তোলন জন্য হস্ত দ্বয়ের যে শুদ্ধি, তাহাই অন্যান্য সমস্ত কর শুদ্ধি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।২। ভক্তিপূর্ব্বক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নাম কীর্ত্তন, রূপ গুণকীর্ত্তন, ইহাই বাক্যের শুদ্ধি।১। ভগবানের লীলাগুণকথা-শ্রবণে কর্ণ শুদ্ধি এবং তাঁহার উৎসব নিরীক্ষণেই নেত্র দ্বয়ের সম্যক্ শুদ্ধি।৪। ভগবানের পাদোদক ও নির্ম্মাল্য পুষ্প মাল্য ইত্যাদির ধারণ ভগবচ্চরণাম্বুজে প্রণাম, ইহাই মস্তকের শুদ্ধি।১। নির্ম্মাল্য গন্ধ পুষ্পাদির আঘ্রাণই ঘ্রাণ দ্বয়ের শুদ্ধি।২। শ্রীকৃষ্ণচরণাম্বুজে সমর্পিত যাহা কিছু পত্র পুষ্প ইত্যাদি, তাহাই ত্রিলোক পাবন, তাহার সংস্পর্শমাত্রেই সাধকের দেহ দ্রব্য মনঃ প্রাণ সমস্ত বিশোধিত হইবে। এস্থলেও শৈব শাক্ত প্রভৃতি উপাসকগণ নিজ নিজ ইষ্ট দেবতার উপলক্ষণ বুঝিয়া লইবেন।

শাক্তানন্দতরঙ্গিন্যাং—ষষ্ঠোল্লাসে——

করশুদ্ধিং সমাসাদ্য কুর্য্যাত্তালত্রয়ং ততঃ।
ঊর্দ্ধোর্দ্ধে মস্ত্রমন্ত্রেণ দিগ্বন্ধ মপি দেশিকঃ।
দিগ্বন্ধনং ছোটিকাভি র্দশভিঃ কারয়েৎ সুধীঃ।
বিঘ্ন মুৎসারণং কৃত্বা ততঃ পুষ্পং বিশোধয়েৎ।
কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা বামে গুরুত্রয়ং নমেৎ।

পুষ্প চন্দনাদি দ্বারা করশুদ্ধি সমাধান পূর্ব্বক অস্ত্র মন্ত্রে ঊর্দ্ধোর্দ্ধে তালত্রয় প্রদান করিয়া দশ ছোটিকা দ্বারা দিগ্বন্ধন করিবেন, তৎপর বিঘ্নোৎসারণ এবং পুষ্পশোধন করিয়া বামে গুরুত্রয়কে প্রণাম করিবেন।

তন্ত্রে——

গুরুং পরমগুরুঞ্চৈব পরাপরগুরুং তথা।
নত্বা পার্শ্বে গণেশঞ্চ মূর্দ্ধ্নি দেবীং নমেৎ প্রিয়ে॥

বামে গুরু, পরম গুরু এবং পরাপর গুরুকে প্রণাম করিয়া দক্ষিণ পার্শ্বে গণেশকে এবং মস্তকে নিজ ইষ্টদেবতাকে প্রণাম করিবে।

ভূতশুদ্ধি।

গন্ধর্ব্ব তন্ত্রে——

ভূতশুদ্ধি ঋষিন্যাসং পীঠন্যাসং তথৈবচ।
করাঙ্গয়োঃ ষড়ঙ্গানি মাতৃকান্যাস মেবচ।
বিদ্যান্যাসং মহেশানি যৈশ্চ দেবময়ো ভবেৎ
এতদেব হি নিত্যং স্যাৎ কাম্যঞ্চান্যৎ প্রকীর্ত্তিতং।

ভূতশুদ্ধি ঋষ্যাদিন্যাস পীঠন্যাস ষড়ঙ্গন্যাস করন্যাস মাতৃকান্যাস বিদ্যা-ন্যাস এই সকল ন্যাস প্রভাবেই সাধক দেবময় হইয়া থাকেন, ইহাই নিত্য ন্যাস, অতঃপর যাহা কিছু সে সমস্ত কাম্য ন্যাস বলিয়া কীর্ত্তিত ॥

তত্রৈব——

প্রাণায়ামৈ স্তথা ধ্যানৈ র্ন্যাসৈ র্দেবশরীরভূৎ
ন্যাসানাং প্রচুরত্বেন ফলানা মপি ভূরিতা।
স্বভাবতঃ সদাহি শুদ্ধং পঞ্চভূতাত্মকং বপুঃ
মলমূত্র-সমাযুক্তং সর্ব্বদৈব মহেশ্বরি।
তস্যৈবহি বিশুদ্ধ্যর্থং বায়ু বহ্নি-সলিলাক্ষরৈঃ
শোষদাহৌ তথা ভস্ম-প্রোৎসারামৃত বর্ষণং।
আপ্লাবনঞ্চ কর্ত্তব্যং পূরকেন চ কুম্ভকৈঃ॥
শরীরাকার ভূতানাং ভূতানাং যদ্ বিশোধনং
অব্যক্ত ব্রহ্মসংস্পর্শাদ্ ভূতশুদ্ধি রিয়ং শিবে।
ভূতশুদ্ধিং বিধায়েত্থ মর্ঘ্যাদি স্থাপন ঞ্চরেৎ॥
বিদধ্যান্মাতৃকান্যাসং মন্ত্রন্যাস মনন্তরং
প্রণায়ামং ততঃ কুর্য্যা দৃষ্যাদি ন্যাস মাচরেৎ।

প্রাণায়াম ধ্যান এবং ন্যাস দ্বারা সাধক দেব শরীর লাভ করেন, ন্যাস প্রচুর হইলে পূজার ফল ও সমধিক হয়, মহেশ্বরি! সর্ব্বদাই মলমূত্রযুক্ত পঞ্চ-ভূতাত্মক জীবদেহ স্বভাবতঃই অশুদ্ধ সেই অশুদ্ধ দেহের বিশুদ্ধির জন্যই

বায়ুমন্ত্রে দেহের শোষণ, অগ্নিমন্ত্রে দেহের দাহ ও ভস্মোসারণ, চন্দ্রমন্ত্রে অমৃত-বর্ষণ, বরুণমন্ত্রে আপ্লাবন এবং উক্তমন্ত্র সমূহের অবলম্বনে প্রাণায়াম প্রক্রিয়া—রেচক পূরক কুম্ভক দ্বারা শরীরাকারভুত পঞ্চভূতের অব্যক্ত ব্রহ্মের ব্যক্ত সং-স্পর্শে যে বিশুদ্ধি, তাহারই নাম ভূতশুদ্ধি। এইরূপে ভূতশুদ্ধি বিধান করিয়া অর্ঘ্যস্থাপনাদি করিবে এবং তদনন্তর মাতৃকান্যাস মন্ত্রন্যাস প্রাণায়াম ও ঋষ্যাদিন্যাস করিবে ॥

অন্তর্যাগ ও প্রাণায়াম উভয়ের সংমিশ্রনে ভূতদ্ধি সিদ্ধ হয়, তন্মধ্যে অন্তর্যাগের স্বরূপ——মূলাধার কমলকোষ-বিহারিণী জগচ্চৈতন্যরূপিণী কুল-কুণ্ডলিনী মাকে উদ্বোধিতা করিয়া সুষুম্নাপথে মূলাধার স্বাধিষ্ঠান মণিপুর অনা-হত বিশুদ্ধ আজ্ঞাখ্য এই ষট্‌চক্র ভেদ করিয়া হৃদয়স্থ জীবাত্মার সহিত তাঁহাকে সহস্রারে সহস্রদল-কমল-কর্ণিকাবিরাজিত পরমশিব-পরমতত্ত্বে সন্মিলিত করিয়া——শিবশক্তির পূর্ণব্রহ্মতত্ত্বে এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান মায়িক জগতের মায়া প্রপঞ্চ বা ভৌতিক বিকার——পৃথিবী অপ্‌ তেজঃ বায়ু আকাশ গন্ধ, রস রূপ স্পর্শ শব্দ, নাসিকা জিহ্বা চক্ষুঃ শ্রোত্র ত্বক্‌, বাক্‌ পাণি পাদ পায়ু উপস্থ, প্রকৃতি মনঃ বুদ্ধি অহঙ্কার এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব পরব্রহ্মে বিলীন এবং মায়িক সত্তায় বীজাকারে অবস্থিত——এইরূপ ধ্যান-সমাধানে ব্রহ্মস্বরূপে ব্রহ্মাণ্ডের পূর্ণাহুতি প্রদান করিয়া অন্তর্যাগ পূর্ণ করিতে হইবে। তদনন্তর বীজাকারে অবস্থিত বিশুদ্ধ মনঃপ্রকৃতির সাহায্যে মা কুলকুণ্ডলিনীকে শক্তি শক্তিমান্‌ বা প্রকৃতিপুরুষের পরমযোগ বা অভেদ অদ্বৈত তত্ত্ব হইতে পুনর্ব্বার দ্বৈত তত্ত্বের উদ্বোধন করিয়া মূলাধারকমলকুলকুহরে তাঁহার স্বস্থানে পুনঃপ্রতিষ্ঠিতা এবং স্বয়ম্ভুশিবসন্মিলিতা করিয়া ইষ্টদেবতার স্বরূপে তাঁহাকে বাহ্যপূজা নির্ব্বাহের নিমিত্ত আবার মন্ত্রময় অর্থাৎ মন্ত্র শক্তির ব্রহ্মতেজে উদ্ভাসিত কেবলই ব্রহ্মবি-ভূতিময় অভিনব বিশুদ্ধ দেহ বিরচিত করিয়া সূক্ষ্মাকারে অবস্থিত সেই পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চভূত এবং ভৌতিকশক্তি সমূহকে জগদম্বার উপাসনার উপাদান উপকরণ স্বরূপে তাহাদিগকে স্ব স্ব স্থানে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়া সেই দেহে ন্যাস ইত্যাদি দ্বারা ইষ্টদেবতার বাহ্য পূজা আরম্ভ করিতে হইবে ॥

অন্তর্যাগ বা ষট্‌চক্রভেদ ভূতশুদ্ধিরই অন্তর্গত, ইহা জানিয়াও এ স্থলে এই সংক্ষিপ্ত পূজাতত্ত্বের ব্যাখা প্রকরণে আমরা সে সম্বন্ধে কোন রূপ হস্তক্ষেপ

করিতে সাহসী হইলাম না, তাহার কারণ একতঃ উহা যেরূপ বিস্তীর্ণ বিষয়, তাহাতে আমাদিগের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বুদ্ধির যথাসাধ্য ব্যাখ্যায় অগ্রসর হইলেও তন্ত্রতত্ত্বের সমানাবয়ব আর এক খানি গ্রন্থেও উহা পর্য্যাপ্ত হয় কি না সন্দেহ স্থল। দ্বিতীয়তঃ ষট্‌চক্রের তত্ত্বব্যাখ্যা সাধারণ্যে প্রচারিত হওয়া অসম্ভব, কারণ, অনুষ্ঠায়ী সাধক ভিন্ন অন্য কেহ ইচ্ছা করিলেই বিদ্যা বুদ্ধির প্রভাবে বা সহস্র ব্যাখ্যার সাহায্যেও যে উহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন, তাহা কখনও নহে। তৃতীয়তঃ গুরু শিষ্যের পরস্পর সংবাদেই ষট্‌চক্রের তত্ত্বব্যাখ্যা শোভা পায়, কারণ যিনি নিজ দেহ হইতে শিষ্যদেহে দৈবীশক্তির সঞ্চার করিয়া পরস্পর উভয় দেহের শক্তিসংক্রম-পথ অনর্গল করিয়াছেন, শিষ্যদেহে মূলাধার হইতে সহস্রার পর্য্যন্ত মা কুলকুণ্ডলিনীর যাতায়াত পথ বিবরণ সেই গুরুদেব যেমন নিজ শিষ্যকে তর্জনী নির্দেশে দেখাইয়া তাহার অনুভব করাইয়া দিতে পারিবেন, সহস্র ব্যাখ্যাকর্ত্তা একত্র সমবেত হইলেও তাহার শতাংশের একাংশ সাধিত হইবার নহে, সে একাংশ মৌখিক প্রচারে হইলেও বা যাহা হউক, লিখিত প্রচারে ত কস্মিন্ কালেও সম্ভবে না। সেরূপ ব্যাখ্যা অসম্ভব হইলেও স্থূল স্থূল কয়েকটি বিবরণ মাত্র দিতে পারিলেও আমরা কিয়ৎ পরিমানে আত্মচরিতার্থতা মনে করিতাম, কিন্তু দেখিতেছি তাহাও অসম্ভব—কারণ ষট্‌পদ্মের স্থিতি বিবরণ কয়েকটি লিখিতে গেলেও সেই সেই পদ্মের কর্ণিকাকোষকিঞ্জল্ক নাল পত্রাদির অধিষ্ঠাত্রী দেবতার মন্ত্রাদির উল্লেখ, ব্যাখ্যা ও প্রয়োজন প্রদর্শন না করিয়া কিছুতেই তত্ত্বস্পর্শ করা যায় না, শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞা ও নিজজ্ঞান বিশ্বাস মতে প্রকাশ্যভাবে সেই সকল বীজ মন্ত্রাদির উল্লেখ আমরা এ পর্য্যন্ত কখনও করি নাই এবং করিতে পারিবও না, এ জন্য সম্পূর্ণ ইচ্ছা সত্ত্বেও আমাদিগকে তাহাতে সম্পূর্ণ বিরত হইতে হইল। চতুর্থতঃ কেহ সেরূপ ব্যাখ্যা করিলেও সাধক-সম্প্রদায়ের তাহাতে কোন উপকার সম্ভাবনা ত নাই ই, অধিকন্তু ইহপরলোকের যথেষ্ট অপকার সম্ভাবনা আছে, কারণ শ্রীগুরুর শ্রীচরণচ্ছায়া সাহায্য ব্যতিরেকে ষট্‌চক্রপথে অগ্রসর হইলে পদে পদে তাঁহার বিষম বিপৎসম্ভাবনা, ইহা স্বয়ং তন্ত্রেশ্বর ভগবান্ ভৈরবনাথের নিজমুখ নির্গত আজ্ঞা, আমরা জানিয়া শুনিয়া সেই আত্মপর-সর্ব্বনাশের সূত্রপাত করিলাম না, ভরসা করি সাধকবর্গ বুঝিবেন যে, ইহা তাঁহাদিগেরও মঙ্গলের কারণ। তবে—বীজমন্ত্রাদির উল্লেখ না করিয়া

তাঁহার সাঙ্কেতিক শব্দ চিহ্নাদির ব্যবহার করিয়া আকারে ইঙ্গিতে উহার মূলতত্ত্ব বুঝাইবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা যাইতে পারে, তাহাতেও একতঃ ধর্ম্মের চক্ষে ধূলীনিক্ষেপ, দ্বিতীয়তঃ সে রূপ গ্রন্থের আয়তন যে কত বড় হইবে, এক্ষণে তাহার নিশ্চয় করাও কঠিন, প্রায়ঃপূর্ণ তন্ত্রতত্ত্বের এই অবশিষ্ট কয়েক পৃষ্ঠায় সেই অনিশ্চিত বিশাল ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা এক্ষণে কেবল বিড়ম্বনার অবতারণা, আর তন্ত্রতত্ত্বের গ্রাহক বা পাঠক হইলেই যে, সকলেই যথার্থ সাধক এ বিশ্বাসও আমাদিগের নাই, বিশ্বস্তসূত্রে এবং গুরুপরম্পরাসূত্রে অবগত কেবল সাধক মণ্ডলীর জন্য ঐরূপ গ্রন্থের প্রচার প্রয়োজন হইয়াছে, এরূপ বুঝিতে পারিলে এবং মা সর্ব্বমঙ্গলার করুণাকটাক্ষে তাহার সুব্যবস্থা হইলে, সময়ে আমরা সে সঙ্কল্প কার্য্যে পরিনত করিতে অগ্রসর হইব, তন্ত্রতত্ত্বে উহার অবতারণার অভাব সাধকবর্গ আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন। তন্ত্রতত্ত্বের বিজ্ঞাপন অনুসারেও পঞ্চমকার ইত্যাদি ব্যাখ্যার পরে কৌলাধিকারেই ষট্‌চক্রতত্ত্ব ব্যাখ্যার প্রয়োজন ॥

গৌতমীয়ে—দ্বিতীয়াধ্যায়ে——

প্রাণায়ামো দ্বিধা প্রোক্তঃ সগর্ভশ্চ নিগর্ভকঃ।
সগর্ভো মন্ত্রজাপেন মাত্রয়া সংখ্যয়া ভবেৎ।
প্রাণায়ামাৎ পরং তত্ত্বং প্রাণায়ামাৎ পরং তপঃ।
প্রাণায়ামাৎ পরং জ্ঞানং প্রাণায়ামাৎ পরং পদং।
প্রাণায়ামাৎ পরং যোগঃ প্রাণায়ামাৎ পরং ধনং।
নাস্তি নাস্তি পুনর্নাস্তি কথিতং তব তত্ত্বতঃ।
বৎসরাভ্যাসযোগেন ব্রহ্ম সাক্ষাদ্ ভবেদ্ ধ্রুবং।
চৈতন্যাবরণং যদ্ যৎ ক্ষীয়তে নাত্র সংশয়ঃ।
প্রাণায়ামং বিনা মুক্তিমার্গো নাস্তি ময়োদিতং।
প্রাণায়ামং বিনা যচ্চ সাধনং তদফলং ভবেৎ।
প্রাণায়ামেন মুনয়ঃ সিদ্ধিমাপুর্ন চান্যথা।
প্রাণায়ামপরো যোগী ন যোগী শিব এব সঃ।
গমনাগমনং বায়োঃ প্রাণস্য ধারণং তথা।
প্রাণায়াম ইতি প্রোক্তো যোগশাস্ত্র বিশারদৈঃ।

প্রাণো বায়ু রিতি খ্যাত আয়াম স্তন্নিরোধনং।
প্রাণায়াম ইতি প্রোক্তো যোগিনাং যোগসাধনং।
অদ্যন্তয়ো র্ব্বিধীয়ন্তে নাসিকাপুট ধারিণঃ।
রেচয়েদ্দক্ষয়া নাসা পূরয়ে দ্বামত স্ততঃ।
দ্বাত্রিংশদভ্যসন্ মন্ত্রং প্রাণায়ামঃ স উচ্যতে।
ব্রহ্মহত্যা সুরাপান মগম্যাগমনং তথা।
সর্ব্বমাশু দহত্যেব প্রাণায়ামেন বৈ দ্বিজঃ।
ভ্রূণহত্যাদি পাপানি নাশয়েন্মাসমাত্রকে।
প্রাতঃ সায়ং চরেন্নিত্যং ষোড়শ প্রাণসংযমং।
নাশয়েৎ সর্ব্ব পাপানি তূলরাশি মিবানলঃ।
সর্ব্বেষা মেব পাপানাং প্রায়শ্চিত্ত মিদং স্মৃতং।
স্বদেহস্থং যথা স্বঞ্চ বর্দ্মোসৃজ্য নিরাময়ঃ।
প্রাণায়ামাত্তথাধক্ষত্যবিদ্যাং কামকর্ম্মজাং।
অথবা কিং বহূক্তেন শৃণু গৌতম মদ্বচঃ।
প্রাণায়ামা ন্নহি পরো যোগিনাং মুক্তিসিদ্ধয়ে।
প্রাণায়ামং বিধায়েত্থং দেহে পীঠানি বিন্যসেৎ।

সগর্ভ ও নিগর্ভ ভেদে প্রাণায়াম দ্বিবিধ। যাহা মন্ত্রজপপূর্ব্বক অনুষ্ঠিত হয় তাহাই সগর্ভ, আর যাহা মন্ত্র ব্যতিরেকে কেবল মাত্রার সংখ্যা অবলম্বনে অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই নিগর্ভ। সুব্রত! প্রাণায়াম অপেক্ষা পরম তত্ত্ব, পরম তপঃ, পরম জ্ঞান, পরম পদ, পরম যোগ, পরম ধন আর নাই, আর নাই। এক বৎসর কাল নিয়ত প্রাণায়ামের অভ্যাস যোগে নিশ্চয় ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার লাভ হয়। চৈতন্যরূপ পরমাত্মার যাহা কিছু মায়িক আবরণ, একমাত্র প্রাণায়ামের প্রভাবেই তাহার ক্ষয় হয় ইহা নিঃসংশয়। প্রাণায়াম ব্যতিরেকে মুক্তির পথ নাই অতএব প্রাণায়াম ব্যতিরেকে যে সাধন অনুষ্ঠিত হইবে তাহা বিফল হইবে। প্রাণায়ামের অবলম্বনেই মুনিগণ সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, প্রাণায়ামপরায়ণ যোগী, যোগী নহেন; তিনি শিবরূপ। যে অনুষ্ঠানের প্রক্রিয়ায় প্রাণবায়ুর গমনাগমন ও ধারণ হয়, যোগশাস্ত্র বিশারদগণ তাহাকেই প্রাণায়াম নামে উক্ত করিয়াছেন। প্রাণ শব্দের অর্থ বায়ু, আয়াম শব্দের অর্থ নিরোধ, যাহার দ্বারা প্রাণ বায়ুকে নিরুদ্ধ করা যায়,

তাহাই যোগিগণের যোগসাধন প্রাণায়াম। যোগের আরম্ভ এবং উপসংহারে নাসিকাপুটধারী হইয়া যোগিগণ এই প্রাণায়ামের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। দক্ষিণ নাসার দ্বারা বায়ু রেচন করিবে, বাম নাসার দ্বারা বায়ু পূরণ করিবে এবং উভয় নাসা ধারণ করিয়া দ্বাত্রিংশদ্বার মন্ত্রজপ দ্বারা বায়ু ধারণ করিবে, ইহারই নাম প্রাণায়াম। ব্রাহ্মণ এই প্রাণায়াম প্রভাবে ব্রহ্মহত্যা সুরাপান অগম্যাগমন প্রভৃতি সমস্ত পাপ শীঘ্রই দগ্ধ করিতে সমর্থ হয়েন। ভ্রূণহত্যাদি পাপসমূহ মাসমাত্র প্রাণায়ামের অনুষ্ঠানেই বিনষ্ট হয়। প্রত্যহ প্রাতঃকালে এবং সায়ংকালে যিনি শোড়ষ বার করিয়া প্রাণায়াম করেন, অগ্নি যেমন ক্ষণমধ্যে তূলরাশিকে দগ্ধ করেন, তদ্রূপ সেই প্রাণায়ামপর যোগীও ক্ষণমধ্যে সমস্ত পাপ বিনষ্ট করেন। সমস্ত পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত প্রাণায়াম। নিজদেহস্থিত বর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে দেহ যেমন নিরাময় হয়, প্রাণায়াম প্রভাবেও জীব তদ্রূপ কামকর্ম্মজনিত অবিদ্যাকোষ পরিহার করিয়া নিরাময় ব্রহ্মরূপে পরিনত হয়েন। অথবা গৌতম! আর বহু উক্তির প্রয়োজন কি? আমার বাক্য শ্রবণ কর—যোগিগণের মুক্তিসিদ্ধির নিমিত্ত প্রাণায়াম অপেক্ষা পরম পথ আর কিছুই নাই। অতএব পূর্ব্বোক্তরূপে প্রাণায়াম বিধান করিয়া সাধক পূজা কালে নিজদেহে ইষ্টদেবতার পীঠশক্তি সকল বিন্যস্ত করিবেন॥

বিশুদ্ধেশ্বরে——

প্রাণায়ামত্রয়ং কুর্য্যা দ্বিদ্যয়া তদনন্তরং
পূরকং বামনাড্যান্তু কুর্য্যাৎ শোড়ষধা জপৈঃ।
কুম্ভকং মধ্যনাড্যান্তু চতুঃষষ্টি জপাত্ততঃ
রেচকং পিঙ্গলায়ান্তু তদর্দ্ধজপসংখ্যয়া।
বিপরীতং ততঃ কুর্য্যাদ্ যথাশক্ত্যাতু সাধকঃ
তদশক্তৌ চতুর্থ্যাপি প্রাণসংযমনং চরেৎ॥

মূল মন্ত্রের অবলম্বনে সাধক তিনবার প্রাণায়াম করিবেন, তন্মধ্যে শোড়ষ বার জপের দ্বারা বামে ঈড়া নাড়ীতে পূরক, চতুঃষষ্টিবার জপের দ্বারা মধ্য (সুষুম্না) নাড়ীতে কুম্ভক, দ্বাত্রিংশদ্বার জপের দ্বারা দক্ষিণে পিঙ্গলা নাড়ীতে রেচক। পুনর্ব্বার ইহার বিপরীত অনুষ্ঠান অর্থাৎ পিঙ্গলায় পূরক, সুষুম্নায়

কুম্ভক ও ঈড়ায় রেচক অনুষ্ঠান করিয়া আবার তাহার বিপরীত——ঈড়ায় পূরক, সুষুম্নায় কুম্ভক এবং পিঙ্গলায় রেচক যথাশক্তি অনুষ্ঠান করিবেন ইহাতে অসমর্থ হইলে ইহার চতুর্থ ভাগের এক ভাগ দ্বারা ও প্রাণায়াম সম্পন্ন করিবেন।

তন্ত্রান্তরে——

পূরয়েৎ শোড়ষভির্বায়ুং ধারয়েত্তচ্চতুর্গুণৈঃ
রেচয়েৎ কুম্ভকার্দ্ধেন অশক্ত্যা তত্তুরীয়কৈঃ।
তদশক্তৌ তচ্চতুর্থ মেবং প্রাণস্য সংযমঃ॥

শোড়ষ বার জপের দ্বারা বায়ু পূরণ করিবে, তাহারই চতুর্গুণ অর্থাৎ চতুঃষষ্টি বার জপের দ্বারা কুম্ভক করিবে এবং সেই কুম্ভকের অর্দ্ধভাগ অর্থাৎ দ্বাত্রিংশদ্বার জপের দ্বারা রেচক করিবে। ইহাতে অসমর্থ হইলে ইহার চতুর্ভাগের এক ভাগ সংখ্যার দ্বারা প্রাণায়াম করিবে। অর্থাৎ ৮ বার জপে পূরক, ৩২ বারে কুম্ভক এবং ১৬ বারে রেচক। আবার ইহাতে অসমর্থ হইলে ইহারও চতুর্ভাগের এক ভাগ করিবে। অর্থাৎ ২ বারে পূরক, ৮ বারে কুম্ভক, ৪ বারে রেচক। পরতঃপর সামর্থ্য ভেদে প্রাণায়ামের নিয়ম শাস্ত্রে এইরূপ উক্ত হইয়াছে। অসমর্থ হইলে ইহা অপেক্ষাও সংক্ষেপ ব্যবস্থা আছে——

ঈড়য়া পূরয়েদ্বায়ুং সকৃচ্চ মূল বিদ্যয়া
মধ্যনাড্যা কুম্ভয়েচ্চ বেদসংখ্যা বরাননে।
নেত্রসংখ্যাক্রমেনৈব রেচয়েৎ পিঙ্গলাধ্বনা
পুনঃ পুনঃ ক্রমেনৈব যথা বারত্রয়ং ভবেৎ।
বাহ্যাদাপূরণং বায়োরুদরে পূরকং ভবেৎ
বহির্যদ্রেচনং বায়োরুদরাদ্রেচকোহিসঃ।

১ বার মূল মন্ত্র জপের দ্বারা ঈড়ায় বায়ু পূরণ করিবে। ৪ বারে সুষুম্নায় কুম্ভক এবং ২ বারে পিঙ্গলায় রেচক করিবে। এইরূপ পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠানে ৩ বার প্রাণায়াম করিবে। বহির্ভাগ হইতে উদরে বায়ুর পূরণের নাম পূরক। আর উদর হইতে বহির্ভাগে রেচনের নাম রেচক।

জ্ঞানার্ণবে——

কনিষ্ঠানামিকাঙ্গুষ্ঠৈ র্যন্নাসাপুটধারণং
প্রাণায়ামঃ সবিজ্ঞেয় স্তর্জ্জনীমধ্যমে বিনা
প্রাণায়ামং বিনা দেবি পূজনে নহি যোগ্যতা।

তর্জ্জনী ও মধ্যমা ব্যতিরেকে কনিষ্ঠা অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা নাসা পুটের যে ধারণ প্রক্রিয়া তাহার নাম প্রাণায়াম। দেবি! প্রাণায়াম ব্যতীত দেব পূজার যোগ্যতাই হয় না।

ঋষ্যাদিন্যাস।——

ঋষিছন্দো দেবতানাং বিন্যাসেন বিনা যদা
জপ্যতে সাধিতে প্যেবং নহি তৎ সফলং ভবেৎ।

ঋষিছন্দ ও দেবতার বিন্যাস ব্যতীত জপ বা সাধনা করিলে তাহা সফল হইবে না।

মহেশ্বর মুখাজ্‌জ্ঞাত্বা যঃ সাক্ষাত্তপসামনুং
সং সাধয়তি শুদ্ধাত্মা স তস্য রীষিঋরিতঃ
গুরুত্বান্ মস্তকেচাস্য ন্যাসস্তু পরিকীর্ত্তিতঃ।
সর্ব্বেষাং মন্ত্রতত্ত্বানাং ছাদনাৎ ছন্দ উচ্যতে
অক্ষরত্বাৎ পদত্বাচ্চ মুখে ছন্দঃ সমীরিতং
হৃদয়াম্ভোজ মধ্যস্থাং দেবতাং তত্র তাংন্যসেৎ।
ঋষিছন্দোঽপরিজ্ঞানাৎ ন মন্ত্রফলভাগ্‌ভবেৎ
দৌর্ব্বল্যং যাতি মন্ত্রাণাং বিনিয়োগমজানতাম্

স্বয়ং মহেশ্বরের শ্রীমুখ হইতে উপদেশ লাভ করিয়া যিনি সেই মন্ত্রকে সম্যক্ সাধিত করিয়াছেন, তিনি সেই দেবতার সেই মন্ত্রের ঋষি। এজন্য গুরুত্বহেতু তাঁহার ন্যাস মস্তকে বিহিত। সমস্ত মন্ত্রতত্ত্বের ছাদন (নিজ অধিকারে সংরক্ষণ) হেতু ছন্দের নাম "ছন্দঃ"। এই ছন্দের অক্ষরত্ব এবং পদত্ব হেতু তাহার ন্যাস মুখে বিহিত হইয়াছে। আর দেবতা ত নিয়তই সাধকের হৃদয়াম্ভোজ মধ্যে অধিষ্ঠিতা, এজন্য তাঁহার ন্যাস হৃদয়েই বিহিত। ঋষিও ছন্দের অপরিজ্ঞান থাকিলে সাধক মন্ত্রফল ভাগী হইবেন না। আর মন্ত্রের বিনিয়োগ

(যে উদ্দেশে যে মন্ত্রের নিয়োগ) যাঁহারা অবগত নহেন, তাঁহাদিগের সাধিত মন্ত্র সকল দুর্ব্বলতা প্রাপ্ত হয়েন।

তন্ত্রান্তরে——

ঋষিং ন্যসেৎ মূর্দ্ধি দেশে ছন্দস্তু মুখপঙ্কজে
দেবতাং হৃদয়েচৈব বীজন্তু গুহ্য দেশকে
শক্তিঞ্চ পাদয়োশ্চৈব সর্ব্বাঙ্গে কীলকং ন্যসেৎ।

মস্তকে ঋষির ন্যাস করিবে, মুখকমলে ছন্দের ন্যাস করিবে, হৃদয়ে দেবতার ন্যাস করিবে, গুহ্যদেশে বীজের ন্যাস করিবে, পাদদ্বয়ে শক্তির ন্যাস করিবে এবং সর্ব্বাঙ্গে কীলকের ন্যাস করিবে।

মাতৃকা-ন্যাস।

শাক্তানন্দতরঙ্গিন্যাং——

আদৌ দ্রব্যানি সংস্কৃত্য পশ্চাত্তন্ত্রোদিতান্ ন্যসেৎ।
মাতৃকা দ্বিবিধা প্রোক্তা পরাচাপ্যপরা তথা
সুষুম্নান্তঃ পরা জ্ঞেয়া অপরা দেহমাশ্রিতা।

প্রথমে পূজার দ্রব্যাদি সংস্কার করিয়া পশ্চাৎ তন্ত্রোক্ত ন্যাস সকলের অনুষ্ঠান করিবে। মাতৃকা শক্তি দ্বিবিধা—পরা এবং অপরা। তন্মধ্যে পরা মাতৃকা সুষুম্নার অভ্যন্তরর্ত্তিনী এবং অপরা মাতৃকা দেহাবলম্বিনী। এই পরা মাতৃকারই নামান্তর বহির্ম্মাতৃকা। ষট্‌চক্রান্তর্গত ষট্‌পদ্মের দল মণ্ডলাদি অবলম্বনে অন্তর্মাতৃকার ন্যাস করিতে হয় এবং ললাট মুখমণ্ডল চক্ষুঃ কর্ণ নাসিকা গণ্ডদ্বয় ওষ্ঠ দন্ত মস্তক মুখ হস্ত পদ সন্ধিস্থলের অগ্রভাগ সমূহ, পার্শ্ব-দ্বয় পৃষ্ঠ নাভি জঠর হৃদয়-অংশ ককুদ্-অংশ হৃদয়াদি করদ্বয়, হৃদয়াদি পদদ্বয় এবং জঠর ও আননে বহির্মাতৃকামন্ত্রাবলীকে যথাক্রমে বিন্যস্ত করিবে। এই মাতৃকামন্ত্র আবার বিলোমে বিন্যস্ত হইলেই তাহার নাম সংহার মাতৃকা, এবং শ্রীকণ্ঠাদি মন্ত্রযোগে সম্পন্ন হইলেই তাঁহার নাম শ্রীকণ্ঠাদি মাতৃকা॥

মাতৃকান্যাসের মুদ্রা।

মনসা বা ন্যসেন্নাসান্ পুষ্পৈরেবাথবা ন্যসেৎ
অঙ্গুষ্ঠানামিকানোগাৎ ন্যসেদ্বা সর্ব্বকর্ম্মসু॥

মানসিক ন্যাস করিবে কিম্বা পুষ্প দ্বারা ন্যাস করিবে অথবা অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা অঙ্গুলীর যোগে ন্যাস করিবে।

গৌতমীয়ে——

চতুর্ধা মাতৃকা প্রোক্তা কেবলা বিন্দুসংযুতা
সবিসর্গা সোভয়াচ রহস্যং কথয়ামি তে।
বিদ্যাকরী কেবলা চ সোভয়া ভুক্তিদায়িকা
সবিসর্গা পুত্রদাত্রী সবিন্দু র্ব্বিন্দুদায়িনী।
ধন্যং যশস্যমায়ুষ্যং কলিকল্মষনাশনং
যঃ কুর্য্যান্মাতৃকান্যাসং স এব শ্রীসদাশিবঃ।

মাতৃকা চতুর্ব্বিধা——কেবল মাতৃকা, সবিন্দু মাতৃকা, সবিসর্গ মাতৃকা এবং বিন্দু বিসর্গ উভয়যুক্তা মাতৃকা। কেবল মাতৃকা বিদ্যাকরী, বিন্দু বিসর্গ উভয়াত্মিকা মাতৃকা ভোগদায়িনী, সবিসর্গা পুত্রদাত্রী এবং সবিন্দুমাতৃকা বিন্দু (মোক্ষ)-দায়িনী। ধনপ্রদ যশঃপ্রদ ও পরমায়ুঃপ্রদ কলিকলুষনাশন এই মাতৃকান্যাসের অনুষ্ঠান যিনি করেন, তিনি সাক্ষাৎ সদাশিবের বিভূতি লাভ করেন।

বিদ্যান্যাস।

মূর্দ্ধ্নি মূলেচ হৃদয়ে নেত্রত্রিতয় এবচ
শ্রোত্রয়ো র্যুগলে দেবি মুখে চ ভুজয়োঃ পুনঃ।
পৃষ্ঠে জানুনি নাভৌ চ বিদ্যান্যাসং সমাচরেৎ
এবং ন্যাসকৃতঃ সাক্ষাৎ পশুঃ পশুপতিঃ স্বয়ং॥

মস্তকে মূলাধারে হৃদয়ে নেত্রত্রয়ে শ্রোত্রদ্বয়ে মুখে ভুজদ্বয়ে পৃষ্ঠে জানুতে এবং নাভিতে বিদ্যান্যাস করিবে। যিনি এইরূপে ন্যাসের অনুষ্ঠান করেন, তিনি পশুদেহ (জীবদেহ) বিশিষ্ট হইয়াও পশুপতি—পদবীতে আরূঢ় হয়েন।

যোঢ়ান্যাস—বীর তন্ত্রে——

কৃতেঽস্মিন্ন্যাসবর্য্যেতু সর্ব্বং পাপং প্রণশ্যতি।
বিষাপমৃত্যুহরণং গ্রহ রোগাদি নাশনং।
দুষ্ট সত্বা বিনশ্যন্তি শত্রবো যান্তি মিত্রতাং।
কবিতা লহরী তস্য দ্রাক্ষারস-পরম্পরা।
অনিমাদ্যষ্টসিদ্ধিস্তু তস্য হস্তে ব্যবস্থিতা।

কায়িকং বাচিকং বাপি মানসঞ্চাপি দুষ্কৃতং।
সর্ব্বং তস্য বিনাশত্বং যাতি ন্যাসস্য চিন্তনাৎ।
পুর কৃত্য ক্ষয়ং যাতি যৎ কিঞ্চিদুপপাতকং।
যদ্রূপং দৃশ্যতে যোপি স তদ্রূপঞ্চ গচ্ছতি।
যং নমন্তি মহেশানি ষোঢ়াপুটিতবিগ্রহাঃ।
অল্পায়ুঃ স ভবেৎ সদ্যো দেবতা কম্পতে ভিয়া॥

এইন্যাস প্রধান ষোঢ়ান্যাস অনুষ্ঠিত হইলে সাধকের সমস্ত পাপ প্রনষ্ট হয়। ষোঢ়ান্যাস সর্পাদি বিষ ও অপমৃত্যু হরণ করে এবং দুষ্ট গ্রহ ও রোগাদি বিনাশ করে। ষোঢ়ান্যাসের প্রভাবে দুষ্ট সত্ত্বগণ বিনষ্ট হয়। এবং শত্রুগণ মিত্রতাপন্ন হয়। ষোঢ়ান্যাসসম্পন্ন সাধকের কবিতালহরী দ্রাক্ষা-রস ধারার ন্যায় মধুর প্রবাহিত হয়। অনিমাদি অষ্ট সিদ্ধি তাঁহার করকমলে অধিষ্ঠিত হয়। কায়িক বাচনিক ও মানসিক যাহা কিছু পাপ ষোঢ়ান্যাসের চিন্তায় তাহা বিনষ্ট হয়। যাহা কিছু উপপাতক, ষোঢ়ান্যাসের অবলম্বনে তাহা ক্ষীণ হয়। ষোঢ়ান্যাস সিদ্ধ হইলে সাধক যে কোনরূপ দর্শন করুণ না কেন, ইচ্ছা করিলে তাহাতেই প্রবেশ করিতে পারেন। ষোঢ়া ন্যাসে পুটিত দেহলইয়া সাধক যাঁহাকে প্রণাম করিবেন তিনি তৎক্ষণাৎ অল্পায়ু হইবেন। মানবের কথা দূরে থাক, ষোঢ়ান্যাসকারী সাধককে দেখিয়া দেবতাও সভয়ে কম্পিত হয়েন।

ঋষ্যাদিন্যাস মাতৃকান্যাস বিদ্যান্যাস তত্ত্বন্যাস ষোঢ়ান্যাস জীবন্যাস অঙ্গন্যাস করন্যাস ব্যাপকন্যাস পীঠন্যাস প্রভৃতি বহুবিধ ন্যাস বহুতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে। তাহার প্রমাণ বই প্রয়োগবিভাগ উল্লেখ করা অতি অবৈধ, এইজন্য আমরা তাহার উল্লেখে বিরত হইলাম। সে সকল গুরুগম্য বিষয় সাধকগণ নিজ নিজ গুরুদেবের নিকটে অবগত হইবেন। ন্যাস শব্দের যৌগিক অর্থ শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে—

ন্যায়োপার্জ্জিত-বিত্তানামঙ্গেষু বিনিযোজনাৎ
সর্ব্বরক্ষাকরত্বাচ্চ ন্যাস ইত্যভিধীয়তে।

ন্যায় অনুসারে উপার্জ্জিত ধনসমূহ অলঙ্কাররূপে নিজদেহে সন্নিবেশিত করিলে তাহা যেমন আনন্দের এবং বিপদ সম্পদে অভয়ের কারণ হয়, দেবতার

বীজ সকল ও তদ্রূপ সাধকের অঙ্গ প্রত্যঙ্গে বিন্যস্ত হইলে একতঃ তাঁহার ব্রহ্মানন্দের অন্যতঃ তাঁহার ঐহিক পারত্রিক অভয়ের কারণ হয়। ন্যায়োপার্জ্জিত বিত্তের সাদৃশ্য হেতু তাহার আদ্যক্ষর ন্যাস, আর সর্ব্ব রক্ষা করত্ব হেতু তাহার আদ্যক্ষর স, এই উভয় অক্ষরের যোগে ন্যাস ন্যাস—নামে কথিত।

দেবতাভাব-তন্ময়তা সিদ্ধির পক্ষে ন্যাসের সমান উপকরণ আর নাই। প্রথমত খণ্ড খণ্ড ন্যাসে নিজ ইষ্ট দেবতাকে পরিচ্ছিন্ন মন্ত্রশক্তিরূপে সর্ব্বাঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সর্ব্বশেষে ব্যাপক ন্যাসে পাদ মূল হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত অখণ্ডরূপিণী মন্ত্রময়ী দেবতার স্বরূপের অনুভূতি, ইহাই ন্যাসের চরম তাৎপর্য্য ; এই সকল ন্যাসের প্রভাবেই সাধকগণ নিজ নিজ অভীষ্ট সাধনে সমর্থ হইয়াছেন। ন্যাসের প্রভাবেই সাধকগণ সুরাসুর নর জগতে চির অজিত অপরাজিত স্বাধীন অকুতোভয়। যাঁহার অভয় নামের সিংহনাদে ভয় নিজে ভয় পাইয়া পলায়ন করে, সেই ভয়ের ভয়বিধান করা ত্রিভুবনের ভয়-হরা অভয়া মাকে হৃদয়ে ধরিয়া অথবা সাধক তাঁহারি অভয় কোলে বসিয়া ভয় করিবেন কাহাকে? সুরাসুর চরাচরে ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ যম যক্ষের অধিকারে কাহার সাধ্য তাঁহার অঙ্গে কোন অস্ত্রে বাধা দেয়। ইন্দ্রের বজ্র যমের দণ্ড কুবের নাগপাশ বায়ুর গদা ইহার কাহার সাধ্য তাঁহার সম্মুখে অগ্রসর হয়।

রাজরাজেশ্বরীকে কোলে করিয়া অথবা রাজরাজেশ্বরীর কোলে উঠিয়া যে বসিয়াছে, সে কি আর রাজ্যের সৈন্য সেনাপতি দেখিয়া ভয় করে। তাই সাধক, বিজন বনে, বিকট শ্মশানে, ধ্যান সমাধানে, শব সাধনে একাকী অভয় অন্তঃকরণে সদর্পে যাত্রা করেন, এক দিকে জগৎ, এক দিকে জগদম্বা, ইহারই মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া জগতে জয় পতাকা উড়াইয়া সাধক জয়জয়ন্তীর কোলে উঠেন। জয় যাঁহার জীবনের মন্ত্র, ভয় তাঁহার অভিধানের বহির্ভূত, তাই সাধক মাতৃদত্ত মন্ত্রময় অক্ষয় কবচে দেহ আবৃত করিয়া, মায়ের তেজে সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া, মায়ের কোলে মাময় হইয়া মায়ের পূজায় বসিয়া থাকেন, তাই মায়ের পূজায় নিজের দেহে মন্ত্রন্যাস কেবল মায়ের হস্তে সাধকের নিজস্ব (আমিত্ব) ন্যাস (গচ্ছিত) রাখা। এই গচ্ছিত সম্পত্তির যাহা কিছু বর্দ্ধিত অংশ (সুদ) হইবে তাহাই তাঁহার এ ভব সংসারে এক মাত্র শেষের সম্বল।

ন্যাস তত্ত্বের এই গুরুগভীর দৃশ্য দেখিয়াই গীতাঞ্জলি বলিয়াছে—

ব্রহ্মময়ীর সকল ব্রহ্মময়।

ও তাঁয়, নয়ন ব্রহ্ম দিয়ে, হৃদয় ব্রহ্মে নিয়ে, চরণ ব্রহ্মে মনন ব্রহ্মাঞ্জলি হয়॥ তাঁর

১। ও তার কর চরণ, শ্রবণ নয়ন ভৌতিক ইহার কিছুই ত নয়; সে যে ব্রহ্মময়মূর্ত্তি; কেবল ব্রহ্মস্ফুর্ত্তি, পদাঙ্গুষ্ঠ হ'তে ব্রহ্মবন্ধ্রময়। তাঁর

২। তাঁর দেহ তত্ত্ব, জানেন সত্য, স্বয়ং বিষ্ণু জগন্ময়; যাঁর, সুদর্শন চক্রে, একান্ন পীঠ চক্রে, প্রতি অঙ্গে তাঁর পূর্ণমুর্ত্তি হয়॥ দেখ

৩। ও তাঁয়, ভজে যে জন, জানে সে জন, অঙ্গ' যোজন কিরূপে হয়; মূল, পূজা সমাপনে, ষড়ঙ্গ পূজনে, প্রকাশিত নিগূঢ় ব্রহ্মতত্ত্বচয়॥ তোমার

৪। তোমার জন্মভূমি, নিজেই তুমি, তোমায় তোমার প্রকাশ হয়; তুমি, হৃদয় মাঝে তোমার, শিরে শিখায় আবার, কবচে লোচনে অস্ত্রে তুমিময়॥ তোমার

৫। সাধক তুমি হ'য়ে, তোমায় ল'য়ে, তোমায় 'আমি' ডুবায়ে দেয়; আবার, পূজাসমাপনে; তোমায় আমায় এনে, তোমাতে আমাতে মিলিয়ে এক হয়॥ তখন

৬। পূজার আগে সোহং, পরে সোহং, মধ্যে যে ত্বং, সেও অহং ময়, নইলে, তোমার অঙ্গন্যাসে, আমার কিবা আসে? আমার অঙ্গন্যাসে তোমার কিবা হয়॥ বল

৭। প্রেমে জাগে যখন, আর কি তখন, তোমায় আমায় সাধনা হয়; তখন, অভেদ সম্বন্ধে, মাতি প্রেমানন্দে, ব্রহ্মময়ীর পূজায় পূজক ব্রহ্মময়॥

* * * * * *

৮। শিব কেঁদে অকুল, শিবের কি ভুল, ষড়াঙ্গে নাই শ্রীপদদ্বয়; তোমার, সকল অঙ্গে তুমি, পদে কিন্তু আমি, তাইতে বলি, ওপদ গণনার ভুল নয়॥

কুলার্ণবে——

আগমোক্তেন বিধিনা নিত্যং ন্যাসং করোতি যঃ।
দেবতাভাবমাপ্নোতি মন্ত্রসিদ্ধিঃপ্রজায়তে।

শ্যামা রহস্য, কালীতন্ত্র, শ্যামার্চ্চন চন্দ্রিকা, কমলাতন্ত্র, বীরতন্ত্র, মহা-নির্ব্বাণ, অন্নদাকল্প, তোড়লতন্ত্র, গৌতমতন্ত্র, তারারহস্য, প্রভৃতি নানা তন্ত্রে, প্রণায়াম, ভূতশুদ্ধি ন্যাস ইত্যাদির ক্রম সম্বন্ধে অনেক মত ভেদ লক্ষিত হয় কোন তন্ত্রে প্রাণায়ামের পর ভূতশুদ্ধি কোন তন্ত্রে ভূতশুদ্ধির পর প্রাণায়াম কোন তন্ত্রে অর্ঘ্যস্থাপনের পূর্ব্বে, কোন তন্ত্রে অর্ঘ্য স্থাপনের পরে এইরূপ বহুবিধ মতভেদ থাকিলেও ভগবান ভূতভাবন স্বতন্ত্র তন্ত্রে তাহার মীমাংসা করিয়াছেন যে——পূজা চ বিবিধা প্রোক্তা তাস্বেকতমমাশ্রয়েৎ। নানাতন্ত্রে পূজাক্রম বিবিধ প্রকার উক্ত হইয়াছে, সাধক তন্মধ্যে যে কোন এক তন্ত্রের মত আশ্রয় করিয়া অনুষ্ঠানাদি করিবেন অর্থাৎ যাঁহার ইষ্ট দেবতার উপাসনায় যে তন্ত্র প্রশস্ত, তিনি তাহারই বিধানানুসারে পূজাদি নির্ব্বাহ করিবেন।

যোন্যাস কবচছন্দো মন্ত্রং জপতি তং প্রিয়ে।
বিঘ্না দৃষ্ট্বা পলায়ন্তে সিংহং দৃষ্ট্বা যথাগজাঃ।
অকৃত্বা ন্যাসজালং যো মূঢ়াত্মা প্রজপেন্মনুং।
সর্ব্ব বিঘ্নৈঃ স বাধ্যঃ স্যাদ্ ব্যাঘ্রে মৃগশিশুর্যথা।

তন্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে প্রত্যহ যিনি ন্যাসাদির অনুষ্ঠান করেন দৈবশক্তিসম্পন্ন হইয়া তিনি মন্ত্রসিদ্ধি লাভ করেন। যিনি ন্যাস কবচ ও ছন্দোমন্ত্রাদি সহকারে নিজের অভীষ্ট মন্ত্র জপ করেন, প্রিয়ে! সিংহ দর্শনে গজ যূথ যেমন পলায়ন করে, বিঘ্নদেবতাগণও তদ্রূপ সেই সাধককে দেখিয়া পলায়ন করেন। ন্যাস সমূহের অনুষ্ঠান না করিয়া যে মূঢ়াত্মা মন্ত্র জপ করে, ব্যাঘ্রগণ কর্ত্তৃক মৃগ শিশু যেরূপ আক্রান্ত হয়, সেও তদ্রূপ সমস্ত বিঘ্নরাশির দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হয়।

মানস পূজা।

ন্যাসাদির অনুষ্ঠানের পর মানস পূজার প্রারম্ভে দেবতার ধ্যান শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। ধ্যান শব্দের সহজ অর্থ—ঐকান্তিক চিন্তা। কোন দেবতার মূর্ত্তি কিরূপ চিন্তা করিতে হইবে, শাস্ত্রে তাহাও উল্লিখিত হইয়াছে। শাস্ত্রের সেইরূপ বর্ণন ভাগটি বর্ত্তমান সমাজে ধ্যান নামে ব্যবহৃত। পূজা পদ্ধতিতেও ঐ ধ্যান মন্ত্র লিখিত থাকে। তাহার উদ্দেশ্য এই যে, ধ্যানকালে

ঐ মন্ত্রভাগের অনুস্মরণ করিতে করিতে যথাক্রমে দেবতার চরণ হইতে মস্তক এবং মস্তক হইতে চরণ পর্য্যন্ত চিন্তার অনেক সাহায্য হয়। কিন্তু কালক্রমে সে উদ্দেশ্য তিরোহিত হইয়া এক্ষণে ঐ ধ্যান মন্ত্র পাঠ করাই ধ্যান নামে পর্য্যবসিত হইয়াছে। হৃদয়ে তাঁহার রূপ চিন্তা থাকুক্ বা না থাকুক্ অনেকের সংস্কার এই যে পীঠন্যাসের পর ধ্যানমন্ত্রটি পাঠ করিলেই ধ্যান করা হইল। বস্তুতঃ শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত তাহা নহে। ধ্যানমন্ত্র পঠিত হউক বা না হউক স্বরূপতঃ তাঁহার রূপ চিন্তিত হইলেই ধ্যান সিদ্ধ হইল। কারণ "ধ্যায়েৎ" ধ্যান করিবে ইহাই শাস্ত্রার্থ, কিন্তু "ধ্যানং পঠেৎ" ধ্যান পাঠ করিবে, ইহা শাস্ত্রার্থ নহে। তাই মন অন্য দিকে রাখিয়া বচনে ধ্যান মন্ত্র পাঠ করিলে সে ধ্যান দেবতার ধ্যান না হইয়া বরং পূজকেরই ধ্যান হইয়া উঠে। আমরা অনেক সময় অনেক স্থলে দেখিতে পাই, অভ্যস্ত ধ্যানটি পাঠ করিতে যেটুকু সময় লাগে পূজক বা পুরোহিতগণ সেই সময় টুকুই মনের অবসরের সময় মনে করিয়া অন্য চিন্তা যাহা করিবার থাকে তাহা করিয়া লয়েন। যাঁহার যেরূপ ধ্যান, তিনি সেই দেবতার পূজায় সেইরূপ সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন; সে সম্বন্ধে আমাদিগের কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন, কিন্তু ঐরূপ ধ্যানে——পূজা যে সিদ্ধ হয় না ইহা স্থিরতর সিদ্ধান্ত।

সনৎকুমারতন্ত্রে।

অকৃত্বা মানসং যাগং নকুর্য্যাদ্বহিরর্চ্চনং
অন্তঃপূজাং বিনা দেবি বাহ্য পূজা বৃথা ভবেৎ।

মানস পূজা না করিয়া বাহ্য পূজা করিবে না, যেহেতু অন্তঃ পূজা ব্যতীত বাহ্য পূজা বৃথা হইবে।

ভূতশুদ্ধি তন্ত্রে——

সর্ব্বাসু বাহ্য পূজাসু অন্তঃ পূজা বিধীয়তে
অন্তঃ পূজা মহেশানি! বাহ্য কোটী ফলং ভবেৎ।
সকৃৎ পূজা মহেশানি! বাহ্য কোটী ফলং ভবেৎ
কিং তস্য বাহ্য পূজায়াং সর্ব্বং ব্যর্থংকদর্থনং।
উপচারাদ্যভাবেচ বাহ্য পূজা কদর্থনং
বিনোপচারৈর্যাপূজা সা পূজা ন প্রসিদতি।

সমস্ত বাহ্য পূজাতেই অন্তঃ পূজা বিহিত, মহেশ্বরি! একটী অন্তঃ পূজা কোটী বাহ্য পূজার ফল প্রদান করে। একবার সম্পন্ন হইলে কোটী বাহ্য পূজার ফল লব্ধ হয় সেই অন্তঃ পূজা যাঁহার সিদ্ধ হইয়াছে তাঁহার আর বাহ্য পূজার প্রয়োজন কি? অন্তঃ পূজা সিদ্ধ হইলেও বাহ্য পূজার চেষ্টা ব্যর্থ, আবার উপচারাদির অভাব হইলেও বাহ্য পূজার চেষ্টা ব্যর্থ। কারণ উপচার ব্যতীত যে পূজা কখনও ফলপ্রদ হইবে না।

তন্ত্রান্তরে——

যদিবাহ্যার্চ্চন দ্রব্য সম্পত্তি রপি বর্ত্ততে।
অন্তর্যাগং বিধায়েত্থং বহির্যাগ বিধিঞ্চরেৎ।

বাহ্য পূজার দ্রব্য সম্পত্তি যদি বিদ্যমান থাকে তাহা হইলেও পূর্ব্বরূপ অন্তর্যাগের বিধান করিয়া তৎপর বহির্যাগ বিধির অনুষ্ঠান করিবে। আজ কাল অনেক স্থানে উচ্চাধিকারের অভিমানী অনেক সাধক সম্প্রদায় দেখিতে পাওয়া যায় তাঁহারা আমাদিগের সেই পূর্ব্বোক্ত "বাহ্য পূজা ধমাধমা"র দল। বাহিরে পুষ্প চন্দন ধুপ দীপ ইত্যাদির দ্বারায় দেবতার পূজাকে ইঁহারা অপমান বিশেষ বলিয়া মনে করেন, কেননা তাঁহারা সোহং ভাবে দয়া পুষ্প ক্ষমা পুষ্প এবং কাম ক্রোধরূপ ছাগ মহিষ ইত্যাদি বলিদান দ্বারা পূজা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন, আবার বলিয়াও থাকেন——এই পূজাই যথার্থ পূজা অর্থাৎ বাহ্য পূজায় কেবল বৃথা আড়ম্বর কায়ক্লেশ ও জীব হিংসা ইত্যাদি।

ইহার সকল কথাই আমরা স্বীকার করি অথবা সকল কথাই অস্বীকার করি, তাহা নহে। যাহা শাস্ত্রানুমোদিত আমরা অবনত মস্তকে তাহাই স্বীকার করিতে বাধ্য। তাই একবার দেখিতে হইয়াছে—শাস্ত্র এ সম্বন্ধে কি বলিবেন———

মহানির্ব্বাণতন্ত্রে——

এবং ধ্যাত্বা স্বশিরসি পুষ্পং দত্বাতু সাধকঃ।
পূজয়েৎ পরয়া ভক্ত্যা মানসৈরূপচারকৈঃ।
হৃৎপদ্ম মানসং দদ্যাৎ সহস্রারচ্যুতামৃতৈঃ।
পাদ্যং চরণয়োর্দদ্যাৎ মনস্ত্বর্ঘ্যং নিবেদয়েৎ।

তেনামৃতেনাচমনং স্নানীয়মপিকল্পয়েৎ।
আকাশ তত্ত্বং বসনং গন্ধন্তু গন্ধতত্ত্বকম্।
চিত্তং প্রকল্পয়েৎ পুষ্পং ধূপং প্রাণান্ প্রকল্পয়েৎ।
তেজস্তত্ত্বন্তু দীপার্থে নৈবেদ্যঞ্চ সুধাম্বুধিম্।
অনাহতধ্বনিং ঘণ্টাং বায়ুতত্ত্বঞ্চ চামরম্।
নৃত্যমিন্দ্রিয় কর্ম্মাণি চাঞ্চল্যং মনসস্তথা।
পুষ্পং নানাবিধং দদ্যাদাত্মনোভাব সিদ্ধয়ে।
অমায়মনহঙ্কারমরাগমমদন্তথা।
অমোহকমদম্ভঞ্চ অদ্বেষাক্ষোভকে তথা।
অমাৎসর্য্যমলোভঞ্চ দশ পুষ্পং প্রকীর্ত্তিতম্।
অহিংসা পরমং পুষ্পং পুষ্পমিন্দ্রিয় নিগ্রহঃ।
দয়া ক্ষমা জ্ঞানপুষ্পং পঞ্চ পুষ্পং ততঃ পরম্।
ইতি পঞ্চ দশৈঃ পুষ্পৈর্ভাবরূপৈঃ প্রপূজয়েৎ।
সুধাম্বুধিং মাংস শৈলং ভর্জ্জিতং মীন পর্ব্বতম্।
মুদ্রারাশিং সুভক্তঞ্চ ঘৃতাক্তং পায়সং তথা।
কুলামৃতঞ্চ তৎ পুষ্পং পীঠক্ষালন বারিচ।
কাম ক্রোধৌ ছাগবাহৌ বলিং দত্ত্বা জপং চরেৎ।
মালাবর্ণময়ী প্রোক্তা কুণ্ডলী সূত্র মন্ত্রিতা।

* * * * * *

সমর্প্য জপমেতেন সাষ্টাঙ্গং প্রণমেদ্ধিয়া।
ইত্যান্তর্যজনং কৃত্বা বহিঃ পূজাং সমারভেৎ।
বিশেষার্ঘ্যস্য সংস্কারস্তত্রাদৌ কথ্যতে শৃনু।
যস্য স্থাপনমাত্রেণ দেবতাসুপ্রসীদতি।
দৃষ্টার্ঘ্য পাত্রং যোগিন্যো ব্রহ্মান্যা দেবতাগণাঃ।
ভৈরবা অপি নৃত্যন্তি প্রীত্যা সিদ্ধিং দদত্যপি।

সাধক এইরূপে ইষ্টদেবতার ধ্যান করিয়া নিজ মস্তকে পুষ্প প্রদানপূর্ব্বক পরম ভক্তি সহকারে মানস উপচার সমূহ দ্বারা তাঁহার পূজা করিবেন। প্রথমতঃ তাঁহাকে নিজের হৃৎপদ্ম আসন প্রদান করিয়া সহস্রারচ্যুত অমৃত

দ্বারা তাঁহার চরণদ্বয়ে পাদ্য প্রদান করিবেন। মনকে অর্ঘ্য স্বরূপে নিবেদন করিবেন। সহস্রারচ্যুত অমৃত দ্বারা আচমন ও স্নানীয় প্রদান করিবেন। আকাশ তত্ত্বকে বসনরূপে, গন্ধ তত্ত্বকে গন্ধরূপে, চিত্তকে পুষ্পরূপে, পঞ্চ প্রাণকে ধূপরূপে, তেজ স্তত্ত্বকে দীপরূপে, সুধা সমুদ্রকে নৈবেদ্যরূপে, অনাহতধ্বনিকে ঘণ্টারূপে, বায়ুতত্ত্বকে চামররূপে, দশেন্দ্রিয়ের কর্ম্ম সমূহ ও মনোবৃত্তির চাঞ্চল্যকে নৃত্যরূপে নিবেদন করিবেন। অনন্তর নিজের তন্ময়তা ভাব সিদ্ধির নিমিত্ত সাধক মনোময় পঞ্চদশ পুষ্পাঞ্জলি দেবতার চরণাম্বুজে প্রদান করিলেন। যথা——অমায় অনহঙ্কার অরাগ অমদ অমোহ অদম্ভ অদ্বেষ অক্ষোভ অমাৎসর্য্য অলোভ এই দশপুষ্প আর অহিংসা ইন্দ্রিয়নিগ্রহ দয়া ক্ষমা জ্ঞান এই পঞ্চ পুষ্প সমষ্টিতে এই ভাবরূপ পঞ্চদশ পুষ্পাঞ্জলির দ্বারা দেবতার পূজা করিবেন। অনন্তর মনোময় সুধার সমুদ্র পর্ব্বতাকৃতি মাংস ও ভর্জ্জিত মৎস্য, রাশীকৃত মুদ্রা ঘৃতাক্ত পায়স কুলামৃত কুলপুষ্প পীঠক্ষালনবারি অর্পণ করিবেন। অনন্তর কামকে ছাগরূপে ও ক্রোধকে মহিষরূপে বলি প্রদান করিয়া মনোময় জপ আরম্ভ করিবেন। এই জপে পঞ্চাশন্মাতৃকাবর্ণ মালার মণিস্বরূপ, স্বয়ং কুলকুণ্ডলিনী সেই মালার সূত্রস্বরূপিণী, তাঁহাতেই পঞ্চাশদ্বর্ণ-মাতৃকা মণিরূপে গ্রথিত। * * * * * *

এই প্রকারে জপ সমর্পণ করিয়া মানসিক অষ্টাঙ্গপ্রণাম করিয়া এইরূপে অন্তর্যাগ সমাধান হইলে তদন্তর বাহ্য পূজা আরম্ভ করিবেন। তাহার প্রথমেই বিশেষার্ঘ্যের সংস্কার কথিত হইতেছে শ্রবণ কর, যাহা স্থাপন মাত্রেই দেবতা সুপ্রসন্না হয়েন। অর্ঘ্য পাত্র প্রতিষ্ঠিত হইলে যোগিনীগণ ব্রহ্মাদি দেবতাগণ এবং ভৈরবগণ আনন্দে নৃত্য করেন এবং পূজার সিদ্ধিফল প্রদান করেন। এই মানস পূজা বা অন্তর্যাগের বিবি ব্যবস্থা শাস্ত্রে আছে ইহা সত্য এবং সেই পূজা যে কোটী কোটী বাহ্য পূজার অপেক্ষাও সমধিক ফলের কারণ ইহা স্থিরতর সিদ্ধান্ত, কিন্তু অন্তর্যাগ বা বাহ্য পূজা সম্পূর্ণ সম্পন্ন হইলে তবে তাহা কোটীগুণ ফলের কারণ ইহাও বুঝিবার বিষয়। হৃদ্‌পদ্ম আসন ও সহস্রারচ্যুত অমৃত পদ্যরূপে প্রদান করা বলিতে ও শুনিতে অতি মধুর, কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা সম্পন্ন করিতে কয়জন সমর্থ তাহা ভাবিবার বিষয়। ষট্‌চক্রভেদ-সিদ্ধ-সাধক ব্যতীত অন্যের পক্ষে ইহা শুনিতেও ভয়ঙ্কর। আকা-

শাদি পঞ্চতত্ত্বকে বস্ত্র গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপরূপে প্রদান করা ভাবিতেও কি লজ্জা হয় না? অমায় অনহঙ্কার অরাগ অমদ অমোহ অদম্ভ অদ্বেষ অক্ষোভ অমাৎসর্য্য অলোভ অহিংসা ইন্দ্রিয়নিগ্রহ দয়া ক্ষমা জ্ঞানপুষ্পের অঞ্জলি যে প্রদান করে বাহ্য-পুষ্পের অঞ্জলিদান তাহার পক্ষে নিষ্প্রয়োজন ইহা সত্য কিন্তু সাংসারিক জীব মায়ার গর্ভে বাস করিয়া কাম-ক্রোধ লোভ-মোহ মদ-মাৎসর্য্যে বিজড়িত হইয়া অমায় অরাগ অদ্বেষ ইত্যাদিকে পুষ্পরূপে প্রদান করিবে ইহা ভাবিতেও যে হাস্য সম্বরণ করা কঠিন। ফুল তুলিয়া দিবার অধিকার আছে সত্য, কিন্তু তোমার বাগানে যাহার গাছটী পর্য্যন্ত নাই, তুমি সাজী ভরিয়া সেই ফুল তুলিতে চাই ইহা অপেক্ষা বিড়ম্বনা আর কি আছে। কামকে ছাগরূপে এবং ক্রোধকে মহিষরূপে বলি দিবার বিধি আছে কিন্তু সাংসারিক জীবের পক্ষে তাহা কি সম্ভব? যে ছাগের উৎপীড়নে, যে মহিষের তাড়নে তুমি দিন রাত্রি অস্থির ব্যতিব্যস্ত সভয়ে পলায়মান, তাহাদিগকে ধরিয়া বলিদান করা আর সেই বলিদানের অভিমান করা ইহা কি ধৃষ্টতার পরাকাষ্ঠা নহে। তুমি যে কথায় ২ বল, বাহিরের পত্র পুষ্প ধূপদীপ নৈবিদ্য বলি ইত্যাদি কিছুই কিছু নহে, কিন্তু একবার জিজ্ঞাসা করি এ সকল যদি কিছুই না হইত, তবে তুমি যাহাকে কিছু না কিছু বলিয়া মনে কর, সে কিছুর কিছু সংবাদও কি পাইবার উপায় ছিল? মূলে যদি সত্য সত্যই পত্র পুষ্প ধূপ দীপ নাই ছিল, তবে তোমার অমায় অদম্ভ ইত্যাদি পুষ্প কামছাগ ও ক্রোধ-মহিষ ইত্যাদির বলি ব্যবস্থার অতিদেশ আসিল কোথা হইতে! সত্য সত্য মূলে যদি পুষ্পদান না থাকে তবে অমায় অদম্ভ ইত্যাদিকে পুষ্পরূপে দান করিবার ব্যবস্থা তুমি পাইলে কোথা হইতে। বাহ্যপুষ্পদান ইত্যাদিত কিছুই নহে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি আমার অদম্ভ ইত্যাদি পুষ্পদানই কি সত্য সত্য? অমায় অদম্ভ ইত্যাদি ইহারাও কি কখন পুষ্প হয়? বাহ্য প্রকৃতির উপাদানময় পুষ্প তত্ত্ব কি কখন অন্তরে আসিতে পারে? সত্য সত্য কি বাগানের গাছে অদম্ভের ফুল ফুটে? কাম কি সত্য সত্যই ছাগ রূপে বিচরণ করে? ক্রোধ কি সত্য সত্যই মহিষের রূপ ধারণ করিয়া তোমার সম্মুখে আসে? ইহার কোন একটী পদার্থ কি কখন দানের বিষয় হইতে পারে? এখন বুঝিয়া বল দেখি বাহ্য পুজাই সত্য সত্য কি তোমার মানস পুজাই

সত্য সত্য। বাহিরের সত্য পূজার ছায়া লইয়া মানসপূজায় এ সকল তাহার প্রতিবিম্ব কল্পনামাত্র। অমায় অবস্থা জীবের যখন আসিয়া দাঁড়ায় তখন কি আর তাহার পূজ্য ও পূজক এই ভেদ জ্ঞান থাকে, ব্রহ্ম যাহার জগন্ময়, নিজেও যে ব্রহ্ম রূপে পরিণত, সে আবার তখন নিজে ব্রহ্ম হইয়া কিসের জন্য কোন ব্রহ্মের পজা করিবে, বস্তুতঃ মায়া তিরোহিত হয় নাই বলিয়াই আমার পুষ্প দিবার ব্যবস্থা আমার পুষ্পের কল্পনা করিতে করিতে সেই বলে কালে যদি তাহা মায়াবন্ধন বিছিন্ন হইয়া যায় ইহা তহার এক মাত্র উদ্দেশ্য, তাহা না হইলে মায়ার গর্ভে যিনি নিহত শাস্ত্র কখন তাহাকে অমায় পুষ্প প্রদানের অনুমতি করিতেন না। প্রত্যহ পূজাকালে এইরূপ মানসিক ধ্যান ধারণায় জীবের মায়ার আবরণ অনেক অপসারিত হইবার সম্ভাবনা, তাই বুঝিতে হইবে তুমি আমি সাংসারিক জীব ঐরূপ জ্ঞানময় ধ্যান সমাধিতে আজ সম্পূর্ণ অধিকারী না হইলেও বাহ্য পূজার অনুষ্ঠান করিতে করিতে শ্রীগুরুর আশীর্ব্বাদে আর পরম দেবতার প্রসাদে কালে ঐ পথে অগ্রসর হইবার কথা আছে, এই জন্যই সাধকের প্রাণে যাহা দিতে চায় অথচ কার্য্যতঃ দিবার সাধ্য নাই, সেই অসাধ্য সাধনেও শাস্ত্রে বলিয়াছেন, সাধক! বাহিরে দিবার শক্তি না থাকিলেও মনোময়ীকে মনে বসাইয়া মনের গোচরে মনের মত সাধ মিঠাইয়া পূজা করিবার অধিকার ত তোমার আছে। মনোময়ী মা থাকিতে তোমার মন তোমার থাকিতে তুমি কেন তাহার জন্য দুঃখিত হও। একবার সেই মনো-মন্দিরের কপাট খুলিয়া, মনোময় সিংহাসনে মনের মন-স্বরূপিনী মাকে তাহাতে বসাইয়া, মন ভরিয়া প্রাণ ভরিয়া ভুবন ভরিয়া পূজা কর। যতদূরে মনের তৃপ্তি হয় ততদূরই তাঁহার পূজার পূর্ণাহুতি। বিষয় কামনা ভোগবাসনা যত তোমার সম্ভব হয় ঐ শবাসনার চরণে তাহা অঞ্জলি দিয়া স্ববাসনা পূর্ণ কর। মনের মত মাকে লইয়া মনের খেলা সাঙ্গ কর। মনোময়ী মা তোমার মনো বৃত্তি আত্মসাৎ করিয়া লইলে বাহ্য পূজা কেন, তখন আর তোমার মানস পূজারও প্রয়োজন হইবে না——

বাহ্য পূজা যত দিন আছে, তত দিন ত মানস পূজা করিবারই ব্যবস্থা। কিন্তুবাহ্য পূজার উপকরণের যখন অভাব হইবে শাস্ত্র বলেন তখনও মানস পূজাতেই সাধকের পূজা সিদ্ধ হইবে। কেননা যাহাকে লইয়া পূজার

ব্যবস্থা, তিনি হৃদয়েরই বস্তু, বাহিরের পূজা কেবল সেই হৃদয়বৃত্তির পরিচায়ক মাত্র—

যামলে——

পূজাভাবে মহেশানি হৃদয়ে পূজয়েচ্ছিবাং
সর্ব্ব পূজা ফলং দেবি প্রাপ্নোতি সাধক প্রিয়ে।

মহেশ্বরি! বাহ্য পূজার অভাব হইলে হৃদয়েই শিবসীমন্তিনীর পূজা করিবে এবং সেই পূজাতেই সাধক সকল পূজার ফল প্রাপ্ত হইবেন।

গন্ধর্ব্বতন্ত্রে——

মনসাপি মহাদেব্যৈ নৈবেদ্যং দীয়তে যদি।
যো নরো ভক্তি সংযুক্তো দীর্ঘায়ুঃ স সুখী ভবেৎ।
মাল্যং পদ্মসহস্রস্য মনসা যঃ প্রযচ্ছতি।
কল্পকোটিসহস্রানি কল্পকোটি শতানি চ।
স্থিত্বা দেবীপুরে শ্রীমান্ সার্ব্বভৌমো ভবেৎ ক্ষিতৌ।
মনসাপি মহাদেব্যৈ যস্তু কুর্য্যাৎ প্রদক্ষিণং।
স দক্ষিণে যমগৃহে নরকানি ন পশ্যতি।
মনসাপি মহাদেব্যা যো ভক্ত্যা কুরুতে নতিং।
সোপি লোকান্ বিনির্জ্জিত্য দেবীলোকে মহীয়তে।
মহামায়াং মহাদেবীমর্চ্চয়ামি চ ভক্তিতঃ।
নানাবিধৈ স্তু নৈবেদ্যৈরিতি চিন্তাকুলস্তু যঃ
নৈবেদ্যং দেহি নিয়তমিতি যো ভাষতে মুহুঃ।
সোপি লোকান্ বিনির্জ্জিত্য দেবীলোকে মহীয়তে।

ভক্তি সংযুক্ত হইয়া মানব যদি মহাদেবীকে মানসিক নৈবেদ্য দান করেন, তাহা হইলে তিনি দীর্ঘায়ু ও সুখী হইবেন। সহস্রপদ্মনির্ম্মিত মনোময় মালা যিনি মনোময়ীর কণ্ঠস্থলে প্রদান করেন, শত সহস্র কোটি কোটি কল্প দিন দেবীপুরে বাস করিয়া তিনি (সকাম হইলে) দেহান্তরে ক্ষিতিমণ্ডলে সসাগরা বসুন্ধরার আধিপত্য লাভ করেন। মনে মনে যিনি মহাদেবীকে প্রদক্ষিণ করেন দক্ষিণার সেই প্রদক্ষিণের প্রভাবে, দক্ষিণ দিকে আর তাঁহাকে যাত্রা করিতে

হয় না, যম রাজ্যে নরকের দৃশ্যও আর দর্শন করিতে হয় না। ভক্তি ভরে অবনত হইয়া যিনি মহাদেবীর চরণাম্বুজে প্রণাম করেন, তিনি এই ত্রিলোক ব্রহ্মাণ্ড বিনির্জ্জিত করিয়া জগদম্বার নিত্য ধামে ব্রহ্মানন্দে নিমগ্ন হয়েন। এইরূপ মানসিক অনুষ্ঠানে অসমর্থ হইয়া "নানাবিধ নৈবেদ্যের আয়োজনে মহামায়া মহেশ্বরীকে আমি অর্চ্চনা করিব,' এই চিন্তায় যাঁহার হৃদয় আকুল হয়, এবং সেই আকুলতা নিবন্ধন "মা! আমার মনের মত নৈবেদ্য তুমি দিয়া দাও, আমি তোমার নৈবেদ্য তোমাকে দিয়া মনের সাধ মিঠাইয়া পূজা করি" বারম্বার যিনি এই প্রার্থনা করেন, অথবা নিজে দিতে অসমর্থ হইলে "মাকে নৈবেদ্য দাও" বলিয়া অন্যকে যিনি বারম্বার প্রেরিত করেন, তিনিও ত্রিলোক-বিজয়ী হইয়া দেবীলোকে পূর্ণানন্দের অধিকারী হয়েন।

শাক্তানন্দতরঙ্গিন্যাং ষষ্ঠোল্লাসে——

আত্মস্থাং দেবতাং ত্যক্ত্বা বহির্দ্দেবং বিচিন্বতে।
করস্থং কৌস্তুভং ত্যক্ত্বা ভ্রমতে কাচতৃষ্ণয়া॥
প্রত্যক্ষীকৃত্য হৃদয়ে বহিঃস্থাং পূজয়েচ্ছিবাং।
যস্য যস্য চ দেবস্য যথাভূষণবাহনং।
তদেব পূজনে তস্য চিন্তয়েৎ পরমেশ্বরি॥
অথান্তর্যজনং বক্ষ্যে যেন দেবময়ো ভবেৎ।
সুখাসনে সমাসীনঃ প্রাঙ্মুখো বা উদঙ্মুখঃ।
স্বকীয় হৃদয়ে ধ্যায়েৎ সুধাসাগর মুত্তমং॥
রত্নদ্বীপঞ্চ তন্মধ্যে সুবর্ণবালুকাময়ং।
মন্দার পারিজাতাদ্যৈঃ কল্পবৃক্ষৈঃ সুপুষ্পিতৈঃ।
সর্ব্বতোঽলঙ্কৃতং দিব্যৈ নিত্য পুষ্পফলক্রমৈঃ।
নানা সুগন্ধকুসুমগন্ধামোদিত দিঙ্মুখং।
উৎফুল্ল কুসুমামোদ প্রহৃষ্টভৃঙ্গ সঙ্কুলং।
কূজৎ কোকিল শব্দেন বাচালিত দিগন্তরং।
সর্ব্বতোঽলঙ্কৃতং দিব্যং লসৎকাঞ্চনপঙ্কজং।
মৌক্তিকৈঃ কুসুমৈঃ স্রগ্ভির্দুকূলৈঃ স্বর্ণতোমরৈঃ।
তন্মধ্যে সংস্মরেদ্দেবি কল্পবৃক্ষং মনোহরং।

চতুঃশাখাচতুর্ব্বেদং গুণত্রয় সমন্বিতং।
পীতং কৃষ্ণং তথা শ্বেতং রক্তং পুষ্পঞ্চ সুন্দরি।
হরিতঞ্চ বিচিত্রঞ্চ নানাপুষ্প বিরাজিতং।
কোকিলৈর্ভ্রমরৈর্দ্দেবি শোভিতং বহুপক্ষিভিঃ।
এবং কল্পদ্রুমং ধ্যাত্বা তদধোরত্নবেদিকাং।
তত্রোপরি মহদ্ব্যাপ্তং চিন্তয়েদ্রক্তমণ্ডলং।
উদ্যদাদিত্যসঙ্কাশং রত্নসোপানমণ্ডিতং।
ধ্বজাবলী সমাকীর্ণং চতুর্দ্বার সমন্বিতং।
নানা রত্নাদি শোভাঢ্যং স্বত্বপ্রাকার মণ্ডিতং।
স্ব-স্ব-স্থানস্থিতাবস্থৈর্লোকপালৈরধিষ্ঠিতং।
সিদ্ধচারণগন্ধর্ব্বৈর্ব্বিদ্যাধর মহোরগৈঃ।
কিন্নরৈরপ্সরোভিশ্চ ক্রীড়দ্ভিঃ পরিদিঙ্মুখং।
নৃত্য বাদিত্রনিরতৈরমরস্ত্রীগণৈর্যুতং।
কিঙ্কিনীজালসম্বদ্ধ পতাকাভিরলঙ্কৃতং।
মহামাণিক্য বৈদূর্য্য রত্ন চামর ভূষিতং।
স্থূলমুক্তা ফলোদ্দামলম্বমানৈরলঙ্কৃতং।
চন্দনাগুরু কস্তূরী মৃগমদ বিলেপিতং।
তন্মধ্যে সংস্মরেদ্দেবি মহামাণিক্যবেদিকাং।
উদ্যদর্কেন্দু কিরণৈশ্চতুষ্কোণ প্রশোভিতং।
ধ্যায়েৎ সিংহাসনং তত্র ব্রহ্ম বিষ্ণুশিবাত্মকং।
সিংহাসনে মহেশানি প্রসূনতুলিকাং ন্যসেৎ।
পীঠপূজাং ততঃ কৃত্বা স্বকল্পোক্ত ক্রমেণ তু।
প্রেতপদ্মাসনে তত্র চিন্তয়েৎ পরমেশ্বরীং।
(আত্মনোভীষ্ট দেবতা ধ্যানমিহোচ্যতে)
শ্রীরত্ন পাদুকে দত্বা নীত্বা তাং স্নানমন্দিরে।
সিংহাসনোপবিষ্টায়ামুদ্বর্ত্তনং সমাচরেৎ॥
কর্পূরাগুরু কস্তূর্য্যা তথা মৃগমদেন চ।
রোচনাকুঙ্কুমমিশ্রৈর্নানাগন্ধসমন্বিতৈঃ।

দেব্যা উদ্বর্ত্তনং কৃত্বা গন্ধতৈলং বিলেপয়েৎ।
দেব্যাঃ শত সহস্রন্তু স্বর্ণকুম্ভ সহস্রকৈঃ।
স্নানীয় বারিণা স্নাতাং চিন্তয়েৎ পরদেবতাং।
দুকূলৈ র্মার্জ্জিতং গাত্রং দুকূলে পরিধে তথা।
কঙ্কত্যা ক্লেশংসংস্কুর্য্যাদ্বিধিবদ্বন্ধনং তথা।
পটগুচ্ছং কেশপাশে নানারত্নোপশোভিতং।
ললাটে তিলকং দদ্যাৎ সিন্দূরং কেশমধ্যকে।
নাগেন্দ্রদন্তরচিতং শঙ্খং দদ্যান্মনোহরং।
হস্তে কেয়ুরকঞ্চৈব কঙ্কণং কটকং তথা।
পাদাঙ্গুরীয়কং দদ্যান্নানারত্নোপশোভিতং।
পাদয়োর্নূপুরং দদ্যান্নাসাগ্রে গজমৌক্তিকং।
নিবেদয়েদ্ যথা শক্ত্যা পুষ্পমালাঞ্চ ভূষণং।
সর্ব্বাঙ্গে লেপনং কুর্য্যাদ্ গন্ধচন্দন সিহ্লকৈঃ।
কাঞ্চনাঙ্কিত কঞ্চুলী শোভিতং হৃদয়োপরি।
সমাধৌ চিন্তয়েদ্দেবীং ভূতশুদ্ধ্যাদিকং দিশেৎ।
ন্যাসজালং বিধায়াথ সমাধৌ পূজয়েৎ সদা।
ষোড়শৈরুপচারৈস্তু হৃদিস্থাং পূজয়েচ্ছিবাং।
রত্নসিংহাসনং দদ্যাৎ স্বাগতং কুশলং বদেৎ।
পাদ্যঞ্চ পাদয়োর্দ্দেবি শিরস্যর্ঘ্যং নিবেদয়েৎ।
পরামৃতমাচমনীয়ং প্রদদ্যান্মুখপঙ্কজে।
মধুপর্কং মুখে দদ্যাৎ ত্রিধা আচমনং মুখে।
হেমপাত্রগতং দিব্যং পরমান্নং পরিস্রুতং।
কপিলাম্বৃত সংযুক্তময়ং ব্যঞ্জন সংযুতং।
সুধাম্বুধিং মাংস শৈলং মৎস্যরাশিং কলানি চ।
ভক্ষ্যং ভোজ্যং তথা লেহ্যং চর্ব্ব্যং চোষ্যং তথৈবচ।
সকর্পূরঞ্চ তাম্বূলং মানসং পরিকল্পয়েৎ।
আবরণং ততো দেব্যাঃ পূজনং মনসৈবহি।
ইত্থমন্তঃ সমারাধ্য মনসৈব জপেন্‌-মনুং।

সহস্রাদি জপং কৃত্বা দেব্যৈ সোদকমর্পয়েৎ।
ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ ঈশ্বরশ্চ সদাশিবঃ।
এতদেব মহাদেব্যাঃ পর্য্যঙ্কং সমুদাহৃতং।
পয়ঃ ফেণনিভাং শয্যাং নানাপুষ্পোপশোভিতাং।
পুষ্পশয্যাঞ্চ সঙ্কূর্য্যাৎ তত্র দেবীং সুরেশ্বরীং।
চিন্তয়েৎ সাধকো যোগী নানাসুখবিলাসিনীং
নৃত্যগীতৈঃ সবাদ্যৈশ্চ তোষয়েৎ পরমেশ্বরীং।
ততো হোমং প্রকুর্ব্বীত পূজাসার্থক্যহেতবে।
অথ হোমং প্রবক্ষ্যামি যেন চিন্ময়তাং লভেৎ।
অথাধারময়ে কুণ্ডে চিদগ্নৌ হোময়েত্ততঃ।
আত্মান্তরাত্মা পরমাত্মা জ্ঞানাত্মা পরিকীর্ত্তিতঃ।
এতদ্রূপন্তু চিৎকুণ্ডং চতুরস্রং বিভাবয়েৎ।
আনন্দমেখলারম্যং বিন্দু ত্রিবলয়াঙ্কিতং।
অর্দ্ধমাত্রা যোনিরূপং ব্রহ্মানন্দময়ং ভবেৎ।
নাড়ী মীড়াং বামভাগে দক্ষিণে পিঙ্গলাং পুনঃ।
সুষুম্নাং মধ্যতো ধ্যাত্বা কুর্য্যাদ্ধোমং যথাবিধি।
ধর্ম্মাধর্ম্মৌ সাধকেন্দ্রো হবিস্তেন প্রকল্পয়েৎ।

হৃদয়স্থিত দেবতাকে পরিত্যাগ করিয়া বাহিরে যাঁহারা দেবতার অন্বেষণ করেন, করস্থিত কৌস্তুভমণি পরিত্যাগ করিয়া কাচ লাভের আশায় তাঁহারা ভ্রমণ করেন। ইষ্ট দেবতাকে হৃদয়ে প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহাকে বহিঃস্থিত মূর্ত্তি যন্ত্র ঘট পট ইত্যাদিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া পূজা করিবেন। যে যে দেবতার যেরূপ যেরূপ ভূষণ বাহন, পরমেশ্বরি! তাঁহার তাঁহার পূজনে সেই সেই রূপ চিন্তা করিবেন, অতঃপর অন্তর্যাগ কথিত হইতেছে যাহার প্রভাবে সাধক স্বয়ং দেবময় হইবেন—পূর্ব্বমুখ বা উত্তর মুখ হইয়া সুখাসনে সমাসীন সাধক স্বকীয় হৃদয়ে সুধা সমুদ্র ধ্যান করিবেন। সেই সুধা সমুদ্র মধ্যে স্বর্ণময় বালুকাপূর্ণ রত্নদ্বীপ। সেই দ্বীপ সুপুষ্পিত কল্পবৃক্ষ সমূহ এবং মন্দার পারিজাত প্রভৃতি নিত্যপুষ্পফলবিশিষ্ট দিব্য দ্রুমরাজি দ্বারা সর্ব্বতোভাবে অলঙ্কৃত, নানাবিধ সুগন্ধকুসুমগন্ধে তাহার দিগ্‌দিগন্ত আমোদিত,

ঐ দিক্‌উৎফুল্ল কুসুমের আমোদভরে প্রহৃষ্ট ভৃঙ্গকুল-সঙ্কুল, কূজৎকোকিল-কুলের মধুর কলনিনাদে তাহার দিগন্তর বাচালিত, ঐ দ্বীপের অভ্যন্তরে সরোবর সকল বিকসিত কাঞ্চন পঙ্কজে সর্ব্বতোভাবে অলঙ্কৃত, মুক্তাদাম কুসুম-রাশি মালামণ্ডল দুকূলপুঞ্জ ও স্বর্ণতোমর সমূহে সুশোভিত, তন্মধ্যে মনোহর কল্পবৃক্ষের ধ্যান করিবে। সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই গুণত্রয় সমন্বিত ঋগ্‌ যজুঃ সাম অথর্ব্ব এই চতুর্ব্বেদ তাহার চত্তঃ শাখা, পীত কৃষ্ণ শ্বেত রক্ত হরিত ও বিচিত্র নানাবর্ণ পুষ্পে ঐ বৃক্ষ সুশোভিত; কোকিলকুল, ভ্রমর মালা ওঅন্যান্য বহুবিহঙ্গ মণ্ডলীতে ঐ বৃক্ষ পরিপূর্ণ। এইরূপে কল্পদ্রুমের ধ্যান করিয়া, সেই কল্পতরুরমূলে রত্ন-বেদিকা ধ্যান করিবে ; সেই রত্নবেদীর উপরিভাগে রক্তবর্ণ তেজোময় মহাব্যাপক বিশালমণ্ডল ধ্যান করিবে, ঐ রক্তমণ্ডল উদ্যদাদিত্যসঙ্কাশ রত্নসোপান-মণ্ডিত পতাকাবলি-সমাকীর্ণ চতুর্দ্বার সমন্বিত, নানারত্নাদি শোভাঢ্য রত্নপ্রাকার-মণ্ডিত, স্ব স্ব স্থানে অবস্থিত ইন্দ্র যম বায়ু বরুণ প্রভৃতি লোকপালমণ্ডলী দ্বারা অধিষ্ঠিত, সিদ্ধচারণ গন্ধর্ব্ব বিদ্যাধর মহোরগ ক্রীড়মান কিন্নর অপ্সরোগণ দ্বারা পরিপূর্ণদিগ্‌দিগন্ত, নৃত্যবাদ্য নিরত অমরপুরসুন্দরী দ্বারা বেষ্টিত, কিঙ্কিনীজাল সম্বন্ধ পতাকাকুলে অলঙ্কৃত, মহামাণিক্য বৈদূর্য্য রত্নচামর ভূষিত, স্থূলমুক্তাফল নির্ম্মিত উদ্দাম লম্বিত (ঝালর) মালাবলীর দ্বারা অলঙ্কৃত এবং চন্দন অগুরু কস্তূরী মৃগমদরাগে সুরঞ্জিত ও বিলিপ্ত। দেবি! এই মণ্ডল মধ্যে মহামাণিক্যময় বেদিকার ধ্যান করিবে, সেই বেদীর উপরিভাগে নবোদিত চন্দ্র সূর্য্যের কিরণরাগমণ্ডিত চতুষ্কোণসুশোভিত ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এই ত্রিদেবাত্মক দেবীর সিংহাসন ধ্যান করিবে।

মহেশ্বরি! সেই সিংহাসনের উপরিভাগে পুষ্পময়ী শয্যার ধ্যান করিবে, অনন্তর সেই সিংহাসনশয্যায় ইষ্টদেবতার পীঠদেবতাগণের পূজা স্ব স্ব তন্ত্রোক্ত ক্রমে নির্ব্বাহ করিয়া সেই কুসুম শয্যায় সদাশিব মহাপ্রেত পদ্মাসনে পরমেশ্বরীর ধ্যান করিবে। সাধক এই সময়ে নিজ ইষ্টদেবতার যথাভূষণ বাহন আয়ুধ পরিবার মণ্ডলী মূর্ত্তি ধ্যান করিয়া তাঁহার চরণাম্বুজে মানসিক রত্ন পাদুকাদ্বয় প্রদান করিয়া স্নান মন্দিরে আনয়ন করিবেন, সেই স্থানে তাঁহাকে সিংহাসনে উপবেশন করাইয়া কর্পূর অগুরু কস্তূরী মৃগমদ গোরোচনা ও কুঙ্কুম একত্র মিশ্রিত এবং নানাগন্ধ-সমন্বিত করিয়া দেবীর গাত্র উদ্বর্ত্তন করিয়া তদনন্তর পঞ্চ-

তৈল দ্বারা শ্রীঅঙ্গ বিলিপ্ত করিবে, তদনন্তর শত শত সহস্র সহস্র স্বর্ণকুম্ভসঞ্চিত স্নানীয় জল দ্বারা পরম দেবতার স্নান কার্য্য সম্পন্ন করিয়া দুকূল দ্বারা তাঁহার গাত্র মার্জ্জনা করিয়া দিবেন; অনন্তর উত্তরীয় ও পরিধেয় উভয় বস্ত্র পরিধান করাইয়া কঙ্কতিকা (চিরুণি) দ্বারা তাঁহার কেশপাশ সংস্কার করিয়া যথাবিধি নানারত্ন-সুশোভিত পট্টসূত্র গুচ্ছ দ্বারা মুক্তকেশীর কেশপাশ বন্ধন করিয়া ললাটফলকে চন্দনাদি রচিত তিলক প্রদান করিয়া সীমন্তে সিন্দূরবিন্দু সুশোভিত করিয়া দিবেন, অনন্তর নাগেন্দ্রদন্তরচিত মনোহর শঙ্খ শঙ্করমনোমোহিনীর শ্রীহস্তে বিন্যস্ত করিয়া তাহাতে কেয়ূর কঙ্কণ কটক অর্পণ করিবেন, শ্রীচরণাম্বুজদ্বয়ে নানারত্নসুশোভিত নূপুর প্রদান করিয়া শ্রীচরণের অঙ্গুলিদলে চরণাঙ্গুরীয় অর্পণ করিবেন, অনন্তর জগদম্বার নাসাগ্রে গজমৌক্তিক প্রদান করিয়া যথাশক্তি পুষ্প-মালা ও অন্যান্য ভূষণ সকল যথাস্থানে সুশোভিত করিয়া গন্ধ চন্দন সিহ্লক দ্বারা তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ লেপন করিয়া কাঞ্চনাঙ্কিত কঞ্চুলিকা হৃদয়োপরি সুশোভিত করিয়া দিবেন। সমাধি সময়ে দেবীকে এইরূপ ধ্যান করিয়া ভূতশুদ্ধি ও ন্যাস-সমূহের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক ষোড়শোপচার দ্বারা হৃদয়স্থিতা মহেশ্বর-মহিষীর পূজা করিবে। প্রথমতঃ রত্নসিংহাসন প্রদান করিয়া স্বাগত প্রশ্ন করিবে, তদনন্তর পাদদ্বয়ে পাদ্যজল প্রদান করিয়া মস্তকে অর্ঘ্য প্রদান করিবে, পরমামৃত আচমনীয় মুখপঙ্কজে প্রদান করিয়া মধুপর্ক ও পুনর্ব্বার বারত্রয় আচমনীয় জল প্রদান করিবে, তৎপর স্বর্ণ পাত্রে সুরক্ষিত পরিস্তৃত দিব্য পরমান্ন, কপিলা-ঘৃতসংপ্লুত ও ব্যঞ্জনাদি সংযুত অন্ন, সাগরোপম সুধা, পর্ব্বতাকৃতি মাংস, রাশীকৃত মৎস্য, ফলসমূহ ভক্ষ্য ভোজ্য লেহ্য চর্ব্ব্য চোষ্য ইত্যাদি সমস্ত নিজের অভিলাষানুরূপ মানসিক প্রদান করিয়া কর্পূরসম্বলিত তাম্বূল প্রদান করিবেন, তদনন্তর দেবীর আবরণ দেবতাগণের মানসিক পুজা করিয়া মানসিক মন্ত্র জপ করিবেন, সহস্রবিধি জপ সমাপন করিয়া অর্ঘ্যপাত্র জলের সহিত জপফল দেবীর বামকরে অর্পণ করিবেন। ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র ও ঈশ্বর ইঁহারা খট্টাঙ্গরূপে অধিষ্ঠিত, তদুপরি স্বয়ং সদাশিব পর্য্যঙ্ক স্থানীয়, এই ব্রহ্মবিভূতিময় পর্য্যঙ্কে দুগ্ধফেণনিভ শয্যা নানাপুষ্পে উপশোভিত করিয়া সেই পুষ্পশয্যায় যোগী সাধক সুরেশ্বরীকে নানা সুখবিলাসিনীরূপে ধ্যান করিবেন এবং তদনন্তর নৃত্যগীতবাদ্য দ্বারা পরমেশ্বরীকে পরিতুষ্টা করিবেন, অনন্তর পূজার

সম্পূর্ণাঙ্গ সিদ্ধির নিমিত্ত হোমের অনুষ্ঠান করিবেন। সেই হোম কথিত হইতেছে যাহার প্রভাবে সাধক সাক্ষাৎ চৈতন্যময় হইবেন।

অনন্তর মূলাধার কমল কুণ্ডে চৈতন্যরূপ অগ্নিতে সাধক হোম কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন। আত্মা অন্তরাত্মা পরমাত্মা ও জ্ঞানাত্মা এই আত্মচতুষ্টয়কেই চিন্ময় কুণ্ডের চত্তরস্রস্বরূপে চিন্তা করিবেন। আনন্দময়ী মেখলা বেষ্টনে রমণীয় বিন্দুরূপ ত্রিবলয় রেখায় অঙ্কিত অর্দ্ধমাত্রা ব্রহ্মানন্দময় যোনিযন্ত্র। বাম ভাগে ঈড়া নাড়ী দক্ষিণে পিঙ্গলা এবং তাহারই মধ্যস্থলে ব্রহ্মদ্বারস্বরূপিণী সুষুম্নাকে ধ্যান করিয়া সাধক যথাবিধি হোম কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন। ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম এই উভয়কে হোমের হবিঃ স্বরূপে কল্পনা করিবেন।

আবাহন——

গন্ধর্ব্বতন্ত্রে——

প্রাণায়ামং ততঃ কৃত্বা গৃহ্নীয়াৎ কুসুমাঞ্জলিং।
পুষ্পাঞ্জলিং বিনা দেবীং নাবাহয়েৎ কদাচন।
ততো ধ্যায়েন্মহাদেবীং যথোক্তাং পরমেশ্বরীং।
প্রত্যক্ষীকৃত্য হৃদয়ে জিতপ্রাণোথ সাধকঃ।
ঐক্যং সঞ্চিন্তয়েদ্দেব্যা বাহ্যান্তর্মূর্ত্তিযুগ্ময়োঃ।
ততস্তু বায়ু বীজেন বহন্ নাসাপুটেন তু।
তচ্চৈতন্যং বিনিঃসার্য্য পুষ্পাঞ্জলৌ নিবেশয়েৎ।
নাসিকাবায়ু নিঃসারাৎ পুষ্পস্থা দেবতা ভবেৎ।
যাবৎ সংস্থাপয়েদ্দেবীং স্বহস্তং ন বিযোজয়েৎ।
কৃতে বিয়োগে হস্তস্য পুষ্পাত্তস্মান্মহেশ্বরি।
গন্ধর্ব্বৈঃ পূজ্যতে দেবী পূজকৈর্নাপ্যতে ফলং।
ত্রিখণ্ডমুদ্রয়া তস্মাত্তামাবাহন-বিদ্যয়া।
নির্গময্যাতি দীপ্তাভাং শ্রীপীঠান্ত নিধাপয়েৎ।

তদনন্তর প্রাণায়াম করিয়া সাধক পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করিবেন, পুষ্পাঞ্জলি ব্যতীত কখনও দেবীকে আবাহন করিবেন না জিতপ্রাণ সাধক নিজের হৃদয়ে যথোক্তরূপা পরমেশ্বরীকে ধ্যান করিয়া এবং তাঁহারই অনুগ্রহ বলে সেই

চিন্ময়ী মূর্ত্তি হৃদয়ে প্রত্যক্ষ করিয়া অন্তরে আবিভূ'ত সেই মূর্ত্তি ও বাহিরে প্রতিষ্ঠিত নির্ম্মিত মূর্ত্তি—এই উভয় মূর্ত্তির একতা চিন্তা করিবেন। তদনন্তর বায়ু বীজের অবলম্বনে নাসাপুট-নিশ্বাসপথে সেই অন্তঃস্থিত চৈতন্যতেজঃ বিনিঃসারিত ও পুষ্পাঞ্জলিতে সন্নিবেশিত করিবেন। নাসিকাবায়ু-বাহনে নিঃসৃতা হইয়া দেবতা পুষ্পস্থিতা হইবেন। সাধক সেই পুষ্প, প্রতিমা বা যন্ত্রাদিতে সংযোজিত করিয়া দেবতাকে প্রতিমা বা যন্ত্রাদিতে অধিষ্ঠিত করিবেন। যে কাল পর্য্যন্ত বাহ্য মূর্ত্তি বা যন্ত্রাদিতে দেবীর সংস্থাপন কার্য্য সম্পন্ন না হয়, সাধক সেইকাল পর্য্যন্ত সেই ধ্যানপুষ্প হইতে স্বহস্ত বিযোজিত করিবেন না। হস্তের এইরূপ বিয়োগ করিলে সেই অবসরে সেই পুষ্প যন্ত্রের অভ্যন্তর্ব্বর্ত্তিনী-দেবতাকে গন্ধর্ব্বগণ আসিয়া পূজা করেন। তদনন্তর ঐ পুষ্প সংযোগে প্রতিমাদির দেবত্ব সিদ্ধি করিয়া পূজা করিলেও সাধক আর সে পূজার ফলভাগী হইবেন না। এজন্য ত্রিখণ্ড মুদ্রার অবলম্বনে পুষ্প যন্ত্রে তাঁহাকে আকৃষ্ট করিয়া আবাহন মন্ত্রের শক্তিপ্রভাবে অতিপ্রদীপ্ত-তেজোময়ী জগদম্বাকে পুষ্প যন্ত্র হইতে বিনির্গত করিয়া শ্রীপীঠের অভ্যন্তরে (মূর্ত্তি ঘট পটাদির উপলক্ষণ) তাঁহাকে সংস্থাপিত করিবেন।

মৃন্ময় মূর্ত্তির উপাসক বলিয়া আর্য্য সমাজকে যাঁহারা পৌত্তলিক বলিয়া ব্যাখ্যা ও ব্যঙ্গ করেন, আমরা বলি তাঁহারা প্রাণের কবাট খুলিয়া নয়নের অন্ধকার দূর করিয়া এই সময় একবার দেখিয়া লইবেন ত্রিজগতের উপাসক মণ্ডলীর কিরীটকোটি-কহিনূর আর্য্য-কুল-কুমারগণ মৃন্ময়ীর পূজা করেন কি চিন্ময়ীর উপাসনা করেন। মৃন্ময়ীর পূজা করিতে হইলে তাহার জন্য আর মন্ত্র যন্ত্র যোগ যাগ ধ্যান ধারণার প্রয়োজন কি ? মাটীর মূর্ত্তিই আছে তাহাতে আবার আবাহন প্রাণ প্রতিষ্ঠার আবশ্যক কি ? আর মাটীতে মাটী আবহন করিতে যায়—এমন ভ্রান্তই বা জগতে কে ? প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান জগৎ প্রপঞ্চ বিলোড়িত করিয়া ত্রিজগতের অধ্যাত্মতত্ত্বপথ প্রদর্শনে যাঁহারা অদ্বিতীয় গুরু, তাঁহারা যদি মাটীকে মাটী বলিয়া বুঝিতে না পারিয়া থাকেন তবে সে ভ্রান্তির অপনোদন করে জগতে এমন সাধ্যই বা কাহার ? আমরা কিন্তু বলি তাঁহারা মাটীই বুঝিয়া ছিলেন, কিন্তু মাটী নহে, মা টি !! বলিতে দুঃখে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, মাটীর মধ্যে মা টি আনিয়া যাঁহারা ব্রহ্মাণ্ডের

অনুপরমানুতে ব্রহ্মময়ীর প্রত্যক্ষ সত্তা দেখিয়া ও দেখাইয়া নিজে কৃতার্থ হইয়া জগৎকে কৃতার্থ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগেরই বংশধরগণ আজ অনার্য্য-রাগরঞ্জিত কুশিক্ষার প্রভাবে অন্ধ হইয়া সে তত্ত্বদৃষ্টি হারাইয়া ভক্তানুকম্পায় আবির্ভূতা নিজমূর্ত্তিতে অধিষ্ঠিতা ব্রহ্মময়ী মাকে এখন মা না বুঝিয়া মাটী বুঝিয়া নিজেরা মাটী হইতেছে। মা টির আমার কেমন খেলা! মাটীর খেলায় যাহারা বিভোর তাহারা তাহা বুঝিবে কি করিয়া? জগদম্বে! সন্তানের প্রতি এত কি মা তোর বিড়ম্বনা! এই বিড়ম্বনায় পড়িয়া তাঁহার স্বরূপ তত্ত্ব নিজে হইতে বুঝিবার উপায় না থাকিলেও শাস্ত্রমূর্ত্তিতে তিনি তাঁহার নিজের পরিচয় যাহা দিয়াছেন, তাহা বুঝিবার অধিকার অবশ্যই থাকিবার কথা। কিন্তু দুরদৃষ্টফলে আমরা তাহাতেও প্রায় বঞ্চিত। সদ্গুরুর উপদেশ নাই, সাধনার প্রভাব নাই, তাই তাঁহার আজ্ঞা বুঝিয়াও বুঝিবার অধিকার নাই। পৌত্তলিকবাদিন্! বড়ই হাঁসির কথা যে, দেবতার মূর্ত্তিকে তুমি বল পুত্তলিকা! তোমার মত অনন্তকোটি সজীব মূর্ত্তি যাঁহার এক কটাক্ষেরও পুত্তলিকা নহে, মৃন্ময়ী মূর্ত্তিতে অধিষ্ঠিতা সেই নিত্যচৈতন্যময়ীকে তুমি যে পুত্তলিকা বলিয়া মনে কর, নিশ্চয় জানিও ইহাও তাঁহার শুভ কটাক্ষের ফল নহে। ভক্তি শ্রদ্ধা জ্ঞান বিশ্বাস বলিয়া কিছু বুঝিতে কাতর হইলেও বস্তু-শক্তিকে তুমিও অবনত মস্তকে স্বীকার করিয়া থাক। তবে মন্ত্রশক্তির প্রভাবে তোমার আমার ইন্দ্রিয় ও মনের অগোচর কোন অলৌকিক শক্তির আবির্ভাব তুমি অবিশ্বাস কর কোন প্রাণে? রোগে দেহ ক্ষয় হয়, কিন্তু ঔষধে সে রোগের উপশম হয়, রোগে দেহের নাশ এই প্রাকৃতিক নিয়ম খণ্ডন করিয়া ঔষধ তখন নিজ অপ্রাকৃতিক বা অলৌকিক শক্তির প্রভাব প্রদর্শন করে। প্রাকৃতিক নিয়মে জল চিরকালই সুশীতল, কিন্তু অগ্নির সংযোগে সেই জল যখন অতি উষ্ণ হইয়া তাপ শক্তির সংক্রামণে অগ্নিবৎ হইয়া উঠে, তখন সেই জলই আবার শীতলতার পরিবর্ত্তে নিদারুণ দাহ জ্বালা উদ্গীরণ করিতে থাকে। এস্থলেও অগ্নির বস্তুশক্তির প্রভাবে প্রাকৃতিক নিয়ম জলের শীতলতা খণ্ডিত হইয়া যায়, ইহাত তুমিও স্বীকার কর, তবে আর মন্ত্রশক্তি প্রভাবে জীবের হৃদয়স্থ ব্রহ্ম শক্তি নিশ্বাস বায়ুর অবলম্বনে দেবতার বাহ্য মূর্ত্তিতে অধিষ্ঠিত হইবেন ইহা অবিশ্বাস কর কি বলিয়া? মন্ত্রের বস্তুশক্তি প্রভাবে

মৃত্তিকার জড়ত্ব ঘুচিয়া গিয়া জলের উষ্ণতার ন্যায় তাহাতে দেবত্ব সঞ্চার হইবে ইহা অবিশ্বাস কর কি করিয়া? বস্তুতঃ কথায় কথায় প্রাকৃতিক নিয়ম খণ্ডিত হয় বলা উনবিংশ শতাব্দীর এক বিষম রোগ। স্বভাবতঃ জল শীতল হইবে ইহাও প্রাকৃতিক নিয়ম, অগ্নিযোগে তাহার উষ্ণত্ব হইবে ইহাও প্রাকৃতিক নিয়ম, মাটী স্বভাবতঃ মাটী থাকিবে ইহাও প্রাকৃতিক নিয়ম, আবার মন্ত্র শক্তির প্রভাবে তাহা দেবত্বে পরিনত হইবে ইহাও প্রাকৃতিক নিয়ম। তবে আর প্রাকৃতিক নিয়মের খণ্ডন হইল বলিয়া এ আপত্তি কেন? বস্তুতঃ বিশ্বপ্রকৃতি কখনও এ আপত্তির মূল নহেন, এ আপত্তির মূল কেবল বোদ্ধার নিজ প্রকৃতি। তিনি হয়ত তাঁহার নিজের বিদ্যা বুদ্ধির আয়ত্ত অতি সংকীর্ণ সংস্কার ও ধারণা লইয়া প্রকৃতির স্বরূপতত্ত্ব অতিসংকীর্ণ করিয়াই বুঝিয়া লইয়াছেন। তাই অঘটনঘটনপটীয়সী শক্তির এক মাত্র প্রসবভূমি মহা-প্রকৃতির ক্ষুদ্র জড় বিভাগের কয়েকটি সাধারণ নিয়ম লইয়া প্রকৃতিতত্ত্ব বুঝিয়াছেন। তাই তাঁহারা কথায় কথায় বলিয়া উঠেন—প্রাকৃতিক নিয়ম খণ্ডিত হইল। বস্তুতঃ প্রাকৃতিক নিয়ম অখণ্ডিত, তাই মন্ত্রশক্তি প্রভাবে মৃন্ময় মূর্ত্তিতে চিন্ময়ীর আবির্ভাব স্বতঃসিদ্ধ। বস্তুতঃ এ আবির্ভাবও প্রকাশমাত্র, নতুবা এ ব্রহ্মাণ্ডে এমন স্থান কোথায় আছে? যাহা ব্রহ্মময়ীর ব্রহ্মসত্তার বহির্ভূত। মূর্ত্তি যন্ত্র ঘট পট পুষ্প পত্র যাহাই কেন না বল, ইহার কিছুতেই তাঁহাকে আসিতে হয় না, কেননা তিনি ইহার সমস্তেই অধিষ্ঠিত, অথবা সমস্তই তাঁহাতে অধিষ্ঠিত, কিন্তু তথাপি ভক্তগণ সাধকগণ তাঁহার সে সূক্ষ্ম সত্তার অধিষ্ঠানে সন্তুষ্ট নহেন, তাই কখন ভগবান, কখন ভগবতী, কখন বাবা, কখন মা, কখন প্রভু, কখন ঈশ্বরী, সাধকের যখন যাহা ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী মা তখন তাহাই পূর্ণ করিতে কখন শ্যাম, কখন শ্যামা, কখন উমা, কখন রমা, কখন পুরুষ, কখন বামা, কখন গনেশ, কখন মহেশ, কখন ধনেশ, কখন দিনেশ, নানা লীলায় নানা মুর্ত্তিতে নানা সাধনায় নানা সিদ্ধিতে একেশ্বর একেশ্বরী হইয়াও তিনি সাধকের হৃদয়েশ্বরী বলিয়াই বহুরূপে আবির্ভূতা হইয়া থাকেন। এই জন্যই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের প্রাণশক্তির অধীশ্বরী হইলেও সাধকের প্রাণ লইয়াই তাঁহার প্রাণ প্রতিষ্ঠা, জগতের মা হইলেও সাধক তাঁহাকে নিজের মা বলিয়াই সাধন করিয়া থাকেন, মায়ের অভাবের জন্য মায়ের সাধনা নহে, আমার অভাব

পূরণ করিবার জন্যই মায়ের সাধনা। ত্রিজগতের লোকে মায়ের সাধনা করিলেও সে সাধনায় আমার সাধ ত মিটে না, তাই আমার প্রাণের সাধ পূর্ণ করিতে মায়ের প্রাণপ্রতিষ্ঠা।

তন্ত্রান্তরে——

ব্রহ্মরন্ধ্রে ললাটেচ কপোলে শিব শক্তিষু।
হৃদয়ে বিষ্ণুবিষয়ে পাদয়োরন্য দেবতা—
প্রাণপ্রতিষ্ঠা কর্ত্তব্যা শিব লিঙ্গে শিরে তথা॥

শিব মূর্ত্তি ও শক্তি মূর্ত্তিতে ব্রহ্মরন্ধ্রে ললাটে অথবা কপোলে কর বিন্যাস পূর্ব্বক প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিবে। (কোন কোন তান্ত্রিক আচার্য্য সম্প্রদায়ের মত যে, শিব শক্তি মূর্ত্তিতে ব্রহ্মরন্ধ্র ললাট ও কপোল একদা এই তিন স্থানেই স্পর্শ করিয়া প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিবে) বিষ্ণুমূর্ত্তির হৃদয়, অন্য দেবতার চরণ দ্বয়, এবং শিবলিঙ্গের মস্তক ভাগ স্পর্শ করিয়া প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিবে।

উপচার——

সনৎ কুমার তন্ত্রে——

প্রত্যহং পূজয়েদ্দেবং ষোড়শৈরুপচারকৈঃ।
তদশক্তৌ তু পূজাস্যাদ্দশোপচারিকা তথা॥
তদশক্তৌ পঞ্চভিস্তু পূজা স্যাদুপচারকৈঃ॥

ষোড়শ উপচারের দ্বারা প্রত্যহ ইষ্ট দেবতার পূজা করিবে, তাহাতে অসমর্থ হইলে দশোপচার, এবং তাহাতেও অসমর্থ হইলে পঞ্চোপচারে নিত্য পূজা নির্ব্বাহ করিবে।

রাঘবভট্টধৃত জ্ঞান মালায়াং——

অষ্টত্রিংশৎ-ষোড়শার্ক-দশ-পঞ্চোপচারকাঃ।
তান্ বিভজ্য প্রবক্ষ্যামি কে কে তে তৈঃ কৃতৈশ্চ কিং।
আসনং প্রথমং তেষামাবাহনমুপস্থিতিঃ।
সান্নিধ্যমাভিমুখ্যঞ্চ স্থিরীকৃতি প্রসাদনং।
অর্ঘ্যঞ্চ পাদ্যাচমনে মধুপর্কমুপস্পৃশং।
স্নানং নীরাজনং বস্ত্রমাচামঞ্চোপবীতকং।
পুনরাচামভূষে চ দর্পণালোকনন্ততঃ।

গন্ধপুষ্পে ধূপদীপৌ নৈবেদ্যঞ্চ ততঃ ক্রমাৎ।
পানীয়ং তোয়মাচামং হস্তবাস স্ততঃ পরং।
তাম্বূলমনুলেপঞ্চ পুষ্পদানং পুনঃ পুনঃ।
গীতং বাদ্যং তথা নৃত্যং স্তুতিশ্চৈব প্রদক্ষিণং।
পুষ্পাঞ্জলি নমস্কারাবষ্টত্রিংশৎ সমীরিতাঃ।

অষ্টত্রিংশৎ, ষোড়শ, দ্বাদশ, দশ ও পঞ্চ উপচারের প্রকার ভেদ সংখ্যা এই। এই ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে কোন কোন প্রকারে কি কি উপচার এবং তাহার অনুষ্ঠানের ফল কি কি, বিভাগ পূর্ব্বক তাহা কথিত হইতেছে——আসন আবাহন উপস্থিতি সান্নিধ্য আভিমুখ্য স্থিরীকৃতি প্রসাদন অর্ঘ্য পাদ্য আচমন মধুপর্ক পুনরাচমন স্নান নীরাজন বস্ত্র আচমন উপবীত পুনরাচমন ভূষণ দর্পণাবলোকন গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ নৈবেদ্য পানীয় আচমনীয় হস্তবাস তাম্বূল অনুলেপন পুষ্পাঞ্জলি গীত বাদ্য নৃত্য স্তুতি, প্রদক্ষিণ পুষ্পাঞ্জলি ও নমস্কার ইহাই অষ্টত্রিংশৎ উপচার।

ষট্‌ত্রিংশদুপচারাঃ—নিবন্ধে পঞ্চপঞ্চাশত্তমপটলে——

আসনাদৌ দন্তকাষ্ঠমুদ্বর্ত্তনবিরূক্ষণে।
সম্মার্জ্জনং সর্পিরাদি স্নাপনাবাহনে ততঃ।
পাদার্ঘ্যাচমনীয়ানি স্নানীয়মধুপর্ককৌ।
পুনরাচমনীয়ঞ্চ নমস্কারোঽথ নর্ত্তনং।
গীতবাদ্যে চ দানানি স্তুতিহোমঃ প্রদক্ষিণং।
আদর্শদর্শনঞ্চৈব চামরব্যজনং তথা।
শয্যানুলেপনং বস্ত্রমলঙ্কারোপবীতকে।
গন্ধপুষ্পে ধূপদীপৌ বলিদানঞ্চ তর্পণং
স্বাভীষ্টাত্মার্পণঞ্চৈব ততো দেববিসর্জ্জনং।
উপচারা ইমে জ্ঞেয়াঃ ষট্‌ত্রিংশচ্চণ্ডিকার্চ্চনে॥

আসন দণ্ডকাষ্ঠ উদ্বর্ত্তন বিরূক্ষণ সম্মার্জ্জন ঘৃততৈলাদির অভ্যঞ্জন ঘৃতাদি দ্বারা স্নান আবাহন পাদ্য অর্ঘ্য আচমনীয় স্নানীয় মধুপর্ক পুনরাচমনীয় নমস্কার নৃত্য গীত বাদ্য অন্যান্য-উপচারদান স্তুতি হোম প্রদক্ষিণ দর্পণদর্শন চামরব্যজন

শয্যা অনুলেপন বস্ত্র অলঙ্কার উপবীত গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ বলিদান তর্পণ আত্ম-সমর্পণ ও বিসর্জ্জন এই ষট্‌ত্রিংশৎউপচার।

অষ্টাদশোপচারাঃ——

শ্যামারহস্যধৃত ফেৎকারিণীয়ে তৃতীয় পটলে——

আসনাবাহনে চার্ঘ্যং পাদ্যমাচমনীয়কং।
স্নানং বাসোপবীতঞ্চ ভূষণানি চ সর্ব্বশঃ।
গন্ধপুষ্পে ধূপদীপাবন্নঞ্চ তর্পণং ততঃ।
মাল্যানুলেপনে চৈব নমস্কার-বিসর্জ্জনে।
অষ্টাদশোপচারৈস্তু মন্ত্রী পূজাং সমাচরেৎ।

আসন আবাহন অর্ঘ্য পাদ্য আচমনীয় স্নান বস্ত্র উপবীত ভূষণ গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ অন্ন (নৈবেদ্য) তর্পণ মাল্য অনুলেপন নমস্কার বিসর্জ্জন এই অষ্টাদশ উপচার দ্বারা সাধক পূজার অনুষ্ঠান করিবেন।

ষোড়শোপচারাঃ—শিবার্চ্চন চন্দ্রিকায়াং——

আসনং স্বাগতং পাদ্যমর্ঘ্যমাচমনীয়কং।
মধুপর্কাচম স্নানবসনাভরণানি চ।
গন্ধপুষ্পে ধূপদীপৌ নৈবেদ্যং বন্দনং তথা।
প্রযোজয়েদর্চ্চনায়ামুপচারাংস্তু ষোড়শ।

আসন স্বাগত পাদ্য অর্ঘ্য আচমনীয় মধুপর্ক আচমন স্নান বসন আভরণ গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ নৈবেদ্য বন্দন এই ষোড়শ উপচার পূজায় প্রয়োগ করিবে।

প্রকারান্তর ষোড়শোপচারা যথা——

কৃষ্ণার্চ্চন চন্দ্রিকাধৃত মন্ত্ররত্নাবল্যাং——

পাদ্যার্ঘ্যাচমনীয়ঞ্চ স্নানং বসনভূষণে।
গন্ধপুষ্পে ধূপদীপৌ নৈবেদ্যাচমনং ততঃ।
তাম্বূলমর্চ্চনা স্তোত্রং তর্পণঞ্চ নমস্ক্রিয়াং।
প্রয়োজয়েদর্চ্চনায়া মুপাচারাংস্তু ষোড়শ॥

পাদ্য অর্ঘ্য আচমনীয় স্নান বসন ভূষণ গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ নৈবেদ্য আচমন তাম্বূল অর্চ্চনা স্তোত্র তর্পণ ও নমস্কার।

দ্বাদশোপচারাঃ—স্বতন্ত্রতন্ত্রে——

অর্ঘ্যং পাদ্যং নিবেদ্যাথ তথৈবাচমনীয়কং।
মধুপর্কাচমঞ্চৈব গন্ধপ্রসূনকে ততঃ।
ধূপদীপৌচ নৈবেদ্যং প্রদক্ষিণং নমস্কৃতিঃ
দ্বাদশৈরুপচারৈস্তু মন্ত্রী পূজাং সমাচরেৎ।

অর্ঘ্য পাদ্য আচমনীয় মধুপর্ক পুনরাচমন গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ নৈবেদ্য প্রদক্ষিণ ও নমস্কার এইরূপ দ্বাদশ উপচারে মন্ত্রী পূজা করিবেন।

দশোপচারাশ্চ—শ্যামারহস্যধৃত কালীতন্ত্রে——

অর্ঘ্যং পাদ্যং নিবেদ্যাথ তথৈবাচমনীয়কং।
মধুপর্কাচমঞ্চৈব গন্ধপুষ্পে ততঃ পরং।
ধূপদীপৌচ নৈবেদ্যং দশোপচারকাঃ স্মৃতাঃ।

অর্ঘ্য পাদ্য আচমনীয় মধুপর্ক আচমন গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ ও নৈবেদ্য ইহাই দশোপচার।

সপ্তোপচারাঃ—রাঘবভট্টধৃতপ্রয়োগসারে——

অর্ঘ্যং গন্ধং তথা পুষ্পমক্ষতং ধূপমেবচ।
দীপো নৈবেদ্যং সপ্তাঙ্গী সপর্য্যেত্বপরে জগুঃ।

অর্ঘ্য গন্ধ পুষ্প অক্ষত ধূপ দীপ ও নৈবেদ্য ইহাই সপ্তাঙ্গী পূজা।

পঞ্চোপচারাঃ—নিবন্ধতন্ত্রে—পঞ্চপঞ্চাশত্তম পটলে——

গন্ধপুষ্পধূপদীপনৈবেদ্য মিতি পঞ্চকং
নিবেদয়েৎ সদার্চ্চায়াং পূজা পঞ্চোপচারিকা।

গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ নৈবেদ্য ইহাই পঞ্চোপচার। সাধক ইষ্ট দেবতার পূজায় এই পঞ্চোপাচার সর্ব্বদা নিবেদন করিবেন।

উপচারত্রিকা জ্ঞেয়া ধূপদীপৌ বিনা যদি।

ঐ পঞ্চোপচার ধূপ দীপ বিরহিত অর্থাৎ গন্ধ পুষ্প নৈবেদ্য হইলেই তাহা উপচারত্রিক নামে কথিত হইয়া থাকে।

প্রভুঃ প্রথমকল্পস্য যোনুকল্পেন বর্ত্ততে
ন সাম্পরায়িকং তস্য দুর্ম্মতে বিদ্যতে ফলং।

ষট ত্রিংশৎ উপচার হইতে উপচারত্রয় পর্য্যন্ত যাহা কিছু প্রকার ভেদ

কথিত হইল, ইহার প্রথম প্রথম কল্পে সমর্থ হইয়াও ব্যয়কুণ্ঠাবশতঃ শেষ শেষ কল্পের অবলম্বনে যিনি পূজায় প্রবৃত্ত হয়েন সেই দুর্ম্মতিগ্রস্ত সাধক কখনও যথাশাস্ত্র পূজার ফললাভ করেন না।

জপবিধিঃ। পিচ্ছিলা তন্ত্রে——

প্রাণায়ামত্রয়ং কৃত্বা ঋষ্যাদিন্যাস মাচরেৎ। ষড়ঙ্গন্যাসমাচর্য্য কুল্লুকাং প্রজপেত্ততঃ। মহা সেতুঞ্চ সেতুঞ্চ জপ্ত্বা মূলং জপেত্ততঃ। পুনঃ সেতুং মহাসেতুং জপ্ত্বা সমর্পয়ে জ্জপং। প্রাণায়মত্রয়ং কৃত্বা প্রণমেৎ পরমেশ্বরীং। অষ্টাঙ্গাদি-বিধানেন ভূশীর্ষযোগতোথবা।

প্রাণায়াম ত্রয় করিয়া ঋষ্যাদি ন্যাস করিবে তৎপর ষড়ঙ্গ ন্যাস করিয়া কুল্লুকা জপ করিবে তৎপর মহা সেতু ও সেতু মন্ত্র জপ করিয়া যথা সংখ্যক মূল মন্ত্র জপ করিবে, জপান্তে পুনর্ব্বার সেতু ও মহা সেতু জপ করিয়া জপ সমর্পণ করিবে, তদনন্তর পুনর্ব্বার বারত্রয় প্রাণায়াম করিয়া অষ্টাঙ্গাদি প্রণামের বিধান অনুসারে অথবা ভূতলে কেবল মস্তকের যোগ করিয়া পরমেশ্বরীকে প্রণাম করিবে।

সরস্বতী তন্ত্রে পঞ্চম পটলে——

অপরৈকং প্রবক্ষ্যামি মুখশোধনমুত্তমম্। যন্ন কৃত্বা বরারোহে জপ পূজা বৃথা ভবেৎ। অশুদ্ধ জিহ্বয়া দেবি যো জপেৎ সতু পাপ কৃৎ। তস্মাৎ সর্ব্ব প্রযত্নেন মুখ শোধন মাচরেৎ।

অন্য রূপ (মন্ত্রময়) উত্তম মুখশোধন কথিত হইতেছে। বরারোহে! যাহার অনুষ্ঠান না করিলে জপও পূজা বৃথা হইবে। দেবি! অশুদ্ধ জিহ্বার দ্বারা যিনি জপ করেন তাঁহাকে পাপ স্পর্শ করে। অতএব সর্ব্ব প্রযত্ন সহকারে মুখ শোধন করিবে।

কুলার্ণবে——

জাত সূতক মাদৌস্যাদন্তেচ মৃত সূতকং।
সূতকদ্বয়সংযুক্তো যো মন্ত্রঃ স নসিধ্যতি।
আদ্যন্ত রহিতং কৃত্বা মন্ত্রমাবর্ত্তয়েদ্ধিয়া।
সূতকদ্বয়নির্ম্মুক্তঃ স মন্ত্রঃ সর্ব্বসিদ্ধিদঃ।
তস্মাদ্দেবি প্রযত্নেন ধ্রুবেন পুটিতং মনুম্।

অষ্টোত্তর শতং বাপি সপ্ত বারং জপাদিতঃ।
জপান্তেচ ততো দদ্যাচ্চতুর্ব্বর্গফলাপ্তয়ে।

জপের প্রথমে সাধকের জননাশৌচ হয় এবং জপান্তে মরণাশৌচ হয়, এই অশৌচ দ্বয় সংযুক্ত মন্ত্র কখনও সিদ্ধ হয় না। এজন্য মন্ত্রকে আদ্যন্ত অশৌচ দ্বয়ে রহিত করিয়া মানসিক জপ করিবে। ঐ অশৌচ দ্বয়ে নির্মুক্ত হইলেই সে মন্ত্র সর্ব্ব সিদ্ধি প্রদান করে। অতএব মূলমন্ত্রকে প্রণবপুটিত করিয়া অষ্টোত্তর শতবার অথবা সপ্ত বার চতুবর্গ ফল সিদ্ধির নিমিত্ত জপের আদি ও অন্তে জপ করিবে।

যোগিনী তন্ত্রে——

নিত্যং জপং করে কুর্য্যাৎ নতু কাম্য মবোধনাৎ।
কাম্য মপি করে কুর্য্যাৎ মালাভাবে মহেশ্বরি।

নিত্য পূজার অঙ্গে যে জপ তাহা করে অনুষ্ঠান করিবে, কিন্তু কাম্য জপ করিবে না ; কারণ কাম্য জপে কামনা ভেদে ভিন্ন ভিন্ন মালায় জপই বিধি-বোধিত। করমালায় কাম্য জপ শাস্ত্রে উক্ত নহে। কিন্তু মহেশ্বরি ! মালার যদি অভাব হয় তাহা হইলে কাম্য জপও করেই করিবে।

সচ্ছন্দ মাহেশ্বরে——

রুদ্রাক্ষস্য মণিঃ শ্রেষ্ঠঃ প্রবালস্য তথৈবচ।
তথৈবাম্ভোরুহাক্ষস্য কুশগ্রন্থেশ্চ সুব্রতে।
এতন্মণিকৃতা মালা ত্রৈবর্ণিকসুখপ্রদা।
স্ত্রী শূদ্রানাং বরারোহে প্রত্যবায়শ্চ কেবলং।
এতদন্যমণিকৃতা মালা তেষাং ফলপ্রদা।

রুদ্রাক্ষ প্রবাল পদ্মবীজ ও কুশগ্রন্থি এই সকল মণির দ্বারা নির্ম্মিত হইলে সে মালা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণের সুখ প্রদা হয়েন। স্ত্রীজাতি ও শূদ্র জাতি এই সকল মণি নির্ম্মিত মালা গ্রহণ করিলে তাঁহারা কেবল প্রত্যবায় লাভ করিবেন। পূর্ব্বোক্ত রুদ্রাক্ষ প্রভৃতি মণি ভিন্ন অন্য মণির দ্বারা নির্ম্মিত মালাই স্ত্রী ও শূদ্রজাতির পক্ষে ফলপ্রদা।

রুদ্রাক্ষ শঙ্খ পদ্মাক্ষ পুত্রজীবকমৌক্তিকৈঃ।
স্ফাটিকৈর্ম্মণিরত্নৈশ্চ সুবর্ণৈর্বিদ্রুমৈস্তথা।
রাজতৈঃ কুশমূলৈশ্চ গৃহস্থস্যাক্ষমালিকা।

রুদ্রাক্ষ শঙ্খ পদ্মবীজ পুত্রজীব মৌক্তিক স্ফটিক মণি রত্ন স্বর্ণ প্রবাল রজত ও কুশমূল এই সকল মণির দ্বারা নির্ম্মিত মালাই গৃহস্থের পক্ষে বিহিতা।

বীর তন্ত্রে——রুদ্রাক্ষ মালয়া জাপং রাত্রৌ কুর্য্যাৎ প্রযত্নতঃ।
কিঞ্চ ভদ্রে দিবা নৈব রুদ্রাক্ষ মালয়া জপেৎ।

রুদ্রাক্ষ মালার দ্বারা রাত্রিতে যত্নপূর্ব্বক জপ করিবে। কিন্তু ভদ্রে! দিবাভাগে কখনও রুদ্রাক্ষ মালার দ্বারা জপ করিবে না।

রুদ্রজামলে——দিবা নৈবচ জপ্তব্যং রুদ্রাক্ষমালয়া ক্বচিৎ।
পুরশ্চর্য্যাম্বতে চাত্র দোষো নাস্তি বরাননে।

রুদ্রাক্ষ মালার দ্বারা দিবাভাগে কখনও জপ করিবে না। কিন্তু বরাননে। পুরশ্চরণের সময়ে দিবাভাগে রুদ্রাক্ষ মালার দ্বারা জপ করিলেও তাহা দোষাবহ হইবে না।

জামলে——প্রত্যহং পূজয়েন্ মালাং প্রত্যহং জপমাচরেৎ।
উপোষিতায়াং মালায়াং বিপদঃ সম্ভবন্তিচ।

ইষ্টদেবতাস্বরূপিণী মালাকে প্রত্যহ পূজা করিবে এবং প্রত্যহ জপ করিবে। কারণ, মালা উপোষিতা অর্থাৎ জপপূজাবিরহিতা হইলে সাধকের বিপদ্ সকল উপস্থিত হয়।

কঙ্কালমালিনী তন্ত্রে——

প্রজপেন্নিত্য পূজায়া মষ্টোত্তরসহস্রকং।
অষ্টোত্তরশতং বাপি অষ্টপঞ্চাশতঞ্চরেৎ।
অষ্টত্রিংশৎ সংখ্যকং বা অষ্টাবিংশতিমেববা।
অষ্টাদশং দ্বাদশঞ্চ দশাষ্টৌচ বিধানতঃ।
হোমঞ্চৈব মহেশানি এতৎ সংখ্যয় বিধানতঃ।
এবং সর্ব্বত্র দেবেশি নিত্য কর্ম্ম মহোৎসবে।

নিত্য পূজাতে অষ্টোত্তর সহস্র, অষ্টোত্তর শত, অষ্ট পঞ্চাশত, অষ্টত্রিংশৎ অষ্টাবিংশতি, অষ্টাদশ, দ্বাদশ, দশ অথবা অষ্ট এই সংখ্যা অনুসারে সমর্থ হইলে পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্প এবং অসমর্থ হইলে সাধক পর পর কল্পে জপ করিবেন। মহেশ্বরি! নিত্য কর্ম্মাঙ্গ পূজাদি মহোৎসবে সামর্থ অসামর্থ ভেদে হোম সংখ্যার নিয়মও সর্ব্বত্র এইরূপই জানিবে।

সম্পূর্ণ